সমরেশ মজুমদার

আয় সুখ

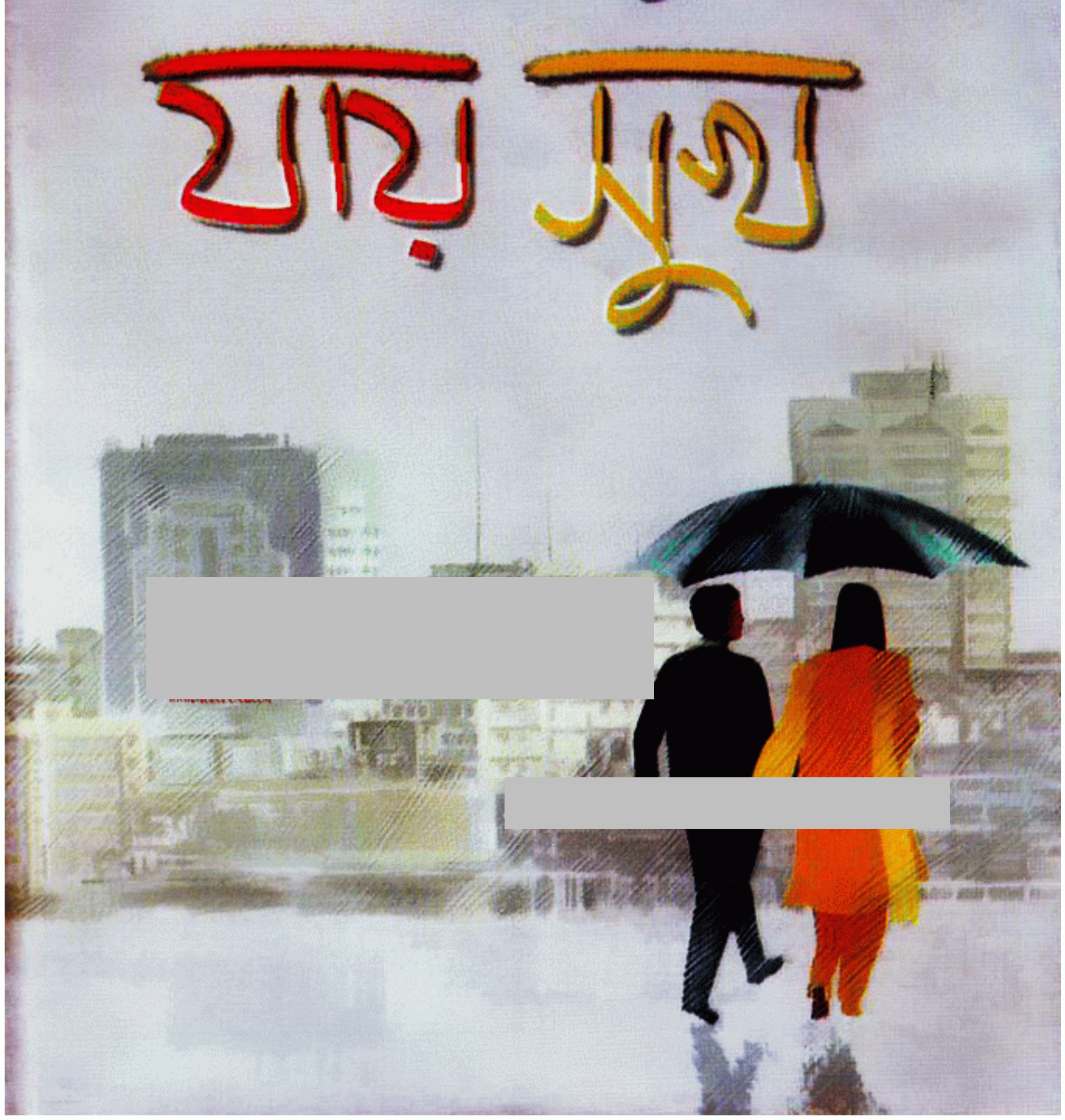

www.allbdbooks.com

'আমার পাঁচমিশেলি মন খারাপের পরেও রে তোর সঙ্গে আছি' - লাইনগুলো শুনে চমকে উঠেছিলেন শমীক। শহর থেকে অনেক দুরে শান্তি নদীর ধারের গ্রাম মনকাড়ায় এমন কথা শুনতে পাবেন ভাবেননি। আরও অবাক হলেন শুনে যে সেই কবিতা লিখেছে গ্রামের মেয়ে শবনম।

যে কিনা চা-বিক্রি করে চালায় সংসার।

শমীকের কথায় শহরে আসে শবনম।

একটাচাকরিও পায় সাহিত্যপ্রেমী মানুষ সামসুদ্দিন সাহেবের সহায়তায়। তার সামনে খুলে যায় এক আলো ঝলমল রূপকথার জগৎ।

তার সঙ্গে চোখে পড়ে শহরে জীবনে পাঁচমিশেলি মন খারাপ-এর মতো অনেক ঘটনা।

তবু মন্দ লাগে না তার। সে চায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে। গ্রাম ছেড়ে এলেও গ্রামের মানুষকে ভোলেনি শবনম। আর তাই গ্রামের বাউল মিন্টু ভাইয়ের চিকিৎসায় সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বশক্তি নিয়ে। অন্তরাল থেকে সাহায্য করেন সাহিত্যিক শমীক। কিন্তু কেন?

শবনমের না হয় নাড়ির টান তার গ্রাম মনকাড়ার সঙ্গে। আর পুরোপুরি নগরজীবনে অভ্যস্ত মধবয়সী শমীকের?

তাঁর টান কীসে? তাঁরও তো কিছু বলার থাকতে পারে। কী সে কথা...

ওপার বাংলার পটভূমিতে এক অনবদ্য উপন্যাস।

www.allbdbooks.com

সংহিতা চট্টোপাধ্যায়

উপন্যাসে ব্যবহৃত কবিতার লাইন
যার কলমে এসেছিল,
তাকে
সস্নেহে

www.allbdbooks.com

'তুমি ভাবছ শরীরটা তোমার। অথচ তোমার হুকুম সে সবসময় মানছে না, চাইছ তোমার বশে থাকুক, কিন্তু থাকছে না। অথচ সেই ছেলেবেলা থেকে, জ্ঞান হওয়ার পর যখন তোমার ওই শরীরটাকে ঘিরে মনে মায়া জন্মাল, কত যত্ন করে এসেছ, টাটকা রাখতে চেয়েছ। তার জন্যে কষ্টও কম করতে হয়নি তোমাকে। সেই কাকভোরে ঘুম থেকে উঠে হাঁটতে বেরিয়েছ যাতে গোটা শরীরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়, পেশিগুলো তেজি থাকে। একটু বড় হওয়ামাত্র বেশি তেল-ঘি খাওয়া ছেড়ে দিলে। এমন কি পছন্দের মণ্ডার দিকেও হাত বাড়াও না। কিন্তু ওই যে শরীরটা নিয়ে এত আমার আমার করে যাচ্ছিলে সে তো তোমার কথা শুনতেই চাইছে না। ওই যে সুন্দর চুলগুলো, তোমার অত যত্ন পাওয়া সত্ত্বেও একটু একটু করে উঠে যাচ্ছে, আটকাতে পারছ? কথা নেই বার্তা নেই, হাঁটতে গিয়ে হাঁটু কনকনিয়ে উঠল। তারপর থেকে তোমার বাধ্য হাঁটু অবাধ্য হয়ে তোমাকে ব্যথা দিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলল, তোমার রক্তে চিনি বেড়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডও। এখন অনেক কিছু বর্জন করতে হবে। তার মানে তোমার সর্বাঙ্গে তোমারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। ভয় পেয়ে বুক পরীক্ষা করালে। ডাক্তার বলল, বুকের বাঁ দিকের যন্ত্রটা ঠিকঠাক চলছে। একটুও টোল খায়নি। তুমি জানো হাত-পা যত বিদ্রোহ করুক আসল দুর্গ হলো বুকের বাঁ দিকে। সেটা ঠিকঠাক থাকলে বিদ্রোহ দমন করার সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু ওই যন্ত্রটা আচমকা বন্ধ হয়ে যেতে এক সেকেন্ড সময় লাগবে। ধড়ফড়িয়ে শরীরটা নিথর হয়ে যাবে। যে শরীর নিয়ে এত আমার আমার করছিলে সেই শরীরটার তখন আর কিছু করার নেই।'

পলাশপুরের হাটে বুড়ো বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে কথাগুলো যে-মানুষটি

www.allbdbooks.com

বলছিলেন তাঁর সাদা দাড়ি বাতাসে ঈষৎ উড়ছিল। লোকটির পরনে তাপ্পি দেওয়া আলখাল্লা, মাথায় ফেটি বাঁধা। তাঁর সামনে জনা বারো হাটুরের পেছনে বসছিল শমীক। তার মনে হলো কথাগুলো পুরনো কিন্তু বলার ধরনটা ভালো।

একজন হাটুরে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে কি করা?'

'কি আর করবে? আনন্দ করো। ফুর্তি করো। জীবন তো একটাই। কারো চল্লিশ কারো আশি কি নব্বুই। মায়ের পেট থেকে বেরুনো মাত্র জেনে রেখো যে তোমার চলে যাওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। সময়টা নষ্ট করো না। যে কাজ করে পেটের ভাত জোগাড় করো সেটা খুশির সঙ্গে করো।' বৃদ্ধ হাসলেন।

'ভগবানকে ডাকব না?'

'সে তোমার ইচ্ছে। তাঁকে ডাকার তো অনেক রকম উপায় আছে। রোজ যদি একটা রুগ্‌ণ গাছের গোড়ায় ঠিকঠাক জল দাও, ক্ষুধার্ত পাখিদের দানা খাওয়াও যদি, যদি শহরে থাকো তাহলে রোজ বিকেলে হাসপাতালে গিয়ে একলা শোওয়া অসুস্থ মানুষের পাশে দশ মিনিট বসে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে আসো তাহলেও ভগবানকে ডাকা হয়ে যাবে। এরকম কাজে তিনি যত খুশি হবেন চব্বিশ ঘন্টা হরিকীর্তন করলেও তার একাংশ খুশি হবেন না।' হাসলেন বৃদ্ধ।

আর একজন হাটুরে জিজ্ঞাসা করল, 'কুকুর গরুও তো সারাদিন ফুর্তিতে থাকে, আনন্দে থাকে আবার কখনো কখনো অন্যের উপকার করে। তাহলে—!'

হাত তুললেন বৃদ্ধ, 'তুলনা কোরো না। তারা সব পারে কিন্তু ভাবতে পারে না। কারণ তাদের মন বিকশিত নয়। মানুষের মন আছে। মানুষ চিন্তা করতে পারে। হাতির শরীর বিশাল কিন্তু মানুষের মনের শক্তির কাছে সে দুর্বল।'

'শালা হারামি।'

কানের কাছে চাপা গলায় হিসহিসানি শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে শমীক একটা দাড়িওয়ালা প্রৌঢ়কে দেখতে পেল। লোকটার ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের ছাপ।

শমীক জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁকে চেনেন?'

'হাড়ে হাড়ে।'

'কী রকম?'

লোকটা তাকাল, 'এখানে বসে ওসব বলা যাবে না বাবু।'

'আমাকে বাবু বলবেন না। আমি শমীক।'

লোকটা একবার তাকিয়ে কাঁধ নাচালো। তারপর উঠে হাঁটতে লাগল।

www.allbdbooks.com

শমীকের মনে হলো লোকটা তাকে পছন্দ করল না। সে চটপট লোকটার সঙ্গ ধরল, 'আপনি চলে এলেন যে। আমার কথা পছন্দ হয়নি।'

ওরা ততক্ষণ বটগাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে। দাড়িওয়ালা লোকটি হাত নাড়ল, 'আমার পছন্দ-অপছন্দর কি দাম। আপনি যান, বক্তৃতা শুনুন, আমাকে যেতে দিন।'

'দেখুন, আপনি আমাকে বাবু বলে ডেকেছেন, আমি তাতে আপত্তি করেছি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'না, ঠিক নেই।'

'বেশ। আপনাদের মতো শহরে বাবুরা এসে যখন নিজের নাম ধরে ডাকতে বলেন, ভাব দেখান আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই, তখন বুঝতে পারি মতলবে আছেন। আপনাদের মনে ধান্দা না থাকলে আমাদের পাত্তা দেবেন না। দেখে দেখে চোখ পচে গেছে, আর ধ্যাস্টামো ভালো লাগে না।' লোকটি সরাসরি বলল।

হেসে ফেলল শমীক, 'আপনি আমাকে বেশ খানিকটা গালাগালি করলেন অথচ এর আগে কখনো দ্যাখেননি। ওই ফকির সাহেবকেও কি তাই?'

'ফকির সাহেব? ওই লোকটা ফকির নাকি? আপনাকে কে বলেছে?' খিঁচিয়ে উঠল দাড়িওয়ালা, 'ও যদি ফকির হয় তাহলে কাছিমও ফকির! আমি তো বললাম, ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি!'

'আসলে ওই বেশবাস দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল।'

'আপনাদের মতো শহরের লোকদের ওই হলো মুশকিল! মোড়ক দেখে চট করে ভুলে যান। আপনাদের শুধু দোষ দেব কেন? ওই যে লোকগুলো উবু হয়ে ওর কথা গিলছে, ওরাও তো একই ভুল করছে।'

'কিন্তু কথাগুলো বেশ ভালো বলছেন, একথা স্বীকার করতে হবে।' শমীক আলোচনা চালিয়ে যেতে চেষ্টা করল। এতক্ষণে সে বুঝে নিয়েছে এই লোকটির কাছে জমজমাট গল্প আছে। এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতেই হবে।

'ওগুলো নতুন কথা? জন্মালে যে মরতে হবে একথা কে না জানে। ও বলল, নিজের শরীর নিজের থাকে না। কিন্তু ও যদি বলত মরেও শরীর কখনো কখনো নিজের থেকে যায়, তাহলে বুঝতাম নতুন কথা বলছে, সত্যি কথা বলছে। কিন্তু তা বলার হিম্মত ওর নেই।' লোকটা মাথা ঝাঁকালো।

'আপনি যখন ওঁকে এতটা চেনেন তাহলে আপনিও ওঁর অপরিচিত নন। বেশি লোক তো বটগাছের নিচে ছিল না। আপনাকে অবশ্যই উনি দে খছেন।

www.allbdbooks.com

কিন্তু ওঁর মুখ দেখে তো মনে হলো না আপনাকে চিনতে পেরেছেন।'

'দেখলেন তো!' লোকটা ঠোঁট বেঁকালো, 'ওকে আমি হারামি বলি কি সাধে। কি চমৎকার হাসি হাসি মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল যেন আজই আমাকে প্রথম দেখল। যাত্রায় অন্যের লেখা কথা মুখস্থ করে অভিনয় করা হয় আর ও জীবনভর মিথ্যে কথা অভিনয় করে গেল এমনভাবে যে শুনলে লোকে সত্যি বলে ভাববে।'

শমীক মাথা নাড়ল, 'হুঁ। এখন মনে পড়ছে। আপনার দিকে তাকিয়েই হাসছিল।'

'তাহলে? আমি মিথ্যে বলি না বাবু।'

'চা খাবেন?'

'কী?'

'অনেকক্ষণ চা খাইনি। ওই তো চায়ের দোকান। চলুন একসঙ্গে চা খাই।'

'এখানে প্রথম আসা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। আজই এলাম।'

'সেটা বুঝতে পারছি। এই মনকাড়ায় কেউ গদাইয়ের দোকান ছেড়ে অন্য দোকানে চা খেতে চায় না। ও নেয় এক টাকা, গদাই নেয় পাঁচ সিকে। তবু—।'

'আচ্ছা! গদাইয়ের দোকান কোনদিকে?'

'ওই নদীর ধারে।'

গ্রামের নাম মনকাড়া। হাট বসে সপ্তাহে একদিন। আগে আশেপাশের চাষীরা তাদের চাষের ফসল নিয়ে হাটে আসতো। শেষ পর্যন্ত পাইকাররা মাল নিয়ে আসা শুরু করল লরিতে চাপিয়ে। শাক-সবজির পাশে চালানি মাছ, সাবান, তেল, পাউডার বিক্রি শুরু হলো হাটে। বেলা যত বাড়ে ভিড় বাড়ে তার বেশি। মনকাড়ার হাট এই অঞ্চলে বিখ্যাত। কয়েক বছর হলো হাটের দিন তাঁবু পড়ছে একটু ওপাশে নদী ঘেঁষে। সেখানে লরিতে চেপে এসে আলো করে দাঁড়িয়ে থাকে শহরের লাল যুবতীরা। এই নিয়ে অনেক হাঙ্গামা হয়েছে একসময়। গেল গেল রব তুলেছিল যারা তাদের শান্ত করা হয়েছিল এই বলে যে, লক্ষ্মণরেখা টেনে দেওয়া হোক। ওই রেখার এপারের হাটে কোনো সুন্দরী পা দেবে না। দিলে তার পা ভেঙে দেওয়া হবে। ওরা যদি হাটের বাইরে নদীর ধারে তাঁবু গাড়ে তাহলে হাটের চরিত্র নষ্ট হওয়ার কথা নয়। যারা হাটে আসছে তাদের যদি বুকের পাটা বড় হয় তাহলে পা ফেলে লক্ষ্মণরেখা ডিঙিয়ে

www.allbdbooks.com

তাঁবুতে গিয়ে ঢুকুক। কারও কিছু বলার নেই।

যতই মুখে বারফাট্টাই করুক, গাঁয়ে থেকে বউ-বাচ্চা নিয়ে বাস করে কেউ বুকের পাটা চওড়া করতে সাহস পেল না। যার সাতকুলে কেউ নেই, যে পকেটখালির জমিদার সে হে হে করতে করতে এগিয়ে গিয়ে গলাধাক্কা খেয়েছে। কাছে ঘেঁষতেই দেয়নি লালসুন্দরীর চৌকিদাররা। সারাদিন শরীর দুমড়ে-মুচড়ে শেষ পর্যন্ত হাই তুলে ওরা লরিতে চেপে ফিরে গেল। দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখেই জিভ গিলল মনকাড়ার হাটের লোভীরা। কিন্তু হাল ছাড়ল না লালসুন্দরীদের মালিক। মনসামেলায়, সংক্রান্তির মেলায় তাঁবু একপাশে থাকলেও কেউ রা কাটে না। হাটের একটাদিনই সবাই চরিত্তির মুঠোয় ভরে বসে থাকবে, এ কেমন কথা। তাই নৌকো এলো এই হাটে। দশ মিনিটের নৌকোবিহার করে পৌঁছানো যাবে তাঁবুর ওপাশে। আগে হাট থেকে দেখা যেত সব, তাই কাপড় টাঙিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো তাঁবুগুলো। নৌকো থেকে যারা নামছে তারা হয় গামছা নয় কাপড়ে মুখ ঢেকে নেমে টুক করে তাঁবুতে ঢুকে যায়। মনকাড়ার হাট তাদের দেখতে পায় না।

শমীককে নিয়ে দাড়িওয়ালা গদাইয়ের চায়ের দোকানে চলে এল। একেবারে নদীর গায়ে ঝুপড়ির দোকান। সামনে মাটিতে বাঁশ পুঁতে বেঞ্চির ব্যবস্থা। সেখানে কিছু লোক ঝুম মেরে বসে আছে। দাড়িওয়ালা বলল, 'গদাইদা, দুইকাপ চা। বড় মুখ করে বলেছি তোমার কথা, মান যেন থাকে।'

যাঁকে বলা হলো তিনি ঝুপড়ির ভেতরে। তাঁর চেহারা দেখার সৌভাগ্য এখনো হলো না। তবে এই ঝুপড়ির দোকান যে শুধু হাটবার উপলক্ষে গজিয়ে ওঠেনি তা শমীক বুঝতে পারল। সে বাঁশের বেঞ্চিতে দাড়িওয়ালার সঙ্গে বসতেই সামনের বেঞ্চির একজন বলল, 'ঠিক গুনেছিস? মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত চার নৌকো গিয়েছে।'

'না তিন। এখন পর্যন্ত সাতজন।' দ্বিতীয় লোকটি বলল, 'সব শালা মুখ ঢেকে যাচ্ছে।'

'যাচ্ছে কিন্তু ফিরছে না কেন?'

খুক খুক করে হাসল দ্বিতীয়জন, 'বাঃ। টাইম লাগবে না? একি ঘরের মাগ? কত তরিবত, কত খেলা। বয়সটা কখন যে চলে গেল করিমভাই।'

'ওটা মনে করলে আরো চলে যাবে। সব সময় ভাববি এখন বিকেল কিন্তু সুর্যি ডোবেনি। তাহলে হনুমানের মতো সুর্যিটাকে বগলে চেপে রাখতে পারবি। আলো মরবে না। বুঝলি দশরথ।' করিমভাই উপদেশ দিল।

www.allbdbooks.com

'ওই দ্যাখো আর একবার খালি নৌকোটা ফিরে আসছে।' দশরথ বলল।

'ওদিকে ঘাট ফাঁকা। কেউ যাওয়ার নেই।'

'উঁহু দুজন আসছে। শালারা গামছায় মুণ্ডু মুড়ে ফেলেছে।'

'হুঁ। বয়স বেশি না।'

'কী করে বুঝলে?'

'শরীর দেখে। নৌকোয় উঠল।'

'ও করিমভাই', দশরথ আতঙ্কিত, 'ডান দিকেরটার জামা চেনা চেনা লাগছে যে!'

'চিনিস না। দেখিস না আর।'

'কিন্তু—!'

'আঃ। চুপ কর। ছেলেপিলের যৌবন এলে বাপদের চোখ বন্ধ করে রাখতে হয়। তুই ভাব ভুল দেখেছিস। পাশের ঘরে ছেলে তার বউয়ের সঙ্গে রাতের বেলা কী করছে তা নিয়ে কোনো বাপ ভাবে? মনে কর এটাও সেরকম।'

'ধুস। চলো।' দশরথ উঠে যেতে করিমভাইও ওর সঙ্গী হলো।

দাড়িওয়ালা এতক্ষণে কথা বলল, 'শুনলেন বাবু।'

'হুঁ।' শমীক মাথা নাড়ল।

'এর নাম জীবন! কখন কোনদিক দিয়ে কাকে ল্যাং মারবে তা কেউ জানে না।' এই সময় একটা বাচ্চা ছেলে দু-গ্লাসে চা নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়াল।

সেটা হাতে নিয়ে শমীক জিজ্ঞাসা করল, 'বিস্কুট আছে?'

ছেলেটা দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। ফিরে এলো দুটো দিশি বিস্কুট হাতে নিয়ে। দাড়িওয়ালাকে একটা বিস্কুট দিয়ে চায়ে চুমুক দিল শমীক, 'আঃ। বেশ ভালো চা।'

'বলেছিলাম না? গদাইদার চা এই তল্লাটের সেরা।'

শমীক ঝুপড়ির দিকে তাকাল, গদাইদার দর্শন এখনো পাওয়া যাচ্ছে না।

চা শেষ করে দাড়িওয়ালা বলল, 'আপনাকে মন্দলোক বলে মনে হচ্ছে না।'

'এত তাড়াতাড়ি ভালোমন্দ কি বিচার করা চলে?' শমীক তাকাল।

'একটা চাল টিপলেই বোঝা যায় ভাত ফুটল কিনা।'

'বাব্বা। চালটা টিপলেন কখন?'

হাসল দাড়িওয়ালা, 'এই যে এতক্ষণ এখানে বসে ওদের কথাগুলো শুনলেন কিন্তু একটাও ফুট কাটলেন না, ওরা চলে যাওয়ার পরেও মুখ খুললেন না,

www.allbdbooks.com

এইটা প্রমাণ করছে আপনি হজম করতে পারেন। মন্দ মানুষের হজমশক্তি থাকে না।'

'বাঃ, ভালো বললেন! আপনার নামটা কিন্তু এখনো জানা হলো না।' শমীক হাসল।

'চরণ। চরণ মণ্ডল।'

'শ্রীচরণ বলুন।'

'না। এই ফাটাফুটো চরণ থেকে শ্রী কবে উধাও হয়ে গেছে।' নিজের পা দেখালো চরণ। টায়ারের চটির বাইরে যে জায়গা দৃশ্যমান তাতে অনেক শুকনো ক্ষতের চিহ্ন। চায়ের গ্লাস নামিয়ে রেখে শমীক জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে বলছেন ওই বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে সুন্দর কথা বলা মানুষটি—।'

কথা থামিয়ে দিল চরণ, 'ওঃ। আপনি ওর কথা এখনো ভোলেননি!'

হাসল শমীক, 'না। ওখানে ছিলাম বলেই তো আপনার সঙ্গে আলাপ হলো।'

'হুঁ!' চরণ তাকাল শমীকের দিকে, 'বাবু, আপনার পরিচয়টা সত্যি করে বলুন তো!'

শমীক আকাশের দিকে তাকাল। এখন ভরদুপুর। কিন্তু সময়টা শীতের শুরু বলে তেমন গরম নেই। তার ওপর নদীর শরীর ছুঁয়ে আসা হাওয়ার ছোঁয়া শরীরকে আরাম দিচ্ছে। শমীক বলল, 'আমি গল্পের বই লিখি। প্রায়ই ঘুরে বেড়াই, মানুষ দেখি। মানুষের গল্প শুনি। এটা করতে আমার খুব ভালো লাগে চরণবাবু।'

'আই বাপ! আপনি আমাকে বাবু বললেন?' চরণ প্রতিবাদ করল।

'বলব না যদি আপনি আমাকে শমীক বলে ডাকেন। আমি আপনার থেকে বয়সে অনেক ছোট।' শমীক বলল।

'আপনি যখন গল্পের বই লেখেন তখন মানুষ হিসেবে আমার থেকে বড়। ওই শবনম আমাকে একটা গল্পের বই দিয়েছিল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। পড়ে খুব কেঁদেছিলাম। বিন্দুর ছেলে। লোকটাকে দেখতে চেয়েছিলাম কিন্তু শবনম বলল তিনি গত হয়েছেন অনেককাল আগে। মানুষের জীবনে এত কান্না তবু কাঁদবার জন্যে গল্পের বই কেন পড়ে বুঝতে পারি না।' চরণ ফোঁস করে শ্বাস ফেলল।

এই মুহূর্তে লোকটিকে খুব নরম বলে মনে হলো শমীকের। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে হলো যতই তারা শরৎচন্দ্রকে গত সময়ের লেখক বলে ভাবুক তিনি

www.allbdbooks.com

এখনো দুর্দান্তভাবে বেঁচে আছেন সাধারণ মানুষের মনে।

'শবনম আর আপনাকে বই পড়তে দেয়নি?'

'না। ওর কাছে তো বই বেশি নেই। গরিব ঘরের মেয়ে, পাবে কোথায়? সারাদিন তো চা বানিয়ে সংসার চালায়।' চরণ বলল।

'শবনম চা বানায়?'

'হ্যাঁ। কিন্তু জানেন ও কবিতাও লেখে। ওর কবিতা নিয়ে গান বেঁধেছে মিন্টু বাউল। পাঁচমিশেলি মন খারাপের পরেও রে তোর সঙ্গে আছি। কি সুন্দর কথা, না?' চরণ চকচকে চোখে তাকাল।

চমকে উঠল শমীক। আচমকা তার গায়ে কাঁটা ফুটল। সে বলল, 'আবার শুনি লাইনটা!'

চরণ সুর ধরার চেষ্টা করল, 'আমার পাঁচমিশেলি মন খারাপের পরেও রে তোর সঙ্গে আছি।'

'এই লাইন তোমাদের শবনম লিখেছে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল চরণ।

'আর সেই মেয়ে চা বানায়? বয়স কত?'

'কত আর! সতেরো কি আঠারো।'

'ওর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে?'

হাসল চরণ, 'আপনি বিষয় বদলে ফেললেন যে!'

'তার মানে?'

'আপনি ওই হারামিটার কথা শুনতে এতদূরে এসেছিলেন না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই শবনমের সঙ্গে কথা বলা খুব দরকার। চরণ, ওই পাঁচমিশেলি মন খারাপ আমিও লিখতে পারতাম না। আমরা বেশিরভাগ সময় যাকে প্রিয় ভাবি তার ব্যবহারে কষ্ট পেয়েও তার সঙ্গেই থেকে যাই। ওইটুকুনি মেয়ে এমন কথা কি সহজে লিখেছে।' শমীক বেশ উত্তেজিত।

'আপনি শহরের মানুষ। হাট দেখতে এসেছিলেন হাট শেষ হলেই ফিরে যাবেন। আপনার সময় কোথায়!' চরণ বলল।

'ওকে দেখার জন্যে আমি আজ এখানে থেকে যেতে পারি।'

'থাকবেন কোথায়? মনকাড়ায় কোনো হোটেল নেই, ধর্মশালা নেই।'

'নাইবা থাক। এই বাঁশের বেঞ্চিতেই নাহয় রাত কাটিয়ে দেব। সামনে নদী আছে, কোনো সমস্যা হবে না। হাটের দোকান থেকে যাহোক কিছু কিনে খেয়ে নেব।'

www.allbdbooks.com

'সত্যি কথা বলছেন?'

এক মুহূর্ত ভাবল শমীক, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে বলি—।' চরণ মুখ খুলতেই সেই বালক এসে হাত বাড়াল, 'দাম!'

শমীক পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে ছেলেটার হাতে দিতে সে পকেট থেকে খুচরো বের করে বাকিটা এগিয়ে ধরল।

'ওটা তুমি রেখে দাও।'

'না।' মাথা নাড়ল ছেলেটা।

'আমি তোমাকে মিষ্টি খেতে দিচ্ছি।'

'না।'

'নিয়ে নিন। ও নেবে না।' চরণ উঠল। ওকে অনুসরণ করে নদীর ধারে চলে এল শমীক। চরণ বলল, 'এই নদীর নাম কী জানেন?'

'না।'

'শান্তি। এর কাছে এলে মন শান্ত লাগে। আপনি বললেন দরকার হলে রাত্রে এখানে থেকে যাবেন। চলুন তাহলে আমার সঙ্গে।' চরণ বলল।

'কোথায়?'

'মিন্টু বাউলের আখড়ায়। নদীর ধারেই। নদীর গা ধরেই যেতে পারে।'

'কিন্তু শবনম?'

'চায়ের দোকান বন্ধ করে সে প্রতি সন্ধ্যায় মিন্টু বাউলের কাছে আসে। চলুন।'

মনকাড়ার কথা শমীক শুনেছিল কয়েকদিন আগে। একজন পত্রিকার সাংবাদিক বন্ধু যে নিজেকে হাটবিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচয় দেয় সে বলেছিল, 'মাত্র ঘন্টাচারেকের পথ। ভোর ছটায় বাসে উঠলে দশটায় পৌঁছে যাবে। প্রতি শনিবার হাট বসে। সারাদিন ঘুরে বিকেল চারটায় বাস ধরে ফিরে আসতে পারো। মানুষ দেখতে পাবে হে, খাঁটি মানুষ।' সাংবাদিক বন্ধু বলেনি এই নদীর কথা যার নাম শান্তি। শমীক জিজ্ঞাসা করল, 'এরকম কোনো নদী আছে তা জানতাম না।'

'পদ্মা থেকে বেরিয়ে আবার পদ্মায় মিশে গেছে। মাইল পনেরো। তার মধ্যেই একটা নাম পেয়ে গিয়েছে। আগে শীতেও ভরা থাকত। ফারাক্কায় ইন্ডিয়া যেই বাঁধ দিল অমনি পদ্মার বুকেই পাঁজর দেখা দিলে এর তো মজে যাওয়ার কথা। তবু আছে, কোনোমতে আছে। কিন্তু বাবু, আপনার হাট দেখা যে হলো না।' চরণ বলল।

www.allbdbooks.com

'আবার বাবু?'

'আচ্ছা, কী করি বলুন। আপনার পোশাকটাই বলে যে আমার কাছে আপনি আলাদা। সামনে গর্ত, সামলে হাঁটবেন।' চরণ সতর্ক করল।

'কিন্তু চরণ, খুব খিদে পেয়ে গিয়েছে, হাট থেকে কিছু খেয়ে নিলে হতো না?'

'আলুভর্তা আর মুড়ি খাবেন?'

'মুড়ির সঙ্গে আলুভর্তা?'

'গরিব মানুষের খাবার। একদিন মুখ বদলালে দেখবেন খারাপ লাগবে না।'

'বেশ। কোথায় পাব?'

'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।' চেঁচিয়ে গান ধরল চরণ একটা মাটির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে।

'আবার কাকের শখ হলো কোকিল হওয়ার? এজন্মে যে হবে না তা লক্ষবার বলেছি কিন্তু এমন বেহায়া লোক—কানেই তোলে না।' চেঁচিয়ে বলতে বলতে এক মধ্যবয়সী মহিলা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে শমীককে দেখে জিভ কেটে মাথার ঘোমটা টানল।

'ব্যস, জাতও গেল, সতীত্ব গেল, তোমার আর কিছু রইল না যে। পরপুরুষের সামনে খোলামুখে বেরিয়ে এলে কোন আক্কেলে?' চরণ হাসল।

'আমি কী করে জানব!'

'শুনেছি মেয়েমানুষের সর্বাঙ্গে চোখ, তোমার যদি দু'খানা হয় তো কী করা। শোন, ইনি বড় মানুষ, গল্পের বই লেখেন। হাটের মানুষ দেখতে এসেছিলেন। আর এমনই কপাল বটগাছের তলায় হারামিটার বক্তৃতা শুনছিলেন মগ্ন হয়ে। আর একটু সময় পেলেই কথার জাদুতে মাথা ঘুরিয়ে দিত।' চরণ বলল।

'থাক, যে যা করছে করুক, আমাদের কী।'

'ও হো, আমি এঁকে বললাম খিদে পেয়েছে যখন, তখন মুড়ি আর আলুভর্তা খাবেন চলুন।'

'বসতে বলো, এখনই নিয়ে আসছি।' মধ্যবয়সিনী দ্রুত ভেতরে চলে গেল।

চরণ তাকালে শমীকের দিকে, 'আমার ভাবি। বড় ভালো মানুষ। ওই যে হারামিটাকে দেখলেন, এঁকে তিনি বিয়ে করেছিলেন।'

'ও।' শমীক হকচকিয়ে গেল।

'বসুন, এই জায়গায় আরাম করে বসুন। হাতমুখ ধোবেন নিশ্চয়ই।'

শমীক বলল, 'দ্যাখো চরণ, এভাবে আচমকা এসে ওঁর কাছে খাবার চাইলে,

www.allbdbooks.com

উনি হয়তো খুব অসুবিধাতে পড়বেন। কী দরকার ছিল এসবের?'

মাথা নাড়ল চরণ। 'অন্য কেউ হলে তো যেতাম না। ওই যে লোকটাকে দেখলেন ও কিন্তু আমার নিজের দাদা নয়। চাচাতো দাদা। সেই ছেলেবেলা থেকে ভান করে এসেছে, বারংবার বলেছে বিবাগী হবে, ফকির হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে। অল্প বয়স থেকে কথার ফুলঝুরি ঝরাতো। তাই ওকে কেউ কাজকর্মে জোর করত না। চাষবাস, মাছ ধরা, গাঁয়ের লোকজন যা করে তার কোনোটাই নয়। মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেত আবার ফিরে আসত। চাচি ভাবলেন বিয়ে দিলে ঠিক হয়ে যাবে। জেনেশুনে ওই ভাবিকে, তখন ভাবির সতেরো বছর বয়স, আমি আরো ছোট, বউ করে নিয়ে এলেন চাচি। তা সেই রাত্রে নতুন বউকে উনি কি বলেছিলেন জানেন?'

শমীকের অস্বস্তি হচ্ছিল, বলল, 'এসব কথা পরে না-হয় শুনব।'

'অ। বুঝতে পারছি। তাই হোক। চলুন হাতমুখ ধোবেন।'

কুয়ো থেকে ঠান্ডা জল তুলে মুখে হাত বোলাতে শরীর স্নিগ্ধ হলো। ফিরে এসে শমীক অবাক। দুটো কলাইয়ের থালায় ফেনা ভাত, আলুভর্তা, পেঁয়াজ আর লঙ্কা পরিবেশন করা হয়েছে। মহিলা ঘোমটা মাথায় পাখা হাতে দাঁড়িয়ে। চরণ উচ্ছ্বসিত, 'ওহো! ভাত করে ফেলেছ। মুড়ির সঙ্গে ভর্তার মজাটা এবার পেলেন না। নিন বসে যান।' দাওয়ায় বসে থালা তুলে নিয়ে চরণ বলল, 'গন্ধ লেবু আছে?'

'না।'

'তাতে অবশ্য কম মজা লাগবে না। নিন।'

খিদের মুখে ওই সামান্য খাবারকেও অসামান্য মনে হলো শমীকের। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল সে। হাতমুখ ধুয়ে এসে সে বলল, 'আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব ভাবি।' তারপর কাঁধের ঝোলা থেকে একটা বই বের করে বলল, 'এটা পড়লে খুশি হব। আমার লেখা।'

কাপড়ের আড়াল থেকে ডান হাত বেরিয়ে এসে বইটি নিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরল। চরণ চিৎকার করল, 'বাঃ বাঃ। এতক্ষণ আমি কথা বললাম, সঙ্গ দিলাম, কই, আমাকে তো বই দিলেন না।'

'তুমি তো শবনমকে বলেছ আর বই পড়বে না।'

'তা বটে। ভাবি, ইনি শবনমের সঙ্গে আলাপ করতে চান। ওর কবিতার লাইন আমার মুখে শুনে উনি খুব খুশি।'

'চায়ের দোকানে—!'

www.allbdbooks.com

'ওখানে তো ও কারও সঙ্গে দেখা করে না। ওর ভাইটা এসে চা দিয়ে পয়সা নিয়ে যায়। বখশিশ দিলেও দিদির ভয়ে নেয় না।' চরণ বলল।

'সেকি? ওই ঝুপড়িতে শবনম ছিল। সে-ই চা বানিয়েছে?' শমীক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

চরণ মাথা নাড়ল, 'গদাইদা হলো শবনমের বাবা। শবনম দোকান না দেখলে না খেয়ে মরত। হাটের দিন বাইরের লোকের ভিড় বলে শবনম দোকানের বাইরে আসে না।'

ভাবি নিচু গলায় বলল, 'মেয়েটা খুব দুঃখী। কিন্তু ও বসে কবিতা লিখলে দুঃখগুলো বুক থেকে বেরিয়ে খাতায় বাসা বাঁধে। ওর কথা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না। দেখুন, আপনি যদি পারেন!'

সূর্য ঢলছে পশ্চিমে। হাওয়া বইছে তিরতিরিয়ে। শমীক নদীর ধারে এসে বলল, 'চরণভাই, এখানে একটু বসা যাক।'

চরণ তাকাল চারপাশে। তারপর বলল, 'আর একটু এগোই। নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে বসলে দেখবেন ভালো লাগবে।'

মিনিট আটেক হাঁটার পর একটা বিশাল বটগাছের নিচে পড়ে থাকা পাথরগুলো দেখিয়ে চরণ বলল, 'বসুন। এবার দেখুন, বেশি ভালো লাগে কিনা।' শমীক বলল, 'হ্যাঁ। ভালো লাগছে। অন্যরকম লাগছে।'

'লাগতে বাধ্য। কেন জানেন? নদী হলো মেয়েমানুষের মতো। যে মেয়েমানুষের শরীরে বাঁক নেই, চ্যালা কাঠের মতো অথবা ধরুন পিপের মতো তাকে কি ভালো লাগে? কোমরে-বুকে বাঁক থাকলে দেখে চোখ জুড়োয়। এখানে নদী বাঁক নিয়েছে বলে চোখের আরাম হচ্ছে।' বলে পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরালো চরণ, 'বাবু নেশা ভাঙ করেন না বুঝি। ভাত খাওয়ার পর একটা বিড়ি না খেলে,—হে হে।'

'তুমি তো বেশ কথা বলো চরণ।'

'আমি কি বলি? এই মাটি, হাওয়া, নদী, এরাই আমাকে দিয়ে বলায়।'

'হ্যাঁ। ভাবির ব্যাপারটা,—কী যেন বলছিলে?'

www.allbdbooks.com

'আমি তো তখন ছোট্ট। বিয়ে হলো, পেট ভরে খেলাম। তারপর প্রথম রাত কাটল। ভোর হলো। পাড়ার বউঝিরা রস করতে ঢুকল ভাবির ঘরে। গিয়ে দেখল বর নেই, বউ চুপচাপ বসে আছে। আমিও পিছুপিছু দরজায়। বউগুলো প্রশ্ন করছিল, কী হয়েছে কাল রাত্রে? কী বলেছে বর? রাতভর জাগিয়ে রেখেছিল কি না? তখন ভাবি কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'উনি বললেন আমি যেন তাঁর সাধনায় বিঘ্ন না ঘটাই। ওঁকে কখনও স্পর্শ যেন না করি। উনি আমাকে মায়ের মতো সারাজীবন দেখবেন।' ওইটুকু বয়সেও বুঝতাম বউ কখনও মা হয় না। সেই যে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল, হারামিটা ফিরে এলো দশদিন পরে। সারারাত ধরে লালনের গান গাইত আর দিনভর ঘুমাত। কদিন পরে আবার উধাও। কত বছর হয়ে গেল, ভাবি এখনও কুমারী থেকে গেছে।' চরণের গলাটা ধরে এল।

'তোমার চাচির উচিত হয়নি ওর বিয়ে দেওয়া। অনেকে মনে করে বিয়ে দিয়ে দিলেই পাগলামি সেরে যাবে। তার বদলে আর একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করা হয়। এও তেমনি। তোমার এই দাদাটি সংসারে একজন সন্ন্যাসীর মতো। যাকে বাইরের জগৎ টানছে তাকে ঘরের বাঁধনে বেঁধে রাখা যায়?' শমীক বলল।

'না, আপনি মানুষটা দেখছি খুবই সরল। ওকে আপনি সন্ন্যাসী বললেন? ওই হারামিটাকে? শুনুন তবে। এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ দুরের গ্রাম হলো বড় হরীতকী। তার ওপাশে একটা মহাশ্মশান আছে। দিনদুপুরেও লোকে সেখানে একা যেতে সাহস পায় না। সেখানে এক তান্ত্রিক তার ভৈরবীকে নিয়ে এসে বাস করতে শুরু করল। এই হারামিটা তরুণ বয়স থেকে সেখানে যাতায়াত শুরু করেছিল। তান্ত্রিকটা ছিল বুড়ো, ভৈরবী যুবতী স্বাস্থ্যবতী। অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানত মেয়েছেলেটা। হারামিটাকে দালাল বানিয়ে ফেলল কয়েকদিনে। কেউ কেউ বলে বিষ খাইয়ে তান্ত্রিকটাকে ওরা মেরে ফেলেছে। কিন্তু ভৈরবী খুব বুদ্ধিমতী। পাকাপাকি হারামিটাকে তার কাছে থাকতে দেয়নি। দশদিন পরপর, বিশেষ করে অমাবস্যার সময় ওকে থাকতে দিতো। তার শরীরের আকর্ষণ এমন নেশার মতো ছিল যে, ভাবিকে মা না বলে হারামিটার উপায় ছিল না। এখন সেই ভৈরবীর বয়স হয়ে গেছে কিন্তু শুনেছি শরীরের বাঁধন আলগা হয়নি। হুঁ! সন্ন্যাসী!' মুখ ঘুরিয়ে থুতু ফেলল চরণ।

চরিত্রটিকে অদ্ভুত বলে মনে হলো শমীকের। একটি লোক বাড়িতে সুন্দরী বউকে মা বলে দূরে সরিয়ে রেখে শ্মশানের ভৈরবীর জন্যে পাগল হতো

www.allbdbooks.com

হতে পারে কিন্তু হাটে বাটে ঘাটে ঘুরে ঘুরে মানুষকে মুগ্ধ করে আধ্যাত্মিক কথা শোনায় কীসের তাগিদে? প্রথমটার সঙ্গে দ্বিতীয়টার কোনো সম্পর্ক নেই। নাকি মানুষটার মনে একজন বৈরাগী আগাগোড়া থেকেই গিয়েছিল। ঘরের থেকে বার তারে বেশি টেনেছে তাই ভৈরবীকে কেন্দ্র করে সে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

শমীক জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এভাবে একা না থেকে ভাবি আবার বিয়ে করলেন না কেন? উনি তো বিবাহবিচ্ছেদ চাইতে পারতেন।'

'পারতেন। মুশকিল হলো আমাদের এই অঞ্চলের গাঁগুলোতে ছেলেরাই বউকে তালাক দেয়, কোনো মেয়ে অনেক অত্যাচারিত হয়েও তালাকের কথা ভাবেনি।'

বিকেলের ছায়া ঘন হচ্ছিল। নদীর ঢেউ শব্দ তুলছিল। হঠাৎ শমীক জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ছেলেমেয়ে ক'জন?'

মাথা নাড়ল চরণ, 'নেই।'

'ও।'

'নেই মানে, তারা আসবে কী করে? আমার যে বিয়েই হয়নি।'

'আচ্ছা! কেন?'

'নিজের পেট চালাতে পারি না ঠিকঠাক, বিয়ে করে খাওয়াবো কী!' হাসল চরণ, 'তাছাড়া আমার মুখ চেয়ে অনেকেই বেঁচে আছে। বিয়ে করলে তাদের কী হতো! উঠুন বাবু! যেতে যেতে আঁধার নেমে যাবে।'

শমীক উঠল। নদীর ধার ঘেঁষে মেটে রাস্তা। চরণ হঠাৎ গলা খুলে গান ধরল, 'আমার পাঁচমিশালি মন খারাপের পরেও রে তোর সঙ্গে আছি—।' গলা মোটেই ভালো নয়, তবে সুর আছে, সেইসঙ্গে আর্তি।

একজন লোক সাইকেলে চেপে আসছিল। মাটিতে পা রেখে বলল, 'কোথায় চললে চরণদা? হাটে বোধহয় ভালো কামাই হয়েছে!'

'সে যা হওয়ার সাতসকালে হয়ে গেছে। দু-দুটা প্রশ্ন একসঙ্গে করলি?'

'মনে ফুর্তি এসেছে দেখে বললাম।'

'আমার এ-হাত দিয়ে আসে ও-হাত দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফুর্তি আসার সময় কোথায়। যাচ্ছি মিন্টু বাউলের বাড়িতে।'

'ইনি কে, কখনও দেখিনি।'

'বই পড়িস? গল্পের বই?'

হাসল লোকটা, 'সময় কোথায়?'

www.allbdbooks.com

'তাহলে চিনবি না। ইনি মানুষের মন চাষ করেন। চাষ করে যে ফসল পান তা পাতায় পাতায় লিখে ছাপিয়ে ফেলেন। চলি ভাই।'

নদীর ধারে মিন্টু বাউলের বাড়ি। এতক্ষণ যেসব গ্রামের বাড়ি চোখে পড়েছে এই বাড়ি তার থেকে আলাদা। সামনেই একটা মন্দির। পাশে বাড়িতে ঢোকার সিঁড়ি। ওপাশে খিড়কি দরজাও রয়েছে। সিমেন্টের দোতলা বাড়ি। দেখলেই বোঝা যায় এই বাড়িতে একদা বর্ধিষ্ণু পরিবার বাস করত। ওরা বাড়ির সামনে যাওয়ামাত্র শাঁখ বাজতে লাগল, সেইসঙ্গে কাঁসর-ঘন্টা।

'সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে বাবু। আসুন।'

শমীক অবাক হলো। চরণ একজন মুসলমান। কিন্তু কথাগুলো যেন আন্তরিক গলায় বলল। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই এক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'চরণভাই যে, আসুন আসুন। সঙ্গে কে?'

চরণ বলল, 'ইনি বই লেখেন, গল্পের বই। মনকাড়ার হাট দেখতে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে গেলেন।'

শমীক হাত জোড় করল, 'আমার নাম শমীক।'

'বসুন ভাই। আমি সাহাবুদ্দিন, লোকে ডাকে সোনাভাই বলে। বসুন।'

বারান্দায় কতগুলো চেয়ার আর দুটো বেঞ্চি রয়েছে। সোনাভাইয়ের পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। অর্থাৎ ইনি মিন্টু বাউল নন। সোনাভাই বললেন, 'চা খাবেন, না একবারে প্রসাদ নেবেন?'

'প্রসাদ?'

'ওই যে সন্ধ্যারতি হলো, তখন যে প্রসাদ দেওয়া হয় তাই সবাই অল্প অল্প নেয়।' বলতে বলতে দূরে একজনের ওপর চোখ পড়ল সোনাভাইয়ের, 'এই যে মিঞা, এদিকে।' লোকটি তাকাল। তারপর হেসে সামনে এসে বলল, 'আসসালামো আলায়কুম।' সোনাভাই বললেন, 'সালাম আলেকুম। ওখানে তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'মিন্টুভাইকে খুঁজছিলাম। শুনলাম উনি বাড়িতে নেই।'

'হ্যাঁ নেই। কিন্তু আমরা কি মরে গেছি!'

'না না। কী যে বলেন।'

'বলুন। বক্তব্য কী?' সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন।

'সামনের পূর্ণিমায় মিন্টুভাইকে আমাদের গ্রামে যেতে হবে। সবাই চাইছে। পুরো দল নিয়ে গেলে ভালো হয়।' লোকটি বলল।

www.allbdbooks.com

'সামনের পূর্ণিমা কত তারিখ?'

'আট তারিখ।'

'দক্ষিণা কত দেবেন?'

'হে হে। কী বলব!'

'বলতে তো হবেই। গান গেয়েই তো বাউলের সংসার চলে, মন্দিরে পুজো হয়। মাগনা গাইলে তো সব বন্ধ হয়ে যাবে।'

'গ্রামের মানুষের কথা তো আপনি জানেন। সামর্থ্য কতটুকু?'

'শুনুন। যাওয়া আসা থাকা খাওয়া ছাড়া চারশো টাকা দিতে হবে। দরাদরি করবেন না। রাজি থাকলে সাত তারিখেই টাকাটা দিয়ে যাবেন। না দিলে কিছু মনে করব না। এবার যেতে পারেন। মিন্টুভাইয়ের জন্যে আর অপেক্ষা করতে হবে না।' সোনাভাই কপালে হাত ছোঁয়ালেন।

লোকটি তাকাল। কিছু বলতে গেল তারপর মত বদলে ফিরে গেল।

চুপচাপ কথাগুলো শুনছিল শমীক।

এবার সোনাভাই হাঁকডাক করে বাড়ির ভেতরে চায়ের হুকুম দিয়ে দিলেন। শমীকের মনে হলো বাড়িটা সোনাভাইয়ের, মিন্টু বাউল ওঁর আশ্রিত। কিন্তু তাই বা কী করে হবে। মুসলমান হয়ে নিশ্চয়ই হিন্দু মন্দিরের পুজো বাড়িতে কেউ করবেন না।

সোনাভাই বললেন, 'আমি মুখ্য মানুষ। তবে আমার মেয়ে খুব পড়ে। বিএ পাশ। এখানকার স্কুলের দিদিমণি যে। মুশকিল হলো বিয়ের কথা বললে খেপে যায়। দাঁড়ান।' হাত নেড়ে একটা বাচ্চা ছেলেকে ডেকে বললেন, 'যা তো, তনিমাকে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি এক্ষুনি আসতে।' ছেলেটা ছুটল।

শমীক জিজ্ঞাসা করল, 'মিন্টু বাউল কি বাইরে গেছেন?'

'না। নদীতে নৌকোর ওপর বসে আছে সে।' হাসলেন সোনাভাই, 'নতুন কথায় সুর দিতে হলে ও নদীর বুকে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একলা বসে থাকে। তখন কেউ কথা বললেই সর্বনাশ। তবে আসবে। আর আপনি তো আজ এখানেই থেকে যাচ্ছেন, ব্যস্ততা কিছু নেই। বুঝলেন, এই মানুষটাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি।'

'মিন্টুভাই তো বাউল, হিন্দু।'

'হ্যাঁ। ওরা বংশপরম্পরায় বাউল। বৈষ্ণব ছিলেন ওর পূর্বপুরুষ। বিষয়-সম্পত্তি মন্দির তাঁরই করা। মিন্টুভাইয়ের ঠাকুরদা চাষবাস ব্যবসা ছেড়ে হঠাৎ সনাতন

www.allbdbooks.com

বাউল নামে এক বিখ্যাত বাউলের কাছে নাড়া বাঁধেন। তারপর থেকে ওঁরা বাউলের গান গেয়ে বেঁচে আছেন। তবে ছেলে ওরকম হয়নি। সে কলেজে পড়াশুনা করে সরকারি চাকরি করছে। এইটি মিন্টুভাইয়ের খুব কষ্টের জায়গা।' সোনাভাই বললেন।

'একটা প্রশ্ন করব যদি কিছু মনে না করেন।' শমীক বলল।

'অবশ্যই করুন।'

'আপনারা সবাই মুসলমান। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে আপনারা এই বাড়িরই লোক। এটা কী করে সম্ভব হলো?'

হো হো করে হাসলেন সোনাভাই, 'যেসব হিন্দু শাক্ত তারা এই বাড়ির ছায়া মাড়ায় না। আপনি কী বলবেন? আসল ব্যাপার হলো, ভালোবাসা থাকলে সব একাকার হয়ে যায়। আমি যেমন নামাজ পড়ি, কোরান পড়ি নিয়মিত, তেমনি এ বাড়ির পুজোর প্রসাদ খাই। মিন্টুভাইকে আমরা ভালোবাসি। ওই যে বিসমিল্লা খান, নাম শুনেছেন তো, তিনি খুব ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। তিনি বলতেন, আমি সকালে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ি যাতে আল্লার দোয়া পাই। তারপর বেরিয়ে এসে মন্দিরের চাতালে বসে সুরের সাধনা করি।'

এই সময় চা এসে গেল। সঙ্গে বেশ কিছু নাড়ু এবং মোয়া।

সোনাভাই বললেন, 'নিন শুরু করুন। চরণভাই হাত বাড়ান।'

নাড়ু মুখে দিয়ে শমীকের মনে হলো এমন সুস্বাদু যে আরও দুটো খাওয়া যায়।

চা শেষ করার পর একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল সামনে, 'ডেকেছ?'

সোনাভাই বললেন, 'হ্যাঁ। তুমি শমীক নামে কোনো লেখকের নাম শুনেছ?'

'কেন শুনব না? ওঁর বিখ্যাত বই চোরাবালির জল আমি তিনবার পড়েছি। আবু, তুমি কোনো খবর রাখো না। উনি বিখ্যাত লেখক।' তনিমা বলল।

'একটা বই তিনবার কেন পড়তে হলো?'

'পড়তে ইচ্ছে হলো তাই। একবার পড়ে মনে হয়নি আর পড়ব না।'

সোনাভাই শমীকের কাঁধের কাছে ঝুঁকে নিচু গলায় বললেন, 'ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন। মনে হচ্ছে আপনার কথা শুনবে।'

ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেও কথাগুলো শুনতে পায়নি তনিমা। চরণ হেসে বলল, 'দিদিমণি, এই মানুষটাই সেই লেখক।'

'যাঃ।' শব্দটা ছিটকে বেরিয়ে এলো তনিমার মুখ থেকে, 'সত্যি?'

'আমার খুব ভালো লাগছে যে তুমি আমার বই পড়েছ।' শমীক বলল।

www.allbdbooks.com

চোখমুখে আলো ফুটিয়ে তনিমা বলল, 'আমি আপনার ফ্যান।'

'কী করো তুমি?'

'শিক্ষকতা। এই গ্রামেই।'

'লেখালেখি করো?'

'না না।' বলেই খেয়াল হলো তার, 'জানেন, আমাদের গ্রামে একটা মেয়ে দারুণ লেখে। সুযোগ পেলে খুব বিখ্যাত হতো। ওর নাম শবনম।'

'ওর কথা শুনেছি।'

'আপনি এখানে কার কাছে এসেছেন?'

চরণ জবাবটা দিলো, 'মনকাড়ার হাট দেখতে এসেছিলেন। এসে আজ থেকে গেলেন।'

'বাঃ! খুব ভালো হয়েছে।' তনিমা তার বাবার দিকে তাকাল, 'আবু, ওঁকে আমাদের বাড়িতে রাতে থাকতে বলো!'

চরণ হাসল, 'না মা। উনি নদীর ধারে বেঞ্চিতে রাত কাটাবেন বলে ঠিক করেছেন।'

'এম্মা, তাই? না না। শরীর খারাপ হয়ে যাবে, ও আবু—।' তনিমা আবদার করল।

ঠিক তখনই সুদর্শন এক প্রৌঢ় মন্দিরের পাশ দিয়ে এগিয়ে এলেন। সোনাভাই চেঁচিয়ে বললেন, 'কে এসেছেন দ্যাখো, তোমার জন্যে বসে আছেন!'

শমীক বুঝল ইনিই মিন্টু বাউল। পরনে সাদা ফতুয়ার নিচে সাদা লুঙ্গি। বাউলের প্রচলিত পোশাকের সঙ্গে কোনো মিল নেই। সামনে এসে হাতজোড় করে মিন্টু বাউল বললেন, 'আমার অনুপস্থিতি মার্জনা করুন।'

চরণ বলল, 'ইনি মিন্টু বাউল, এই বাড়ির মালিক—।' সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন মিন্টু বাউল, 'চরণভাই, আমাদের ক্ষমতা কোথায় মালিক হওয়ার। এই দুনিয়ার যিনি মালিক আমরা তার সেবক মাত্র। মহাশয়ের পরিচয়।'

শমীক মুখ খোলার আগেই তনিমা বলে উঠল, 'উনি বিখ্যাত লেখক শমীক।'

চোখ বড় হলো মিন্টু বাউলের, 'কী সৌভাগ্য। আপনার মতো স্রষ্টার পদধূলি পড়ল এই বাড়িতে। মনকাড়া গ্রামে কোনো কাজ ছিল বুঝি?'

'না। মনকাড়ার হাটের কথা শুনেছিলাম একজনের কাছে। আজ সকালে চলে এলাম দেখতে। চরণভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। ওঁর মুখে আপনার

www.allbdbooks.com

কথা শুনে ভাবলাম থেকেই যাই আজকের রাতটা।' শমীক বলল।

'পিছুটান নেই? খবর দিতে হবে না কাউকে?'

'না। মা-বাবা গত হয়েছেন, এখনো তেমন কেউ আসেননি।'

'ও। তাহলে তো আপনি এখানে পথভোলা সেই পথিকের মতো। সোনাভাই, ওঁকে আপ্যায়ন করা হয়েছে তো?' মিন্টু বাউল সোনাভাইয়ের দিকে তাকালেন।

'চা আর নাড়ু খেয়েছেন। অবশ্য ওঁর চেয়ে চরণের পেটেই বেশি নাড়ু গিয়েছে।'

হাসলেন মিন্টুভাই। এই সময় সন্ধ্যারতি শেষ হলো। মিন্টুভাই তনিমাকে বললেন, 'যা মা, প্রসাদের থালা নিয়ে আয়।'

তনিমা ছুটল। ওপরে উঠে একটা বেঞ্চিতে বসলেন মিন্টু বাউল। পাশে রাখলেন একতারা। সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'মনে হচ্ছে আজ বেশি ভাবতে হয়নি। তাড়াতাড়ি সুর এসে গেছে তোমার গানে।'

'যখন আসেন তখন হুট করে চলে আসেন। যখন আসেন না তখন কত সাধ্য-সাধনা করতে হয়, যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যায়, নদী-বাতাস-আকাশও মুখ ঘুরিয়ে থাকে।'

তনিমা একটা বড় থালা নিয়ে এল যার ওপর নানান রকমের ফলের টুকরো, সন্দেশ, মোয়া, নারকোলের বরফি। সবার মতো শমীকও হাত ভরে নিল।

সোনাভাই বললেন, 'সামনের আট তারিখের জন্যে একটা বায়না হয়েছে।'

'তাই! আপনি খেয়াল রাখবেন।'

'বলেছি আসা-যাওয়া-খাওয়া-থাকা ছাড়া চারশো টাকা দিতে হবে।'

'দিতে পারবে?'

'আগে দিয়ে যাবে। না দিলে যাবে না। তুমি একা নয়, আবদার হলো পুরো দল নিয়ে যেতে হবে। চেনা মানুষ বলে কম করেই বলেছি।'

খাওয়া শেষ করে শমীক জিজ্ঞাসা করল, 'শুনলাম আপনি নতুন গান তৈরি করতে নদীর বুকে নৌকোয় গিয়ে বসেন। আজকের গানের কয়েকটা লাইন কি শুনতে পারি?'

'এভাবে বলবেন না। আমরা মেঠো মানুষ, গেঁয়ে মানুষ। না আছে পরিশীলিত গলা, না গর্ব করার মতো কিছু। এতকাল বাপঠাকুরদার গাওয়া গানগুলোই গাইতাম। বাউলের রক্ত শরীরে থাকলে গান বের হবেই এমন

www.allbdbooks.com

কথা আর বলতে পারছি না। আমার ছেলেটা তো এর ধারেকাছে নেই। এখন একটু নতুন ধরনের গান গাইতে মজা পাচ্ছি।' বলে চারপাশে তাকিয়ে তনিমাকে বললেন, 'দ্যাখ তো মা শবনম এসেছে কিনা!'

তনিমা চলে যেতে একতারা তুলে নিয়ে একটু বাজালেন, তারপর চোখ বন্ধ করে গান ধরলেন,

'ঠাকুরঘর, কোথায় রে তোর ঠাকুরঘর
বুকের ভিতর ঠাকুরঘর।
খুঁজে দ্যাখ বুকের পর।
আহা, আসতে যেতে দুটো সাঁকো
জোড়া দিলেই ঠাকুরঘর।'

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দু'দুবার গাইলেন মিন্টুভাই। গান থামিয়ে বললেন, 'এখনও সুর কাঁচা আছে। ঠিকঠাক বসেনি।'

শমীক বলল, 'চমৎকার কথাগুলো। কোন বাউলের?'

'না।' মাথা নাড়লেন মিন্টুভাই, 'কোনো বাউলের নয়। সে আমাদের মনকাড়ারই মেয়ে। নাম শবনম। পেটের জন্যে দিনরাত পরিশ্রম করে, সংসার বাঁচাবার দায় তার কাঁধে। ছোট্ট মেয়ে। ওই তনিমার চেয়েও ছোট। অথচ ওর বুকের মধ্যে একটা বিশাল সমুদ্র দুলছে। তার ভেতর কত মণিমাণিক্য। আচ্ছা বলুন তো, গানটা কার উদ্দেশে লেখা?'

গানের কথাগুলো করেকবার মনে মনে আওড়ালো শমীক। একটি মুসলমান মেয়ে ঠাকুরঘর নিয়ে লিখতেই পারে, নজরুল ইসলামও লিখেছেন হিন্দু দেবীকে নিয়ে। কিন্তু সেই ঠাকুরঘরে যেতে আসতে দুটো সাঁকো আছে কেন?

শমীম দেখল মিন্টু বাউল তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। সে বলল, 'মনে একটা মানে আসছে। কিন্তু—।'

'বলুন না। মনের কথা মুখে বলুন।'

'দুটো সাঁকো জোড়া দেওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।'

'সহজ বলেই কঠিন লাগছে। ধরুন দুটো দিঘি পাশাপাশি, দুটো বলদ একসঙ্গে। কী বলবেন তাদের?'

'জোড়াদিঘি, জোড়া বলদ।' বলেই শমীক চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! কী কাণ্ড। এ তো সাধারণ মেয়ে নয়। সাধারণ কবি নয়।'

মাথা নেড়ে একতারায় সুর ধরলেন মিন্টুভাই, গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ। এই সময় তনিমা যে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে এল তার বয়স বড়জোর

www.allbdbooks.com

কুড়ি কী একুশ। পরনে শস্তার শাড়ি জামা, চুল খোঁপায় আটকানো। মিন্টু বাউল ডাকলেন, 'এসো শবনম। দ্যাখো, কে এসেছেন। তুমি লেখক শমীকের কোনো বই পড়েছ?'

মাথা হেলালো শবনম, পড়েছে।

'কী বই পড়েছ?' শমীক জিজ্ঞাসা করল।

'মনকাড়ার পাঠাগারে আপনার তিনখানা বই আছে। অন্তবিহীন, চন্দ্রবিমুখ আর চোরাবালির জল। পাঠাগারের বাইরে তো বই পাই না।' শবনম নিচু গলায় বলল।

'কোনটা বেশি ভালো লেগেছে?'

'কোনোটাই খারাপ লাগেনি।'

চমকে গেল শমীক। এত চমৎকারভাবে তার সমালোচনা কেউ কখনও করেনি।

তনিমা বলে উঠল, 'আমার তো চোরাবালির জল পড়ে খুব ভালো লেগেছে।'

শবনম কিছু বলল না।

'কার লেখা পড়তে তোমার খুব ভালো লাগে?' শমীক জিজ্ঞাসা করল।

'রবীন্দ্রনাথ।'

'আহা, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের কথা বলছি না। তাঁদের পরে—?'

'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর জীবনানন্দ দাশ।'

'এঁদের বই কোথায় পড়েছ?'

'পাঠাগারে আছে।'

'তোমার লেখা গান মিন্টুভাই একটু আগে গাইলেন। কিন্তু সবাই কি বুঝতে পারবে?'

'ওগুলো গান নয়। আমি কবিতা লিখেছিলাম, উনি গান তৈরি করে নিয়েছেন।'

শবনম বলামাত্র মিন্টু বাউল বললেন, 'হ্যাঁ। একটু কথা জুড়তে হয়েছে সুরের জন্যে। যেমন, ও লিখেছিল, ঠাকুরঘর ঠাকুরঘর, বুকের ভেতর ঠাকুরঘর। গান বাঁধতে গিয়ে আমি গাইলাম, ঠাকুরঘর, কোথায় রে তোর ঠাকুরঘর। এইরকম আর কি!'

শমীক জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তোমার লেখা পত্রপত্রিকায় পাঠিয়েছ?'

মাথা নাড়ল শবনম, না।

www.allbdbooks.com

'কেন?'

'গাঁয়ের মেয়ের লেখা শহরের লোকের পছন্দ হবে কেন?'

শমীক হেসে ফেলল, 'বিভূতিভূষণ গ্রামের মানুষ ছিলেন। তুমি তোমার কয়েকটা কবিতা আমাকে দাও। ভালো কাগজে ছাপা হলে সবাই জানতে পারবে। সম্মানদক্ষিণাও পাবে।'

শবনম তাকালো, 'যদি ছাপা না-হয় তাহলে বেশি দুঃখ পাব।'

'দ্যাখো, প্রত্যেক সৃষ্টিশীল মানুষকে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে সংগ্রাম করতে হয়। বাধা আসবে, অনাদর হবে, কিন্তু সেগুলো দাঁতে দাঁত চেপে অতিক্রম করতে হবে। প্রথমটা যদি ছাপা না-হয় দ্বিতীয়টা হবে, নইলে তৃতীয়টা। এই যে আমি, এখন প্রকাশক-সম্পাদকরা আগে থেকে অনুরোধ করেন লেখার জন্যে। কিন্তু আমার প্রথম পাঁচটা গল্প বিভিন্ন কাগজ ফেরত পাঠিয়েছিল অমনোনীত করে। আমি যদি দুঃখ পেয়ে লেখা বন্ধ করে দিতাম, তাহলে কি এই জায়গায় পৌঁছাতে পারতাম? আমি কাল ভোরেই ফিরে যাব, তাই তুমি আজ রাতেই তিনটি কবিতা দিয়ে যাও। তনিমা, তুমি শবনমকে বুঝিয়ে বলো।'

শমীক বলল।

শবনম হাসল, 'আপনার মতো মানুষ যখন বলছেন তখন অস্বীকার করব কী করে।' শমীক বলল, 'গুড।'

পাশ থেকে সোনাভাই বললেন, 'আমার কথাটা ভুলে গেলেন দাদা?'

'ও হ্যাঁ।' শমীক তনিমার দিকে তাকাল। কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে গেল সে। সোনাভাইকে বলল, 'এখন থাক, পরে বলব।'

'দেখলেন তো! এটা আমারও প্রব্লেম।' সোনাভাই উঠে দাঁড়ালেন, 'তাহলে এবার গানের আসর বসুক। কী মিন্টুভাই?'

মিন্টু বাউল বললেন, 'বসুক। ডাকো সবাইকে—।'

মিনিট দশেক বাদে গান জমল উঠোনে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ বদলে গেল। শমীক লক্ষ্য করল শ্রোতাদের বেশিরভাগই মুসলমান। গান গাইছেন মিন্টু বাউলের পরিবারের মানুষ। মহিলারাও আছেন।

হঠাৎ খেয়াল হতে শবনমকে খুঁজল শমীক। সে নেই। কখন নিঃশব্দে চলে গেছে।

রাতটা একঘুমে কেটে গিয়েছিল। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে ঘর থেকে বের হতেই মিন্টু বাউলকে দেখতে পেল, ভেতরের বাগানে গাছে জল দিচ্ছেন। হেসে বললেন, 'যাওয়ার জন্যে তৈরি? ঘুম হয়েছিল?'

MUBCHNA.ORG

www.allbdbooks.com

'চমৎকার!'

'একটু চা না খেয়ে যাওয়া চলবে না। বাস ছাড়তে অনেক দেরি!'

'চা পেলে তো ভালোই হয়।'

'দাঁড়ান।' মিন্টু বাউল একটা ঘরে ঢুকে গেলেন। শমীক দেখছিল এই রোদ না-ওঠা সময়টার আকাশে যেন অথই মায়া জেগে আছে। একটা নাম না জানা ছোট্ট পাখি শিস দিচ্ছে পেয়ারা গাছের ডালে বসে।

'নিন। শবনম দিয়ে গেছে আপনাকে দেওয়ার জন্যে।'

খাতাটা নিল শমীক, 'কখন এল সে?'

'আধঘন্টা আগে। আপনি ঘুমাচ্ছিলেন বলে ডাকেনি।'

'এত ভোরে?'

'ওকে যে ভোর ভোর চা বানাতে হয়।'

'অদ্ভুত!'

'হ্যাঁ। আপনি কাল ওকে সংগ্রামের কথা বলছিলেন। শুনে আমি ভাবছিলাম, যে মেয়ে অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে উঠে ভাইকে নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে চা বানিয়ে বিক্রি করে দশটা পর্যন্ত, তারপর বাড়ি ফিরে রান্না করে ভাইকে স্কুলে পাঠায়, আবার বারোটা থেকে দোকান খোলে সন্ধে পর্যন্ত, সে সংগ্রাম করতে ভয় পাবে কেন? আমি ওকে খাতা কিনে দিই। রাত্রে কুপির আলোয় সে কবিতা লেখে। ইলেকট্রিক জ্বালাবার সামর্থ্য নেই যে।'

শমীক বলল, 'আপনি দেখবেন, ওই মেয়ে একদিন কোথায় পৌঁছায়!'

'আশীর্বাদ করুন ওকে। ঈশ্বর যেন ওর সহায় হন।'

চা খেয়ে মিন্টু বাউল শমীককে এগিয়ে দিয়ে গেলেন বাস টার্মিনাস পর্যন্ত। হঠাৎ মনে পড়ায় শমীক বলল, 'ইস। চরণভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো না।'

'ওর দেখা তো এখন পাবেন না।'

'কেন?'

'ভোরে বেরিয়ে গেছে অন্য কোনো হাটে। বেচাকেনা করতে।'

'ও। ওকে বলবেন আমার কথা।'

শান্তি নদী, মনকাড়া গ্রাম ছেড়ে বাস চলল শহরের দিকে। হঠাৎ জীবনানন্দ দাশের কবিতার লাইন মনে পড়ল শমীকের, 'দিয়েছিলে তুমি/ একরাত্রি দিতে পারে যত।' সত্যি, একরাত্রিতে দুহাত ভরে নিয়েছে সে।

বিকেলে অন্য সকাল পত্রিকার সম্পাদকের ঘরে উত্তেজিত হয়ে ঢুকল

www.allbdbooks.com

শমীক। তাকে দেখে ভদ্রলোক হইচই করে উঠলেন। 'কাল সারাদিন, কোথায় ছিলেন। বারবার ফোন করেছিলাম!'

'কেন?'

'ঈদ সংখ্যার লেখাটার ব্যাপারে—।'

'দূর। রাখুন তো। এখন এই কবিতাটা পড়ুন।'

'আপনি কবিতা লিখেছেন নাকি?' হাত বাড়িয়ে একটা কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়েই পড়তে লাগলেন ভদ্রলোক। পড়ে মুখ তুললেন, 'কে এই শবনম? ছদ্মনাম?'

'না। কীরকম লাগল?' বলল শমীক।

অন্য সকাল পত্রিকার সম্পাদক মতিনভাই খাঁটি জহুরি। এর আগে কথাটা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। শমীকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি তো আমাকে ভাবিয়ে দিলেন।' তারপর কবিতাটি আবার পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বয়স কত?'

'কুড়ি-একুশ।'

কপালে ভাঁজ পড়ল মতিনভাইয়ের, 'কলেজে পড়ে?'

'না। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত চা বিক্রি করে।' গম্ভীর গলায় বলল শমীক।

'এ্যাঁ? বলেন কী? একজন চা-ওয়ালা এই কবিতা লিখেছে? অবিশ্বাস্য। মাপ করবেন, আপনার এই রসিকতা আমি গ্রহণ করতে পারছি না।'

শমীক চেয়ারে হেলান দিয়ে তার মনকাড়া গ্রামের অভিজ্ঞতার কথা বলল।

হাঁ করে শুনছিলেন মতিনভাই। জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিনে কত রোজগার করে মেয়েটি?'

'জিজ্ঞাসা করিনি।'

'হাটের দিন ছাড়া চা নিশ্চয়ই বেশি বিক্রি হয় না। মাসে হাজার দুই কি আড়াই? আমি যদি ওই টাকা রোজগারের ব্যবস্থা এখানে করে দিই তাহলে মেয়েটা ঢাকা আসবে?' মতিনভাই কাগজটা টেবিলের ওপর রাখলেন।

'বোধহয় না।' শমীক বলল।

www.allbdbooks.com

'কেন?'

'তার ভাই স্কুলে পড়ে, মা আছেন। নিজের বাড়িতে থাকে বলে বাড়িভাড়া দিতে হয় না। খাওয়াও একসঙ্গে হয়ে যায়। ঢাকায় এলে থাকা-খাওয়ার পেছনে ওই টাকা চলে যাবে। দেশে কিছুই পাঠাতে পারবে না। মা-ভাইকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের স্বার্থ দেখার মতো মেয়ে যে শবনম নয় তা বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি। আপনার যদি কবিতাটি ভালো লাগে, ছাপবেন। যদি কিছু সম্মানদক্ষিণা পাঠাতে পারেন তাহলে ও উৎসাহ পাবে।' শমীক বলল।

'আপনি বুঝতে পারছেন না। খনিতে যে হিরা পাওয়া যায় তা মূল্যবান হয় কাটিংয়ের পরে। গ্রামে চা বিক্রি করে চললে ওর প্রতিভায় জং পড়ে যেতে বাধ্য। এখানে এলে কত নতুন বই পড়ার সুযোগ পাবে, সাহিত্যসভায় গিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। আপনাদের সাহায্য পাবে। দেখবেন ও আরো ভালো লিখবে। হ্যাঁ, ওর মা ভাইয়ের ব্যাপারটা—।' থেমে গেলেন মতিনভাই।

'উঠি।' শমীক সোজা হলো।

'আরে দাঁড়ান। আপনি সব সময় ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে আসেন। উপন্যাস কবে পাচ্ছি? এবার ঈদ কিন্তু এগিয়ে এসেছে।'

'মতিনভাই।' শমীক হাসল, 'এ-বছর আমাকে বাদ দিন। আমি আর পারছি না। এত লেখা লিখলে ছিবড়ে হয়ে যাব।'

'তার মানে, অন্য কেউ বেশি টাকা দিচ্ছে?'

'দেখেছেন? ভাবতে পারছেন না কেন একজন মানুষ একটু বিশ্রাম চাইছে।'

'শুনুন, লেখকদের বিশ্রাম দেওয়া হয়, যখন পাঠক তাঁদের লেখা আর পড়তে চায় না। আপনার তো দিন দিন পাঠক বাড়ছে। ঠিক আছে, গতবার যা দিয়েছিলাম এবার তার ওপর দশ বেশি দেব।' মতিনভাই বললেন।

শমীক বলল, 'একটা উপন্যাসের জন্যে আপনি যে-টাকা দিচ্ছেন তা আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তবু বলছি, জোর করে এ-বছর কিছু লিখব না। যদি মাথায় লেখা এসে যায় তাহলে আপনাকেই দেব। চললাম।'

অন্য সকাল ছাড়া আরো একটি কাগজে শবনমের কবিতা পাঠিয়েছিল শমীক। দেখা গেল পরের সংখ্যায় দুটো কাগজই ওর কবিতা ছেপেছে। অন্য সকাল তো কবিতার নিচে লিখে দিয়েছে, 'এই নবীন কবির কবিতা সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাই। সম্পাদক।'

ফোন করে ধন্যবাদ জানাল শমীক। মতিনভাই বললেন, 'কবিতা তো ছাপলাম কিন্তু মেয়েটির ঠিকানাটা বলুন। যাহোক কিছু পাঠাতে হবে তো!'

www.allbdbooks.com

'আমি ওর সঠিক ঠিকানা জানি না। এক কাজ করুন। লিখুন, শবনম, কেয়ার অফ শ্রীমিন্টু বাউল, গ্রাম মনকাড়া—।'

'বুঝতে পেরেছি।' মতিনভাই লাইন কেটে দিলেন।

আজ সকাল থেকেই মন খারাপ শবনমের। হাটের দিন না-হলে খদ্দের বেশি থাকে না ঠিকই, কিন্তু মাত্র নয় গ্লাস চা বিক্রি হবে! তার মধ্যে দুজন বাকি রেখে গেছে। বলেছে কাল সকালে এসে দাম দিয়ে যাবে। নিজে দোকানের বাইরে আসে না সে, ভাইটাকে পাঠায়। বেচারা এত মুখচোরা যে শক্ত হতে পারে না।

এখন সকাল দশটা। বাড়ি ফিরেই ভাতে ভাত বসিয়ে দিতে হবে, যাতে ভাই খেয়ে স্কুলে যেতে পারে এগারোটায়। সকাল থেকে তো দুটো বিস্কুট ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মা যেন কেমন মিইয়ে গেছে। তিনবার ডাকলে হুঁশ ফেরে তার। নইলে আগের মতো সকালের রান্নাটা করে ফেলতে পারত না?

শান্তির জলে বাসনপত্র ধুয়েমেজে দোকান বন্ধ করে সে যখন ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ির পথ ধরেছে তখন চিৎকারটা কানে এল, 'এই যে! তুমি শবনম না?'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল শবনম। পোস্ট অফিসের পিওন, রহিমচাচা। সে ভাইকে ইশারা করল, বল দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভাই সেটা নামতার মতো মুখস্থ বলতে রহিমচাচা কাছে এসে হাসল, 'না না। চা চাই না। গ্রামের সবাইকে তো মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিই। তোমার নামে কখনো কিছু না আসায় দিতে পারিনি। আজ প্রথমবার তোমাকে দেব। নাও, এইখানে সই করো।' একটা খাতা এগিয়ে দিল রহিমচাচা।

শবনম অবাক হয়ে দেখল, তার নাম লেখা আছে, কেয়ার অফ মিন্টু বাউল। পাশে কীসব নম্বর। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী এসেছে?'

'আজি জানব কী করে মা। সই কর, নাও কলম।'

সই করল শবনম। রহিমচাচা ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে তার হাতে দিল। চওড়া মোটা খাম। মুখ বন্ধ। খামের ওপর তার ঠিকানা লেখা, বাঁ দিকে বড় অক্ষরে ছাপা, অন্য সকাল এবং নিচে ঠিকানা।

রহিমচাচা চলে গেল। ভাই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোর নামে চিঠি এসেছে? কে দিল?'

www.allbdbooks.com

খামের মুখটা খুলল শবনম। ঝকঝকে ছবি ছাপা মলাট, অন্য সকাল পত্রিকা। অবাক হয়ে পাতা ওলটালো সে। বাতাস ধেয়ে এল শান্তি নদীর বুক থেকে। কীরকম শীতশীত লাগল। সূচিপত্রে চোখ রেখে নিচের দিকে তাকাতেই ধক্ করে উঠল হৃৎপিণ্ড। মুহূর্তেই সমস্ত শরীর অসাড়। শ্বাস ফেলতে পারছিল না শবনম। সে আবার তাকাল। কবিতা, শবনম। পাশে লেখা তেরো।

দ্রুত তেরো নম্বর পাতা খুলল সে। চারপাশে অলঙ্করণ, মেঘ জমেছে দূরে। ছায়া ঘনানো পৃথিবী। মাঝখানে লেখা, মন খারাপ, নিচে শবনম।

'আমার পাঁচমিশালি মন খারাপের পরেও রে তোর সঙ্গে আছি।' শবনম কোনোমতে বলতে পারল, 'চল। ভাত না রাঁধলে তোকে না খেয়ে স্কুলে যেতে হবে।'

ভাই স্কুলে চলে গেল। মাকেও খেতে দিল শবনম। তারপর চলে এল বাড়ির পেছনের ছোট্ট বাগানে। প্রচুর লঙ্কাফুল ফুটেছে গাছে গাছে। ডুমুরগাছের তলায় পত্রিকাটা নিয়ে বসল সে। তার হাতের লেখা অক্ষরগুলোকে ছাপার অক্ষরে অনেক বেশি ঝকঝকে দেখাচ্ছে। পুরো কবিতা পড়ল সে। পড়ে চোখ বন্ধ করল। এই কবিতা নিশ্চয়ই অনেক মানুষ পড়বেন। পড়ে মতামত জানাবেন। যদি ভালো না লাগে তাঁদের? হঠাৎ কেমন অস্বস্তি হলো। মিন্টুভাই যখন এই কবিতাকে গান বানিয়ে শ্রোতাদের শোনান সবাই চুপচাপ থাকে। একটুও শব্দ করে না। গান শেষ করে মিন্টুভাই যখন জিজ্ঞাসা করেন, 'ভাইসকল, বলুন, কেমন শুনলেন।'

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর মাথা নাড়ে, ভালো। শুধু একবার একজন বলে উঠেছিল, 'বুকের ভেতর ধাক্কা মারে।'

মিন্টুভাই ঘটনাটা শুনিয়ে তাকে বলেছিলেন, 'এটাই দরকার মা।'

অন্য পাতাগুলো অলসভাবে ওলটাতে গিয়ে থমকে গেল শবনম। একটা চিঠি। হাতে লেখা। সুচরিতাসু, বিখ্যাত লেখক শমীকের সূত্রে পাওয়া কবিতাটি প্রকাশিত হলো। খুব তাড়াতাড়ি আরো দুটি কবিতা পাঠাবেন। শুভেচ্ছাসহ, এ বি মতিন। সম্পাদক, অন্য সকাল।

আজকের দিনটা অন্যরকম। আজকের দিনটা যেন তার সত্যিকারের জন্মদিন।

বিকেলে ভাই স্কুল থেকে ফিরলে পত্রিকাটি নিয়ে চায়ের দোকান খুলতে যাচ্ছিল শবনম। ভাই যাচ্ছে আগে আগে। আজ কীরকম ঘোরের মধ্যে হাঁটছিল সে। কেউ একজন বাড়ির দাওয়ায় বসে তাকে কিছু বলল, কানেই ঢুকল না শবনমের।

www.allbdbooks.com

দোকান খোলার পর ভাই জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি, তোর কী হয়েছে রে?'

'কিছু না।'

সবে উনুন ধরাবে শবনম, ভাই ঘরে ঢুকে বলল, 'রহিমচাচা এসেছে।'

'বসতে বল। চা খাওয়াব।'

'তোকে ডাকছে।'

'বাইরে কজন খদ্দের আছে?'

'এখনও কেউ নেই।'

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল শবনম। রহিমচাচা হাসছে, 'সকালে যদি জানতাম তোমার জন্যে বিকেলেও আসতে হবে তাহলে দু'দুবার হাঁটতাম না। যার নামে কোনো পোস্টকার্ডও আসে না তার একদিনে তিন তিনটে?'

'তিনটে?'

'সকালে একটা খাম দিয়ে গিয়েছিলাম। এখন তোমাকে দুটো সই করতে হবে। প্রথমে এই খাতায় করো। তোমার নামের পাশে। ব্যস। এই নাও খাম। কী ব্যাপার বল তো, খামে কী আসছে?'

'পত্রিকা।'

'ও। এবার এখানে সই করো। এটা মনি অর্ডার।'

'মনি অর্ডার?'

'হ্যাঁ। দেড়শো টাকা।'

সইটই করার পর টাকা এবং ফর্মের একটি অংশ শবনমের হাতে তুলে দিল রহিমচাচা। শবনম পড়ল, আপনার কবিতা মন খারাপের জন্যে সামান্য সম্মানদক্ষিণা পাঠানো হলো। দয়া করে গ্রহণ করবেন। সম্পাদক।

একছুটে ভেতরে চলে গেল শবনম। তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেলল। কান্না উঠে আসছে শরীর নিংড়ে। অনেক চেষ্টায় আওয়াজটাকে গিলতে পারল সে। তার কবিতা ছাপা হয়েছে, তারপরেও সেই কবিতার জন্যে টাকা পেয়েছে সে। এ কি সম্ভব? কখনও ভাবতে পারত।

ভাই এসে বলল, 'রহিমচাচার কাজ আছে, চলে গেল।' তারপরেই সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কাঁদছিস?'

'না। আজ আর দোকান খুলব না। বন্ধ করে বাড়ি চলে যা। তাড়াতাড়ি পড়তে বসবি। আমি আসছি।'

দিদিকে হনহনিয়ে নদীর দিকে চলে যেতে দেখে ভাই দোকানের দরজা বন্ধ করল।

www.allbdbooks.com

সেই অপরাহ্নে নির্জন শান্তিনদীর গায়ে বসে হঠাৎ মন খুলে কাঁদল শবনম। এই কান্নায় যে কী সুখ তা তার জানা ছিল না। কাঁদতে কাঁদতে যখন বুক হালকা হয়ে গেল, তখন কী শান্তি। ঠান্ডা বাতাস মুখটাকে আরো শীতল করে দিচ্ছিল। নদীর জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল সে। কাঁদলে কি চেহারা বদলে যায়?

এবার বিকেলের খামটা খুলল সে। কাগজটার নাম সচিত্র বাংলাদেশ। কাঁপা হাতে পাতা ওলটালো। সূচিপত্রে তিনজনের কবিতা। তৃতীয় নামটি তার। পাতা খুলে কবিতাটা পড়ল। প্রথমে মনে মনে, দ্বিতীয়বারে গলা খুলে, 'মন বরবাদ না হলে আজ কোন ইচ্ছেটা থামে। ঝড়ের দেশে থামলেই ঝড়, যে ভয় আসে নেমে।'

ঢেউ শব্দ তুলছে। সেদিকে তাকিয়ে শবনমের মনে হলো, একদিন যা ছিল তার একার, এখন তা অনেকের হয়ে গেল। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কোনো মানুষ এই পত্রিকাটি হাতে নিয়ে যদি তার কবিতা আবৃত্তি করে নিজের মনের কথা বলে ভাবে, তাহলে তার কিছু করার নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে তার দায়িত্ব বেড়ে গেল অনেক। এরপরে আরো ভালো কবিতা লিখতে হবে। রাত্রে বসে বসে শব্দ কাটতে হবে, লিখতে হবে।

মিন্টু বাউল চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে লাগলেন। তাঁর দু-হাতে দুটো পত্রিকা। সে-দুটো মাথার ওপর তুলে তিনি বলছিলেন, 'দ্যাখো সবাই, আমাদের ঘরের মেয়ে আজ ঢাকার কাগজে জায়গা করে নিয়েছে। তুই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করলি মা। গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠেছে। আমাদের মনকাড়া গ্রামের আর কেউ এই সম্মান পায়নি। তুই প্রথম।'

সোনাভাই তখনই ঢুকলেন, 'কী ব্যাপার? এত আনন্দ কেন?'

কাগজ দুটো তাঁকে দেখালেন মিন্টুভাই। বললেন, 'আমাদের মেয়ের কবিতা একই মাসে দু-দুটো বড় পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ভাবতে পারো?'

'তাহলে তো মিষ্টির অর্ডার দিতে হয়। আই মিয়া—?' সোনাভাই একজনকে হাত নেড়ে কাছে ডাকলেন, 'হরিহরের দোকানে গিয়ে আমার নাম করে বলবে, অন্তত একশোটা রসগোল্লা চাই।'

লোকটা বলল, 'বড় সাইজ না ছোট সাইজ?'

'ছোট? এটা কি ছোট ব্যাপার? বড়, বড় সাইজ।'

'পঞ্চাশ টাকা লাগবে।'

'লাগুক। আমার নামে লিখে রাখবে।'

www.allbdbooks.com

লোকটা চলে যাচ্ছিল; শবনম ডাকল, 'চাচা, একটু দাঁড়ান।'

লোকটার কাছে গিয়ে আঁচল থেকে নোট বের করে পঞ্চাশটা টাকা এগিয়ে ধরল সে, 'এইটে নিয়ে যান।'

সোনাভাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'অ্যাই মেয়ে। সাপের পাঁচ পা দেখেছ নাকি? আমি মিষ্টি খাওয়াবো আর তুই টাকা দিচ্ছিস? তোর ঘাড়ে মাথাটা থাকবে?'

মুখ নামাল শবনম, 'রাগ করবেন না চাচা। আমি দিচ্ছি না। আমার কি সেই ক্ষমতা আছে? আপনারা সবই জানেন।'

'তুই দিচ্ছিস না? ওটা কার টাকা?' সোনাভাই এগিয়ে এলেন।

'পত্রিকার। তারা সম্মানদক্ষিণা বলে দেড়শো টাকা পাঠিয়েছে।'

'তাই নাকি? কবিতা ছেপে টাকা দেয়? ও। তা এই টাকা তোর কষ্টের রোজগার। সংসারে তো অভাবের সীমা নেই। তার জন্যে খরচ করিস,' সোনাভাই বললেন।

'কবিতাটা তো পড়েই ছিল। তার জন্যে তো টাকা পাব ভাবিনি। আর কবিতা লিখতে আমার কোনো কষ্ট হয় না যে, এটাকে কষ্টের রোজগার বলব। আপনারা সবাই খুশি হয়েছেন খবরটা শুনে, তাই এই টাকায় মিষ্টি মুখ করলে আমার খুব ভালো লাগবে।' শবনম বলল।

মিন্টুভাই মাথা নাড়লেন, 'ঠিক কথা। হাসানভাই, টাকাটা নিয়ে যাও।'

সোনাভাই বললেন, 'তাহলে আর দেরি করো না হাসান। ঝটপট আসবে। দেখি পত্রিকা দুটো। নিজের চোখে পড়ি।'

সবাই ঘিরে ধরল সোনাভাইকে। তিনি কাট কাট গলায় জোরে জোরে পড়তে লাগলেন লাইনগুলো। পড়া শেষ হলে, 'সব কথা বুঝতে পারলাম না, তবে মনে কী যেন পাক খাচ্ছে!'

মিন্টুভাই বললেন, 'তাহলেই হবে।' তারপর শবনমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এনেছিস মা?'

মাথা নাড়ল শবনম, 'ভালো হয়নি।'

'আহা দেখি না।'

'এটা গান হবে না।'

'সেটা আমি বুঝে নেব।' হাত বাড়ালেন মিন্টুভাই।

দুরাত আগে লেখা চারটে লাইন। সসঙ্কোচে বাড়িয়ে দিলো শবনম। সেটা মন দিয়ে পড়লেন মিন্টুভাই। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। বাকিটা লেখ।'

www.allbdbooks.com

সোনাভাই বললেন, 'এটা স্বার্থপরের মতো কাজ হলো মিন্টুভাই। আপনি গোপনে পড়লেন, আমরা কি শোনার যোগ্য নই?'

'তা কেন?' হাত বাড়িয়ে একতারা টেনে নিয়ে একটু সুর ধরার চেষ্টা করেন। তারপর গুনগুন করেন, 'ভালোবাসা আসেন যখন একলা আসেন না—!' কয়েকবার সুর ভেঁজেও খুশি না হয়ে বললেন, 'নাঃ। এভাবে হবে না।'

সোনাভাই বললেন, 'তার জন্যে নদীর বুকে নৌকায় একলা বসতে হবে। ঠিক আছে, নদী সুর দিলে তখন আমরা শুনব। কথাটা সত্যি। ভালোবাসার সঙ্গে সবসময় দুঃখ ফেউয়ের মতো আসে। এই দ্যাখো, আমার বড় ছেলেটাকে এত ভালোবাসতাম তার বদলে সে কী দিচ্ছে? দুঃখ। ঢাকা থেকে গ্রামে আসার নাকি সময় পাচ্ছে না।'

মিন্টুভাই কথা ঘোরালেন, 'এসব কার জন্যে হলো জানিস তো?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল শবনম।

'তাকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখবি।'

'আমি তো তাঁর ঠিকানা জানি না।'

'একটা খামে চিঠি ভরে এই পত্রিকার ঠিকানায় ওঁর নাম লিখে পাঠিয়ে দে। পেয়ে যাবেন নিশ্চয়ই। ভাগ্যিস চরণভাই ওঁকে এখানে এনেছিল।' মিন্টুভাই বললেন।

'মেয়েটির কোয়ালিফিকেশন কী জানেন?' মতিনভাই জিজ্ঞাসা করলেন। ফোন করে একটু আগে উনি এসেছেন শমীকের বাড়িতে।

'আমি জিজ্ঞাসা করিনি।'

'যাচ্চলে! এরকম লেখা যে লেখে তার তো গ্রাজুয়েট হওয়া উচিত।' মতিনভাই বললেন।

'গীতাঞ্জলির কবিতাগুলো যে লিখতে পারে তার তো মাস্টার্স করা উচিত। তাই তো?'

খেপে গেলেন মতিনভাই, 'শুনুন, রবীন্দ্রনাথ যদি থিসিস সাবমিট করতেন তাহলে পিএইচডি ডিগ্রি সব ইউনিভার্সিটি দিত। স্কুলে না পড়লেও।'

'আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, তার চেয়েও বড়, ডক্টরেট পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এবং কোনো থিসিস সাবমিট না করে।' শমীক হাসল।

www.allbdbooks.com

'যাক গে। এই মেয়েটি আমার কাগজে চাকরি করবে?'

'কী করে বলব? ওকে চিঠি দিন।'

'পত্রিকা বের হওয়ার পনেরো দিনের মধ্যে সাতশো বাষট্টিটা চিঠি এসেছে ওর প্রশংসা করে। সবাই ওর লেখা পড়তে চায়। ভাবুন।'

'ভাবার কথা তো আপনার।'

'হ্যাঁ। ভাবছি। সমস্যা দুটো। ও ঢাকায় কোথায় থাকবে? কোথায় খাবে? এবং সেসব করে গ্রামে অন্তত আড়াই হাজার টাকা ওকে পাঠাতে হবে।'

'তা তো বটেই।'

'আপনাকেও বলি। সচিত্র বাংলাদেশে ওর কবিতা কেন দিয়েছেন? আমার কাগজেই তো একটার পর একটা ছাপা যেত। আর দেবেন না প্লিজ! শুনুন। আমি ভেবে দেখলাম, ওকে আপাতত চার হাজার দেব। আড়াই দেশে পাঠাক, এক হাজারে কোথাও পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকলে হাতে পাঁচশো রাখতে পারবে নিজের জন্যে।' মতিনভাই বললেন।

'এ তো খুব ভালো প্রস্তাব। যেখানে পেয়িং গেস্ট রাখবেন তারা যেন ভালো মানুষ হয়। মেয়েটা খুব সেনসেটিভ।' শমীক বলল।

'হুম্।' মতিনভাই বললেন, 'তাহলে চিঠি পাঠাই? অফিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। শুধু কোয়ালিফিকেশন জানা হলো না বলে মন খচখচ করছে।'

'আমি বলি কী মতিনভাই, আরো দু-চারটে কবিতা ছাপুন, পাঠকদের প্রতিক্রিয়া দেখুন, তারপর এই অফারটা দেবেন।' শমীক বলল।

'শুনুন রাইটার সাহেব। চল্লিশ বছর আগে গুলশান-বনানীর জমিতে শিয়াল ডাকত। তখন জলের দরে জমি পাওয়া যেত। এক বন্ধু আমাকে এসে বলল, দুই বিঘা জমির সন্ধান পেয়েছি, এসো তুমি আমি মিলে কিনে ফেলি। দেখতে গিয়ে অর্ধেক রাস্তা থেকে ফেরত এলাম। মনে হয়েছিল একশো বছরেও কোনো ডেভেলপমেন্ট হবে না। যদি হয় তখন দেখা যাবে। এখন কী অবস্থা? ওখানে জমি কিনতে গেলে দেউলিয়া হয়ে যাব। বন্ধু কিনেছিল। এক বিঘা। দশ টাকা এক হাজার টাকা হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। স্পেকুলেশন আমার খুব খারাপ। এই ভুলটা আর করতে চাই না। আমি তিনটে কবিতা ছয় মাস ছাপাবো আর দেখব সচিত্র বাংলাদেশ তাকে চাকরি দিয়ে দিয়েছে। আমি আজই চিঠি পাঠাচ্ছি।' মতিনভাই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'তাহলে তো হয়েই গেল।' শমীক ভদ্রলোককে এগিয়ে দিল গাড়ি পর্যন্ত। বলল, 'এক কাজ করুন। কোয়ালিফিকেশনের জায়গায় লিখে দেবেন, কবি।'

www.allbdbooks.com

চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল শবনম। এরকম একটা প্রস্তাব যেচে তার কাছে আসবে, তা সে কল্পনাও করেনি। অন্য সকাল পত্রিকার সম্পাদক তাকে সাব-এডিটরের চাকরিতে যোগ দিতে বলেছেন এবং তার জন্যে মাইনে দেবেন চার হাজার টাকা। সাব-এডিটরের চাকরিতে কী কাজ করতে হয় তা শবনম জানে না। কিন্তু অনুমান করছে যা করতে হবে তা অবশ্যই সাহিত্য-সংক্রান্ত। এই চাকরি করলে ঢাকায় থাকা যাবে। তার অনেকদিনের ইচ্ছে গাজী শাহাবুদ্দিনের কাগজ সচিত্র সন্ধানীতে কবিতা দিতে। কিন্তু এতকাল সাহস হয়নি। গ্রামের মেয়ের কবিতা সম্পাদক পড়েও দেখবেন না হয়তো। কিন্তু নিজে গিয়ে তাঁর হাতে দিলে কি না পড়ে ফেলে দিতে পারবেন? ঢাকার একটি পত্রিকায় কাজ করলে শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, বেলাল চৌধুরী, রফিক আজাদদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব। এঁদের স্নেহ পেলে নিজের লেখা আরো ভালো হবে।

কিন্তু মা এবং ভাইকে একা রেখে যাওয়ার কথা ভাবতেই সে গুটিয়ে গেল। চার হাজার টাকা থেকে আড়াই হাজার বাড়িতে পাঠালে ওদের খাওয়াপরা চলে যাবে কিন্তু মাথার ওপর তো কেউ থাকবে না। ভাইটা মুখচোরা আর মা কথা না বলে থাকা পছন্দ করে। কিন্তু এখানে থাকলে সেই ভোররাত থেকে দশটা পর্যন্ত চা বানানো, বিকেলে আবার উনুন ধরানোর জীবন থেকে তো কখনই মুক্তি পাবে না।

মাঝে মাঝে প্রতিবেশী মহিলারা তার বিয়ের কথা বলেন। সম্বন্ধও আনেন। কিন্তু তার পক্ষে মা-ভাইকে ফেলে বিয়ে করা সম্ভব নয়। মিন্টু বাউল একদিন রসিকতা করে বলেন, 'চোখের সামনে তো বড় হলি, কোনোদিন কোনো ছেলের সঙ্গে মিশতে দেখলাম না, তাহলে এই ছেলেটা কী? কোথায় থাকে?'

'কোন ছেলেটা?"

'যার জন্যে তোর এত মনখারাপ?'

'তিনি একজন বাউল।'

'বাউল? তাহলে তো আমার কোনো আত্মীয়?' খুশিতে মিন্টু বাউল সোজা হন।

'হ্যাঁ। আত্মীয় তো নিশ্চয়ই।'

'নাম বল। আমি আজই তাকে বলব কেন সে তোর মন খারাপ করে দেয়?'

শবনম চুপ করে ছিল। আর যারা শুনছিল তারা উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে।

www.allbdbooks.com

শবনম বলল, 'সেই বাউলের নাম রবীন্দ্রনাথ। আর এক নাম জীবনানন্দ দাশ।' মিন্টু বাউল গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'তোর মতো পাগলি পৃথিবীতে আছে বলে জীবন এখনও এত সুন্দর।'

আজ চিঠি পেয়ে ছুটে গেল সেই মিন্টু বাউলের কাছে। গিয়ে দেখাল।

মিন্টু বাউল চিঠি পড়ে উদ্ভাসিত, 'শাবাশ। গোবরেও যদি গোলাপফুল ফোটে, তাহলে তার গন্ধকে কেউ আটকাতে পারে? তুই ভাগ্যবতী মা।'

'কিন্তু আমার বাড়ি? ভাই, মা?'

'আমরা তো আছি। আমরা ওদের দেখাশোনা করব। তুই ওদের নিয়ে একটুও ভাবিস না। ভগবান খুব কৃপণ। ভুল করে মাঝে মাঝে কোনো কোনো মানুষকে কিছু দিয়ে ফেলেন। মানুষ যদি দেওয়াটা না নিতে পারে তাহলে তিনি আর কখনও সদয় হন না।'

মিন্টু বাউল শবনমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, 'আমি তোকে ঢাকায় পৌঁছে দিয়ে আসব।'

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। গ্রামের মেয়ে চার হাজার টাকা মাইনে পাবে শুধু কবিতা লেখার জন্যে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না অনেকের। রাত্রে ভাইয়ের পাশে শুয়ে শবনম আকাশ-পাতাল ভাবছিল। হঠাৎ ভাইয়ের হাত তাকে স্পর্শ করল, 'আমাকে ঢাকায় নিয়ে যাবি?'

শক্ত হয়ে গেল শবনম। তারপর বলল, 'নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।' আগে গিয়ে আমি গুছিয়ে নিই, তারপর তোকে তার মাকে নিয়ে যাব। ওখানকার ভালো স্কুলে ভর্তি করে দেব।'

ভাই ওকে জড়িয়ে ধরল দুহাতে।

ঢাকা শহর থেকে গাড়িতে খুব বেশি হলে ঘণ্টা আড়াই। এককালে নৌকো করে আসতে হতো শহরে। দিনটাই ফুরিয়ে যেত একপিঠ যাত্রায়। তারপর বাস হলো। তাতেও সময় লাগত খুব। এখন দামি গাড়ি উড়ে যায় কিন্তু তবু নিয়মিত যাওয়া-আসা প্রায় হয় না বলাই ঠিক। ঠাকুরদা হাজি নিয়ামুদ্দিন কখনও ঢাকায়

www.allbdbooks.com

আসেননি। আশি বছরের বৃদ্ধ সামসুদ্দিন তখন বালক। বাবার সঙ্গে গ্রামে যেতেন বাসে চেপে। সেসময় বা ধানমণ্ডিতে বাড়ি তৈরি করেছেন। দুই বিঘে জমির ওপর দশঘরের একতলা বাড়ি। বাবা ব্যবসা করতেন। তখনও ইন্ডিয়া-পাকিস্তান হয়নি। যখন হলো তখনও ব্যবসা বন্ধ হয়নি। বাবা বলতেন, ঠাকুরদা টাকা না দিলে তাঁকে ওই গ্রামেই জীবন কাটাতে হতো।

আগেই খবর যেত। বাস থেকে নামামাত্র ঠাকুরদাকে দেখতে পেতেন সামসুদ্দিন। বাবা ঠাকুরদাকে পায়ে হাত দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবার পরেই ঠাকুরদা তাঁর হাত ধরে বলতেন, 'তুমি বাড়ি যাও, আমি একটু ওকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি।'

তখন চাষের খেত আর মাঠ চারধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বাসস্ট্যান্ডে দুটো দোকান ছিল। একটা চায়ের আর একটা পাঁচমিশেলির। পাঁচমিশেলি দোকানের বয়ামের দিকে নজর যেত বালক সামসুদ্দিনের। সাদা, হলুদ, নীল মার্বেল লজেন্স-ঠাসা হয়ে আছে সেগুলো। ঠাকুরদা মাথা নাড়তেন, 'না দাদুভাই। ওগুলো খেলে পেটে কৃমি হবে। সেই কৃমিগুলো তোমাকে একটু একটু করে খেয়ে নেবে। তার চেয়ে বাড়ি গিয়ে ক্ষীর খাবে, পিঠা খাবে, ডাবের জল খাবে।'

কথাগুলো একদম পছন্দ হতো না সামসুদ্দিনের কিন্তু বৃদ্ধের কাছে ঘ্যানঘ্যান করতেও ইচ্ছে হতো না। ওটা অবশ্য বাবার কাছেও করতেন না। তাঁর যাবতীয় আবদার করার একটাই জায়গা ছিল, মা।

বৃদ্ধ নিয়ামুদ্দিন তাঁর নাতিকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে গাছ চেনাতেন, ফসলের মাঠ দেখাতেন। তারপর নিয়ে যেতেন বাড়ির পেছনের বিলের ধারে। সমুদ্রের মতো ছিল সেই বিল। ওপার দেখা যেত না। ঝড়বৃষ্টির সময় ঢেউ উঠত নারকোল গাছের মাথা পর্যন্ত। বৃদ্ধ তাকে বলতেন, 'এই বিল হলো আমাদের প্রাণ। এর পানি আমাদের মাটিকে কঠিন দিনে ভেজায়। আবার বর্ষার সময় ক্ষেতে পড়া সব পানি চলে আসে এই বিলে।'

'ও হাজি সাহেব, আছেন কেমন?'

দূরের নৌকো থেকে হাঁক ভেসে এল।

'ভালো। কে? বরকাবাবু নাকি?'

'হ্যাঁ। পাশে কে?'

'নাতি। ঢাকায় থাকে। আজই এসেছে।'

নৌকো আরো দূরে সরে যেতে একটা ছিপনৌকো তরতরিয়ে চলে এল

www.allbdbooks.com

সামনে, 'কাতলা পেয়েছি একটা তা আড়াই সের হবে।'

'বাঃ যা, বাসায় দিয়ে আয়।' নিয়ামুদ্দিন বললেন।

'এই সোনা, যা, মাছটা দিয়ে আয়।' লোকটা যাকে হুকুম করল তার বয়স সামসুদ্দিনের থেকে বেশি নয়। ছেলেটা ছিপনৌকোয় বসে আছে। খালি গায়ে, একটা ছোট গামছা পরে। সে মাথা ঝাঁকাল। 'না।'

'না মানে?' বাপ হুঙ্কার ছাড়ল।

'কত কষ্ট করে মাছটা ধরলা, ওদের দিয়ে দেবা? আমরা খাব না?'

বাপ কাঁপতে লাগল থরথর করে, 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। কার সামনে বসে কথা বলছিস তুই জানিস? হাজি সাহেব। এই মাঠ, পুকুর, গাছ সব আল্লা তাঁকে দিয়েছেন। বিপদে-আপদে তিনি আমাদের পাশে থাকেন। তার জন্যে আমি মাছ ধরলাম আর তুই না বলছিস? মেরে তোর হাড় ভেঙে দেব।'

হাজি সাহেব বলল, 'আহা। কি বলছ ঘনা! ও বাচ্চা ছেলে, আমার নাতির বয়সী, ওর তো খেতে ইচ্ছে করবেই। ঠিক আছে, কী যেন ওর নাম?'

'আজ্ঞে মেঘনাদ। আমরা মেঘা বলে ডাকি।'

'অ। তা বাবা মেঘা, তুমি দুপুরবেলায় এসে তোমাদের কজনের জন্যে মাছের ঝোল আর মাছ নিয়ে যেও। কেমন?'

ছেলেটা একটুও হাসল না। ছিপনৌকো থেকে মাটিতে লাফিয়ে নেমে মাছটাকে দুহাতে ধরে টলতে টলতে হাঁটতে লাগল।

হাজি সাহেব বললেন, 'আহা! ওইটুকু ছেলে অত বড় মাছ বইতে পারে!'

'ঠিক পারবে। চেষ্টা না করলে শিখবে কবে?' ঘনা বলল।

বালক সামসুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে হাজি সাহেব বললেন, 'যাও, তুমি গিয়ে মাছটাকে একটু ধরো। তাহলে ওর নিয়ে যেতে সুবিধে হবে।'

চকচকে কাতলা মাছটাকে স্পর্শ করতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল সামসুদ্দিনের। ঠাকুরদার আদেশ শুনে দৌড়ে গেল মেঘার কাছে। মাঝের লেজ মাটিতে ঠেকছিল। সেই দিকটা ধরে ওপরে তুলতেই মেঘা গম্ভীর গলায় বলল, 'থাক। আমিই পারব।'

মেঘা ধরেছে মাথা, সামসুদ্দিন লেজ। সামসুদ্দিন বলল, 'দুজনে ধরলে সহজে নিয়ে যাওয়া যাবে।'

'ছোটলোকদের কাজ মালিকদের করতে নেই। ছেড়ে দাও।'

www.allbdbooks.com

শুনে হাসি পেয়ে গেল সামসুদ্দিনের, 'আমি মালিক হলাম কী করে? আমি তো ছোট। মাত্র দশ বছর বয়স।'

দৃশ্যটা এখনো চোখের সামনে দেখতে পান সামসুদ্দিন। মেঘা। পুরো নাম মেঘনাদ কৈবর্ত। হাজি সাহেবের আশ্রিত। পেশা বিলে মাছ ধরা এবং সেই ধরা মাছ থেকে নিত্য মালিকের বাড়িতে কিছু দিয়ে যাওয়া।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে গ্রামে গিয়েছিলেন একা। বিলের ধারে যেতেই মেঘার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার বাবা ঘনা মারা গিয়েছে ম্যালেরিয়ায়। তখন মেঘাই নৌকো নিয়ে মাছ ধরে। লম্বা পেটানো শরীর দেখলেই চমকে উঠতে হয়। সরু কোমর। হাত-পায়ের মাস্‌লগুলো বৈঠা টানার সময় ফুলে ফুলে উঠছিল। তাকে দেখে মাথা নিচু করে প্রণাম করেছিল মেঘা।

'একি মেঘা! তুমি আমাকে প্রণাম করছ কেন?'

'আপনি মালিক।'

'দুর। ঠাকুরদা নেই, এখন আমার বাবা মালিক। আমি কিছু নই।'

'তা হয় না। বাঘের বাচ্চা কি বিড়াল হয়?'

'আঃ। বাজে কথা বলো না। আমাদের দুজনের বয়স এক। আমাকে আর কখনো প্রণাম করবে না। বুঝতে পেরেছ?'

'আমি মূর্খ মানুষ। সব কথা বুঝি না, আচ্ছা, সবাই বলছে দেশটা নাকি দুভাগ হয়ে গেছে। এক ভাগ হিন্দুদের আর এক ভাগ মুসলমানদের। তাই?'

'ভুল বলেছে তোমাকে।' হেসে ফেলল সামসুদ্দিন, 'একটা ভাগের নাম ইন্ডিয়া আর অন্যটার নাম পাকিস্তান। আমরা পড়েছি পাকিস্তানে।'

'কিন্তু শুনলাম, ইন্ডিয়া থেকে সব মুসলমান এখানে চলে আসছে আর এখন থেকে হিন্দুরা যাচ্ছে ইন্ডিয়ায়?'

'কেউ কেউ যাচ্ছে। কিন্তু তুমি এসব নিয়ে একটুও চিন্তা কোরো না।'

'করেও বা কি হবে! আমি এখান থেকে কোথায় যাব? এই বিল ছেড়ে আমি যাওয়ার কথা ভাবতেই পারি না। বিলের জল, মাছ, শ্যাওলাদের সঙ্গে এই যে এত চেনাচিনি, এদের ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে আমি বাঁচতে পারব না।'

'তোমাকে তো বললাম, কোথাও যেতে হবে না।'

মাস দুয়েক পরে, সামসুদ্দিন যখন কলেজের ছাত্র তখন বাবা তাঁকে ডেকে বললেন, 'আজই করিম ডাক্তারকে নিয়ে গ্রামে যাও। আমাদের বেচারামের

www.allbdbooks.com

বউয়ের খুব অসুখ। শহরে নিয়ে যাওয়ার অবস্থা নয়। আমি চাই না বউটা বিনা চিকিৎসায় মারা যাক।'

'করিমচাচা যাবেন?'

'পাঁচজন রুগী যা ফি দিত তা ওকে দিচ্ছি। যাবে।'

সকাল থেকেই টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল। বাসে চেপে করিমচাচাকে নিয়ে গ্রামে যখন পৌঁছালো তখন বৃষ্টির তেজ বেড়েছে।

পথে যেতে যেতে করিমচাচা বলেই ফেললেন তিনি নিতান্ত বাধ্য হয়ে যাচ্ছেন। বললেন, 'তোমার বাবার কথা ফেলতে পারি না। একসময়ে আমার অনেক উপকার করেছেন। কিন্তু আমি গিয়ে কী করব বলো তো? যাকে শহরে আনা যাচ্ছে না তাকে সারাতে পারব? ব্যাগে যে ওষুধ ইনজেকশন আছে তা যদি কাজে না লাগে?'

সামসুদ্দিন বলেছিলেন, 'বাবা চান একটা চেষ্টা হোক।'

'হুঁ। শুনলাম পেশেন্ট মেয়েছেলে। বেচারাম না কার বউ। এই বেচারাম তো হিন্দু! তোমাদের সঙ্গে কীসের সম্পর্কে?'

'আমাদের একটা বড় গোয়ালঘর আছে। আগে বেচারামের বাবা দেখত, এখন ও দ্যাখে গরুদের। খুব যত্ন নেয়।'

'অ। হিন্দু গয়লা?'

মাথা নেড়েছিলেন সামসুদ্দিন। বেচারামকে বেচাদা বলে ডাকতে শিখিয়েছিলেন মা। গয়লা শব্দটা তাই ভাল লাগল না।

'তোমার বাবার হিন্দুদের ওপর এত দরদ আমার ভালো লাগছে না। দেশ ভাগ হয়ে গিয়েছে। যে যার দেশে গিয়ে থাকলে ল্যাঠা চুকে যায়। তোমাদের উচিত বেচারামদের ইন্ডিয়াতে চলে যেতে বলা।' করিম ডাক্তার বললেন।

'তাহলে তো ইন্ডিয়ার মুসলমানদের এখানে চলে আসতে হয়।'

'আসেনি ভাবছ? আমার আপার বিয়ে হয়েছিল বর্ধমানে। আপা এখন সবাইকে নিয়ে চলে এসেছে ঢাকায়।'

'আপনার আপার হয়তো ওখানে কিছু ছিল না। কিন্তু বেচাদাদের আছে। এই মাটিতেই জন্মেছে, বড় হয়েছে। আপনি এসব বলেছেন শুনলে বাবা খুব অসন্তুষ্ট হবেন।'

'আহা শোনাবার দরকার কী!' করিমচাচা আর কথা বাড়ালেন না।

বাস থেকে নেমে চায়ের দোকানে ঢুকতে না ঢুকতে খানিকটা ভিজতে হলো। দোকানে বেশ ভিড়। সেটা অবশ্য বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যে।

www.allbdbooks.com

একজন প্রবীণ মৌলবি, বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, তুমি হাজি সাহেবের বাড়ির ছেলে না? কী নাম?'

'সামসুদ্দিন। উনি আমার ঠাকুরদা।'

'তোমার মুখ দেখেই অনুমান করেছি। ইনি?'

'ডাক্তারবাবু। বাবা পাঠিয়েছেন বেচাদার স্ত্রীকে চিকিৎসা করার জন্যে।'

'ওহো! তার তো খুব অসুখ।' মৌলবি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হাঁকডাক করে একটা ছইওয়ালা গরুর গাড়ি জোগাড় করে নিয়ে এল ওঁর ভক্তরা।

সামসুদ্দিন আপত্তি করছিলেন কিন্তু মৌলবি সাহেব বললেন, 'রাস্তা এখন এত পিছল হয়ে গেছে যে হাঁটতে পারবে না। তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে। তাছাড়া, ডাক্তারসাহেব এসেছেন ঢাকা থেকে। ওঁর কষ্ট হলে গ্রামের দুর্নাম হবে না। যাও, উঠে পড়ো। উঠুন ডাক্তার সাহেব।'

ছাতার আড়ালে ওদের গরুর ছাইয়ের নিচে ঢুকে দেওয়া হলো।

গরু চলতে শুরু করলে করিম ডাক্তার বললেন, 'তোমরা দেখছি এইখানে বেশ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল! এই রাস্তায় হাঁটলে আর ঢাকায় ফিরে যেতে পারতাম না।'

জবাব দেননি সামসুদ্দিন।

বেচারামের স্ত্রীর সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা। সঙ্গে প্রবল জ্বর। করিম ডাক্তার বেশ ভাল করে দেখে একটা ইনজেকশন দিলেন।

তখন দুপুর। কিন্তু রোদের চিহ্ন নেই। আকাশ কালো হয়ে বৃষ্টি ঝরছে সমানে। বেচারামের বাড়ি হাজি সাহেবের বাড়ির পেছনে। সেখানেই কর্মচারীদের থাকার জমি দিয়েছিলেন হাজি সাহেবের বাবা। আগে খড়ের ছাউনি ছিল এখন সেটা টিনের হয়েছে। মেঝে মাটির।

বেচারাম ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'বাঁচবে তো?'

'আল্লাকে ডাকুন। তিনি চাইলেই সব হবে।' করিম ডাক্তার বললেন। তারপরেই নিচু গলায় বললেন, 'অবশ্য আপনি তো আল্লাকে ডাকবেন না।'

'কী বলছেন ডাক্তার সাহেব। হাজি সাহেব বলেছিলেন, শোন বেচা, আল্লা যিনি ভগবান তিনি। তাই আমি তাঁকে যেমন ভগবান বলে ডাকি তেমনি আল্লাও বলি। আপনি এত কষ্ট করে শহর থেকে এসেছেন, নিশ্চয়ই ও ভাল হয়ে যাবে।'

'আমি যদি কষ্ট করে থাকি তাহলে সেটা এর বাবার জন্যে!'

www.allbdbooks.com

'হাজি সাহেবের ছেলে। বাপের মন তো ছেলে পাবেই।' বেচারাম বলেছিল।

দুপুরের খাওয়া ভালই খেয়েছিলেন করিমচাচা। রুই মাছের বিশাল মুড়ো তৃপ্তি করে খেয়ে বলেছিলেন, 'খুব সুস্বাদু।'

সামসুদ্দিন শুনলেন এই বৃষ্টিতেও মেঘা বিল থেকে মাছ ধরে দিয়ে গেছে ওরা খাবে বলে। মেঘাকে খবর দিতে বললেন সামসুদ্দিন।

করিম ডাক্তার শহরে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হলেন। শেষ বাস চারটের সময়। কিন্তু খবর এল, আজ আর বাস ছাড়বে না। নদীর জলে পাকা রাস্তা ডুবে গেছে। খুব রেগে গেলেন করিম ডাক্তার। কিন্তু তাঁর কিছু করার ছিল না।

বিকেল সাড়ে তিনটের সময় খবর এল বেচারামের স্ত্রীর শরীরে খিঁচুনি ধরেছে। বাধ্য হয়ে ছাতা মাথায় দেখতে গেলেন করিম ডাক্তার। দেখেশুনে বললেন, 'এখনই দুটো ইনজেকশন দেওয়া দরকার। এদিকে কি ওষুধের দোকান আছে?'

একজন বয়স্ক মানুষ বললেন, 'না। যেখানে আছে সেখানে বাসে করে যেতে হয়। বাস বন্ধ। আর একটা উপায় আছে, সেটা বিল পেরিয়ে যেতে হবে।' আর একজন বললেন, 'বিল তো এখন সমুদ্রের মতো ভয়ংকর হয়ে গেছে।'

করিম ডাক্তার বললেন, 'খুব বেশি হলে আট ঘণ্টা। তার মধ্যে ইনজেকশন না দিলে পেশেন্ট বাঁচবে না। আমি ততক্ষণ অন্য ইনজেকশন দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারব। যা করার শিগগির করুন।'

বেচারাম কেঁদে ফেলল। তার ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে এখন মায়ের পাশে পাথরের মতো বসে। ঘরের সবাই অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সামসুদ্দিন দেখতে পেলেন বারান্দায় দাঁড়ানো কয়েকজন মানুষের একজন তাকে ইশারায় ডাকছে।

সামসুদ্দিন বেরিয়ে এসে মেঘাকে দেখতে পেলেন। আরও মজবুত হয়েছে ওর শরীর। এখন গামছার বদলে একটা খাকি হাফপ্যান্ট ওর পরনে।

মেঘা বলল, 'যদি ওষুধের নামটা আর টাকা দেন তাহলে আমি যেমন করে পারি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে এনে দেব।'

'কী করে?'

'বিল পেরিয়ে গঞ্জে যাব। দোকান চিনি।'

'মাথা খারাপ। এই দুর্যোগের সময় বিল পার হবে তুমি?'

www.allbdbooks.com

হাসল মেঘা, 'আমার কিছু হবে না। আমি বিল চিনি, বিল আমাকে চেনে।'
ওই মুখের দিকে তাকিয়ে সামসুদ্দিনের বিশ্বাস হলো, হ্যাঁ, মেঘা পারবে।
তিনি বললেন, 'তুমি ঘাটে গিয়ে নৌকো ঠিক করো। আমি আসছি।'
'আপনি ঘাটে যেতে যেতে ভিজে যাবেন। এখানেই দিন।'
'যা বলছি তাই করো।' প্রায় ধমক দিলেন সামসুদ্দিন।

করিম ডাক্তারকে দিয়ে ওষুধের নাম লিখিয়ে সামসুদ্দিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দাম লাগবে?'

'দামি ওষুধ। চল্লিশ-পঞ্চাশ তো বটেই।'

সামসুদ্দিন ঘাটে যাচ্ছেন ছাতা ছাড়া। পরনে একটা আন্ডারওয়ার। তার ওপর গামছা ভাঁজ করে সরু করে কোমরে বাঁধা। সেই ভাঁজের মধ্যে প্রেসক্রিপশন আর টাকা এমনভাবে রাখা যাতে জলে না ভেজে। এই দৃশ্য দেখে আশ্রিতরা হাঁ-হাঁ করে উঠল। কিন্তু প্রবল আপত্তিকে আমল না দিয়ে সামসুদ্দিন ঘাটে চলে এলেন ভিজতে ভিজতে। তাঁকে দেখে মেঘা অবাক, আপনি?'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'না। কখনও না।'

'তুমি দেরি করছ মেঘা। আমি যা সিদ্ধান্ত নিই তাই করি।'

'কিন্তু সাহেব, বিল এখন ভয়ংকর। ওই দেখুন কি রকম ছোবল মারছে ঢেউ। নৌকো ডুবে যেতে পারে যেকোনো সময়। আপনার কিছু হয়ে গেলে গ্রামের লোক আমাকে মেরে ফেলবে।' ককিয়ে উঠল মেঘা ঝড়ের শব্দের ওপরে।

'আমার কিছু হলে তোমাকেও কেউ পাবে না। শোনো, আমি সাঁতার জানি। নৌকোতে বৃষ্টির পানি জমছে। সেটা না ফেললে এমনিতেই নৌকো ডুববে। এই কাজটা আমি করতে পারি। চলো।'

মেঘা যে নৌকো চালাতে অত্যন্ত দক্ষ সেদিন বুঝেছিল সামসুদ্দিন। দু হাতে বৈঠা নিয়ে ফুঁসে ওঠা ঢেউগুলোকে বশ করে নৌকো নিয়ে যাচ্ছিল সে। সামসুদ্দিন একটা ছোট সসপ্যান দিয়ে ক্রমাগত নৌকোয় জমা জল বাইরে ফেলছিলেন। মাঝে মাঝে মেঘা চিৎকার করছিল। 'সাবধান সাহেব। শক্ত করে ধরে থাকুন। শালা অজগর হয়ে গেছে। ও আল্লা, ও ভগবান, অজগরটাকে মারো।'

www.allbdbooks.com

মাথা নিচু করে দুহাতে নৌকো ধরে সামসুদ্দিনের মনে হলো তাঁর শরীর জলের তলায় তলিয়ে যেতে যেতেও গেল না। একমনে আল্লাকে ডাকতে লাগলেন তিনি। ক্রমশ বিন্দু বিন্দু আলো দেখা গেল। পারে নৌকো ভেড়াতেই এক লাফে কাছে গিয়ে মেঘাকে জড়িয়ে ধরলেন সামসুদ্দিন। মেঘা বলল, 'ছাড়ুন, ছাড়ুন, আপনি হাজি সাহেবের নাতি। আমাকে বুকে ধরলে লোকে কী বলবে?'

'ছাড়ো তো লোক। চলো, ওষুধ কিনি।'

মাত্র দুঘন্টায় বিল পেরিয়ে এসেছেন, ওষুধের দোকানের ঘড়ি দেখে বুঝতে পারলেন। বৃষ্টির জন্যে দোকান বন্ধ করতে যাচ্ছিল মালিক। বিল পেরিয়ে এসেছেন শুনে বিশ্বাস করছিলেন না প্রথমে। তারপর বললেন, 'আপনাদের পেশেন্ট খুব লাকি। আর পাঁচ মিনিট পরে এলে এত কষ্ট করার পরেও ওষুধ পেতেন না। উনি ঠিক ভালো হয়ে যাবেন।'

হাতে সময় ছিল, টাকাও। সামসুদ্দিন মেঘাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু খাবে?'

'না সাহেব। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারি তত বেচাদার বউ ভালো হবে।'

আবার যাত্রা শুরু হলো। এবার ঝড়ের গতি বেড়ে গেছে। ঢেউগুলো যেন পাহাড় হয়ে ছুটে আসছে। মেঘা একটা দড়ির প্রান্ত ছুড়ে দিল, 'কোমরে শক্ত করে বেঁধে ফেলুন সাহেব। গতিক সুবিধের নয়।'

অনেকক্ষণ চলে গেল। হয়তো দেড় কি দুঘন্টা। পৃথিবীতে রাত নেমে গেছে। কোথাও আলোর চিহ্ন নেই। অবিরাম বৃষ্টি আর ঝড় বিলের প্রতিটি জলকণাকে যেন খেপিয়ে তুলছিল।

সামসুদ্দিন নৌকোর এই প্রান্ত থেকে চেঁচালেন, 'আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি?'

ওপ্রান্ত থেকে মেঘা জবাব দিলো, 'এত আঁধার যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তারপরে ঘটনাটা ঘটল। একটা প্রবলশক্তির ঢেউ নৌকোটাকে ছুড়ে দিল আকাশে। ছিটকে জলে পড়ল ওরা। নৌকোটা হাতছাড়া হয়ে গেল। চকিতে কাছে এসে মেঘা বলল, 'সাঁতার কাটুন সাহেব।'

'কোথায় যাব? কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমার পেছনে আসুন।'

অনভ্যস্ত শরীর, কিছুক্ষণের মধ্যেই হাত অসাড় হয়ে এল। মাঝে মাঝেই থেমে যাচ্ছিলেন সামসুদ্দিন আর তখনই কোমরের দড়িতে টান পড়ছিল।

www.allbdbooks.com

তারপর ঢেউ-এর দাপটে আর ভেসে থাকাও সম্ভব হচ্ছিল না। মেঘা চলে এলো পাশে, 'ভেসে থাকুন। আমি ধরছি।'

কীভাবে বাকি জলটুকু পেরিয়ে এসেছিলেন সামসুদ্দিন জানেন না। তাঁকে ডাঙায় তুলে মেঘা ডাকাডাকি করতে উঠে বসলেন। মেঘা বললেন, 'সাহেব, আপনি ঠিক আছেন তো? ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব?'

ডাক্তার শব্দটা মন্ত্রের মতো কাজ করল। কোনোমতে উঠে মেঘাকে ধরে ধরে চলে এসেছিলেন বেচারামের ঘরে। গামছা থেকে ইনজেকশনের অ্যাম্পুলগুলো বের করে দিয়ে দেখলেন প্রেসক্রিপশনের লেখা জলে ধুয়ে গেছে। টাকাও কাদা হয়ে গেছে।

হাসলেন বৃদ্ধ সামসুদ্দিন। তবু বাঁচেনি বেচাদার বউ।

'দাদু, তুমি কি জানো বাবা আবার গ্রামে যাচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি করতে?' কুড়ি বছরের নাতনি, যাকে তিনি পাখি বলে ডাকেন, কাছে এসে বলল।

'জানি। কিন্তু আমি নিষেধ করলেও তো শুনবে না।' সামসুদ্দিন বললেন।

'তাহলে তুমি আমাকে যাওয়ার পারমিশন দাও। আমি আলাদা যাব। গিয়ে ওই বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে থাকব। ওরা যতদিন থাকবে ততদিন।' বেশ জোরের সঙ্গে বলল, পাখি।

শবনম যে চাকরি করতে ঢাকায় যাবে তা মেনে নিতে পারেননি তার মা। স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁর মস্তিষ্ক তেমন সক্রিয় ছিল না বটে, কিন্তু একেবারে উন্মাদ তো হয়ে যাননি তিনি। কথা বলতে ভালো লাগত না তাঁর। ইচ্ছেই হতো না। তাই যে যা বলছে বলতে দিতেন, আপত্তি করতেন না। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্যে যেটুকু কাজ করা দরকার তা ঠিকঠাক করে যেতেন। সেই কাকভোর থেকে রাত পর্যন্ত মেয়েটা পাগলের মতো খেটে চলেছে দেখেও উৎসাহ পেতেন না ওকে সাহায্য করতে।

শবনম যখন তাঁকে বলেছিল ঢাকায় চাকরি করতে গেলে যে টাকা পাবে তা চায়ের দোকানের আয়ের চেয়ে অনেক বেশি এবং একটু দাঁড়িয়ে গেলে

www.allbdbooks.com

সে মা এবং ভাইকে ঢাকায় থেকে নিয়ে যাবে, তখন তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। শুনতে হয় তাই শুনেছেন। দিদি চলে যাবে বলে ছেলেটা ঘ্যানঘ্যান করছিল, তাকে থামাতে ইচ্ছে করেনি তাঁর। চুপচাপ বসে থেকে সামনের সজনে গাছে বসা শালিকদের দেখতে তাঁর বেশি ভালো লাগে। তাই দেখছিলেন।

ঢাকায় যাওয়ার বাস সকালে। আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় শবনম বেরিয়েছিল গ্রামের পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে ছোটভাই। তার একটা কাগজে চাকরি হয়েছে বলে সবাই খুশি। মাইনে কত, কোথায় থাকবে ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে মুখ ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল তার। রাত ৯টা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখল মা নেই।

ব্যাপারটা অভিনব। বাবা মারা যাওয়ার পরে মা একদিনও বাড়ির বাইরে পা বাড়াননি। প্রতিবেশিনীরা কথা বলতে আসতেন প্রথম প্রথম, সাড়া না পেয়ে আসা বন্ধ করেছেন তাঁরা। এখন এই সন্ধে-পেরনো রাত্রে মা কোথায় যেতে পারেন? ভাইকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজতে বের হলো সে। বাড়ির সামনের রাস্তায় মা গেলে সে ফেরার সময় দেখতে পেত। অতএব বাড়ির পেছন দিকে হ্যারিকেন হাতে নিয়ে সে এগোল। একটা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ। মাঠের পাশে বুনো ঝোপ। তারপরে চাষের মাঠ। কোথাও মা নেই। হঠাৎ ভাই চিৎকার করে ঝোপের দিকে আঙুল তুলল। ছুটে গেল ওরা। মা পড়ে আছেন মাটিতে। মুখ দিয়ে গ্যাজলা বেরুচ্ছে। এবং মায়ের দুহাতের মুঠিতে একটা কেউটে ছটফট করছে। কিছুতেই মুঠো ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না।

চেঁচামেচি শুনে লোকজন ছুটে এসে সাপটাকে মারল। মাকে তুলে নিয়ে আসা হলো বাড়ির বারান্দায়। আনতে গিয়ে দেখা গেল শরীরে প্রাণ নেই। এত জায়গা থাকতে অন্ধকারে ওই বুনো ঝোপের দিকে মা কেন গেলেন তাই নিয়ে গবেষণা চলল। যে-মানুষটা বাড়ি থেকে বের হন না, তাঁর হঠাৎ এমন ইচ্ছে হলো কেন? কিন্তু এসব কথা থিতিয়ে গেলে যে-সত্যিটা সামনে এসে দাঁড়াল তাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা বা ইচ্ছে কোনোটাই ছিল না শবনমের। তার পক্ষে কাল ঢাকায় যাওয়া সম্ভব নয়। মায়ের অন্তিম কাজগুলো একের পর এক শেষ করে যাওয়াটা তার কর্তব্য। নাবালক ভাইয়ের ঘাড়ে সেই দায় চাপিয়ে যেতে একমাত্র অমানুষরাই পারে। পাথরের মতো বসে রইল শবনম। তাকে জড়িয়ে তার ভাই। প্রতিবেশিনীরা সান্ত্বনা দিচ্ছিল। সেইসব তাৎক্ষণিক সাজানো কথা যা চিরকাল জীবিতরা এইসময় বলে এসেছে, শুনতে একটু

www.allbdbooks.com

ভালো লাগছিল না শবনমের। কাঁদতে কাঁদতে ভাই জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কাল যাবি না তো?'

চোখ বন্ধ করে মাথা নেড়েছিল শবনম, না।

তিনদিন পরে শমীক টেলিফোন পেল মতিন ভাইয়ের, 'আপনার কবির মাতৃবিয়োগ হয়েছে। তিনি আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন।'

'মাতৃবিয়োগ হলে এখনই সে আসবে কী করে?' শমীকের খারাপ লাগল।

'আরে এখন যে আসতে পারবে না সেটা বুঝি। আমি তো ইনহিউম্যান নই। কিন্তু পরেও সে আসবে, তা চিঠিতে লেখেনি।'

'তাহলে তো ভালোই। আপনার কোনো দায় থাকল না।' রিসিভার রেখে দিল শমীক। মতিনভাইয়ের গলায় বেশ খুশি-খুশি ভাব ছিল। হঠাৎ ওঠা আবেগের বশে তিনি মেয়েটিকে চাকরি দিয়েছিলেন এখন তা বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে খারাপ লাগাটা চলে গেল শমীকের। বাবা-মা মারা যেতেই পারেন। শবনমের ঢাকায় আসার সময় মা যদি যান তাহলে সেটাকে দুর্ঘটনা বলাই ভালো। দুর্ঘটনাকে মেনে না নেওয়া ছাড়া উপায় কী!

মনকাড়া গ্রাম থেকে এসে শবনমের জন্যে শমীকের যে-আবেগ তীব্র হয়েছিল, একটি প্রায় অশিক্ষিত মেয়ে যে চা বিক্রি করে সংসার চালায়, সে অসাধারণ কবিতার লাইন লিখে চলেছে জেনে তাকে লাইমলাইটে আনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়াটা ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসছিল। শবনম যদি মাসখানেক পরে আসে এবং চাকরি না পায় তাহলে সে কী করতে পারে! বাংলাদেশের মফস্বল শহরে, গ্রামেগঞ্জে নিশ্চয় শবনমের মতো বহু ছেলেমেয়ে দারুণ দারুণ লাইন লিখছে, কজনের খবর রাখে সে? জলে যদি সত্যি বেগ থাকে তাহলে মাটি ফুঁড়ে বের হবেই। দু-তিন লাইন দারুণ লিখে জোনাকির মতো বিভ্রম তৈরি করে হারিয়ে যাওয়াটাই যেখানে স্বাভাবিক, তখন অস্বাভাবিক কিছু ঘটবে বলে আগাম ঘোষণা করা অযৌক্তিক। শবনমের ব্যাপারটা মন থেকে সরিয়ে দিল শমীক। প্রতিটি দিন তার কাছে আলাদা দিন।

পাখিকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন সামসুদ্দিন। ওর মনে জেদ তীব্র হয়েছে। সে গ্রামে যাবেই। পরিবারের পুরুষদের বিরুদ্ধে ক্রমশ ওর জেহাদ বাড়ছে। কোনোমতে তিনি মেয়েটাকে ঠেকিয়ে রেখেছেন। বন্ধুদের নিয়ে গ্রামে গিয়ে ফুর্তি করার নামে ছেলে যে অত্যাচার করে তার খবর তিনি পেয়েছেন। কিন্তু

www.allbdbooks.com

বার্ধক্য তাঁর সব শক্তি কেড়ে নিয়েছে। মুখে বললে যে কানে তোলে না, তার সঙ্গে ঝগড়া করার শক্তি তার নেই।

পাখি এল ঘরে। পত্রিকাটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই কবিতাটা পড়ো।'

'কবিতা?' বৃদ্ধ সামসুদ্দিন বললেন, 'আমি কবিতার কিছু বুঝি না রে!'

'আশ্চর্য! এত বই পড় আর বলছ কবিতা বোঝো না?'

'সেগুলো প্রবন্ধের বই। ভালো গল্প-উপন্যাস পেলে পড়ি। আর চোখের যা অবস্থা তাতে পড়া বন্ধ করে দেওয়াই উচিত।' সামসুদ্দিন বললেন।

'তাহলে তোমার সঙ্গে এত কবির যোগাযোগ কেন?'

'ওঁরা ভালো আড্ডা মারতে পারেন, তাই। আচ্ছা, কবিতাটা শুনি।'

পাখি একটু ভাবল। তারপর পত্রিকা সামনে এনে পড়ল—

'এখনও আমরা একসঙ্গে আছি
একই ছাদের নিচে আছি অভ্যেসে
একসঙ্গের দূরত্ব না মেপে আছি
ভালোবাসার রেখে যাওয়া খোলসে।'

সামসুদ্দিনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'বাঃ। চমৎকার!'

পাখি বলল, 'আমাদের অবস্থাটাই কবিতায় স্পষ্ট, তাই না?'

'আমাদের অবস্থা? মানে?'

'কাকা বাবা তুমি একই ছাদের নিচে থাকো, আমিও থাকি। তবু—।'

'কবিতাটা কার লেখা?'

'আগে কখনো নাম শুনিনি। বোধহয় নতুন। নাম শবনম।'

'পত্রিকাটা রেখে যাও।'

পাখি চলে গেলে লাইনগুলো আবার পড়লেন সামসুদ্দিন। সাপেরা খোলস ছাড়ে। দেখেছেন তিনি। ভালোবাসার রেখে যাওয়া খোলস কী রকম? শরীর শিরশির করে উঠল। ভালোবাসা মৃত হয়ে গেলে সম্পর্কটা সাপের ছেড়ে যাওয়া খোলসের মতো খড়খড়ে হয়ে যায়! ঠিকই তো।

পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ দীর্ঘদিনের। তাঁকে ফোন করলেন তিনি, 'আরে আপনার কাগজে একটি অন্যরকম কবিতা পড়লাম। শবনম মেয়েটি কে ভাই?'

'অনেকেই প্রশংসা করছে। আমি তাকে দেখিনি। মনকাড়া নামের একটা গ্রামে থাকে। শমীকভাই ওর কবিতা এনে দিয়েছিলেন।'

'শমীক?'

www.allbdbooks.com

'হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে তো আলাপ আছে। আমরা বলাবলি করি, সামসুদ্দিনভাই লেখেন না, কিন্তু সব কবি-সাহিত্যিক-সম্পাদকের কাছের মানুষ।'

'না না। এটা আপনাদের বদান্যতা। আচ্ছা, শমীকভাইকে ফোন করি।'

শামসুদ্দিনের ফোন পেয়ে শমীক অবাক হলো। এই বৃদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী প্রায় লেখক-কবিদের নেমন্তন্ন করেন, আড্ডা মারেন, ইদানীং শরীরের কারণে সেটা কমে গেছে। শমীকের কয়েকটি উপন্যাস তিনি পড়েছেন। বলেন, উপন্যাসের চেয়ে প্রবন্ধের বই পড়তেই ওঁর ভালো লাগে।

'কেমন আছেন শমীকভাই?

'ভালো আছি। আপনি?'

'এখন তো এক্সটেনশনে আছি। এক্সটেনশনে থাকলে খারাপ লাগা বাড়তে থাকে।'

'একি বলছেন আপনি। এখন লোকে নব্বুই বছর দিব্যি বেঁচে থাকে।'

'আপনাদের হুমায়ুন আজাদভাই কত বছরে গেলেন?'

'ওঁর ব্যাপারটা তো রহস্যময়। আপনিও জানেন। তা আপনি এত রাত্রে করলেন? কোনো জরুরি প্রয়োজন?'

'হ্যাঁ, স্বীকার করছি এই সময় ফোন করা ঠিক হয়নি—।'

'না না। আমার জন্যে ঠিক আছে। আপনার শরীরের কথা ভেবে বললাম।'

'আবেগ যখন হোবল মারে তখন বয়সের কথা মনে থাকে না। একটু আগে একটা কবিতা পড়লাম। 'এখনও আমরা একসঙ্গে আছি।' আমি মুগ্ধ। শুনলাম মেয়েটি গ্রামে থাকে আর আপনি তার কবিতা পত্রিকায় ছাপতে দিয়েছেন। খুব ভালো কাজ করেছেন ভাই। বাংলাদেশের গ্রামের কোনো মেয়ে এরকম লাইন লিখতে পারে আমি ভাবতে পারিনি। ওকে আরো সুযোগ দেওয়া উচিত।' শামসুদ্দিন বললেন।

'আমি একটি পত্রিকায় ওর চাকরির ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ মা মারা যাওয়ায় আসতে পারেনি। মনে হলো, সম্পাদকও রক্ষা পেলেন। মেয়েটি খুব দরিদ্র পরিবারের। বাবা নেই। মাও মরে গেল। একটা ভাই আছে। একটা ছোট্ট চায়ের দোকান চালায় মেয়েটি।' শমীক বলল।

'বিয়ে করেনি?'

'না।'

'ওর ঢাকায় চলে আসা উচিত।'

হাসল শমীক। 'ঢাকায় এসে থাকবে কোথায়? খাবে কী? দেখি আবার সম্পাদককে অনুরোধ করে—।'

www.allbdbooks.com

'ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। আরে ভাই, আমি তো এখনো জীবিত আছি।'

'তাহলে তো কোনো কথাই উঠতে পারে না। আম শবনমকে চিঠি লিখছি। ও কী বলে আপনাকে জানিয়ে দেব।'

ফোন রেখে কিছুক্ষণ ভাবল শমীক। যে ভাবনাটাকে সে মাথা থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল সেটা সামসুদ্দিন তুলে নিলেন। ওই বৃদ্ধ মানুষটি যদি দায়িত্ব নেন তাহলে শবনমের কোনো সমস্যা থাকবে না। মেয়েটার কপাল এত ভালো হবে কে জানত। হঠাৎ নিজের অবস্থান বদলে ফেলল শমীক। সামসুদ্দিনের ফোন পাওয়ার পর তার মনে হলো নির্লিপ্ত হয়ে থাকা ঠিক নয়। শবনম যদি বাংলাসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবে স্বীকৃতি পায়, তাহলে ওকে আবিষ্কারের জন্যে শমীকের নাম উচ্চারিত হবেই। শমীক চিঠি লিখল। 'কল্যাণীয়াসু, তোমার মাতৃবিয়োগের খবর শুনে মর্মাহত। ঢাকায় আসার সময়ে এরকম ঘটনা ঘটায় তুমি যে-সংকটে পড়েছ তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। ওই চাকরির ব্যাপারে কোনো দুশ্চিন্তা করো না। তোমার মায়ের পারলৌকিক কাজকর্ম শেষ করার পরে সোজা চলে এস। তোমার থাকার এবং কাজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আসার আগে জানিও, কবে আসছ।'

শমীকের চিঠি পেয়ে শবনমের মন শান্ত হলো। মানুষটার প্রতি আরো বেশি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল সে। সোজা চলে গেল মিন্টু বাউলের বাড়িতে। মিন্টু বাউলের বাড়িতে আজ উৎসব, গান হচ্ছে। বাংলার মাটি বাংলার জল—। আজ রাখিবন্ধনের দিন।

মিন্টু বাউল বললেন, 'আমি তোমার কথা ভাবছিলাম। এই আজকের দিনেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানকে রাখির বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন।'

শবনম হেসে ফেলল।

'হাসির কী হলো?'

'আপনি প্রতি বছর এই কথাগুলো আজকের দিনে বলেন।' শবনম বলল।

'অ। তা হবে। আজকের দিন এলেই মনে পড়ে যায় বিশ্ববাউলের কথা। বাঙালির জন্যে তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না।'

শবনম চিঠিটা সামনে এগিয়ে ধরল। সেটা নিয়ে দ্রুত পড়ে ফেলে মাথা নাড়লেন মিন্টু বাউল, 'বাঃ। খুব ভালো খবর। এমন ভালো গাইয়ে বা যে-কোনো ভালো শিল্পী যদি ভালো মানুষ না হন তাহলে তিনি কিছুতেই বড় হতে পারেন না। শমীকবাবুর মন সত্যি ভালো। তা কী করবে ঠিক করলে? কবে যাবে?'

www.allbdbooks.com

'তাই তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে এলাম। যাওয়ার কথা যখন ভেবেছিলাম তখন মা ছিল। ভাই আর মা একসঙ্গে থাকত। সমস্যায় পড়লে জানি আপনারা দেখতেন। এখন মা নেই। ভাইকে নিয়ে যাব কী করে? আমারই থাকার জায়গা কী হবে জানি না—। আবার ওকে তো একা রেখে যেতে পারি না এখানে। ওর পক্ষে একা থাকা সম্ভব নয়।' শবনম বলল।

'সমস্যাই বটে। এক কাজ করো। তুমি গিয়ে দ্যাখো কী ব্যবস্থা হচ্ছে। যদি মাসখানেকের মধ্যে নিজের একটা ঘরের ব্যবস্থা হয় সেখানে ভাইকে নিয়ে থাকতে পারো, তাহলে তখন ওকে নিয়ে যেও। মিন্টু বাউল বললেন, 'তদ্দিন ও এই বাড়িতে থাকবে। আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।'

মিন্টু বাউলের কথা শুনে ঝরঝর করে চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল শবনমের। তাই দেখে মিন্টু বাউল ধমকালেন, 'কী হচ্ছে! আজ রাখিবন্ধনের দিন। চোখ মোছ। পাগলি!'

মনকাড়ার হাট থেকে যে বাস ঢাকায় যায় সেই বাসে ওঠার সময় শবনম আবার কেঁদে ফেলে। বাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাই কাঁদছে। মিন্টু বাউল আসেননি কিন্তু গাঁয়ের কয়েকজনের সঙ্গে শ্রীচরণচাচাও এসেছেন। চিৎকার করে বললেন, 'সাবধানে যাবি মা। ভাইয়ের জন্যে চিন্তা করিস না। আমরা আছি।'

তারপর কন্ডাক্টরকে ধরে অনুরোধের বন্যা বইল। রাস্তায় যেন কন্ডাক্টর শবনমকে চোখে চোখে রাখে, যাতে কেউ ওকে বিরক্ত করতে না পারে। ঢাকায় বাস পৌঁছালে ও যেখানে যাবে সেখানে যদি কন্ডাক্টর দয়া করে পৌঁছে দেয়, তাহলে গ্রামের সবাই কৃতজ্ঞ থাকবে। প্রৌঢ় কন্ডাক্টর মাথা নেড়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছিল। জানালার পাশে বসে পরিচিত মুখগুলো যখন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল তখন বাস ছাড়ল শবনমের মনে হলো, না গেলেই ভালো হতো। এই মনকাড়ায় সে স্বচ্ছন্দে চা বিক্রি করে বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু গতরাতে মিন্টু বাউল তাকে বুঝিয়েছেন কেন তার যাওয়া দরকার। বলেছেন, মাটি ফুঁড়ে যখন গাছ জন্মায় তখন তার লক্ষ্য থাকে যতটা পারে আকাশের কাছাকাছি চলে চাওয়া। আরো ডালপালা ছড়াতে চায় সে। দূর থেকে দেখে যে-কেউ তাকে চিনতে পারে। মাটি তখন তার অনেক নিচে পড়ে থাকে। এই কারণেই শবনমের মনকাড়া ছেড়ে ঢাকায় যাওয়া দরকার। তাকে বড় হতে হবে। অনেক বড়। শবনম জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তাহলে আপনি এখানে পড়ে আছেন কেন? আপনিও তো শিল্পী।'

www.allbdbooks.com

মিন্টু বাউল হেসেছিলেন, 'মাটিতে যেমন বৃক্ষ জন্মায় তেমনি চাপড়া ঘাসও। সেই ঘাস মাটিতেই আটকে থাকে। আকাশ ছোঁয়ার ক্ষমতা তার নেই তাই সে পড়ে থাকে নামীদের পায়ের তলায়।'

চোখের সামনে থেকে শান্তি নদী সরে গেল। মনকাড়াকে নিয়ে পড়ে রইল পেছনে।

আধঘণ্টা পরে একটু ধাতস্থ হলেও একটু ভয় ভয় করছিল শবনমের। ঢাকা একটা বিরাট শহর। সেখানে সৎ এবং অসৎ মানুষেরা ঘুরে বেড়ায়। সে যদি কোনো অসৎ মানুষের পাল্লায় পড়ে? তাকে কি শমীকের বাড়িতে থাকতে হবে? সেই বাড়িতে আর কে কে আছে? বাস একটা বাজার মতো জায়গায় থামলে কন্ডাক্টর এসে জিজ্ঞাসা করল, 'খিদে পেয়েছে? কিছু খাবে?'

নীরবে মাথা নাড়ল শবনম, না। লোকটা তার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন?'

জবাব শুনে ভাড়া আদায় করে চলে গেল কন্ডাক্টর।

শবনমের খেয়াল হলো। এখনো তার কাছে বাসভাড়ার টাকা চায়নি কন্ডাক্টর।

জানালার বাইরে বাংলাদেশের মাঠ, গ্রাম, পুকুর। মনকাড়ার সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নেই। পাশের লোকটা নেমে গিয়েছিল একটু আগে। দুজনের বসার জায়গায় একটু আরাম করে বসল শবনম। পরের স্টপে বাস থামলে কিছু যাত্রী উঠল।

'এখানে আমি বসতে পারি?' প্রশ্নটা কানে যেতেই তাকাল শবনম। ছিপছিপে, ফর্সা, মুখে কালো দাড়ি। কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে তার সিটের পাশে দাঁড়িয়ে একটি যুবক ভদ্রভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে।

উত্তর না দিয়ে সে জানালার দিকে সরে বসতে না বসতেই যুবক বসে পড়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল।'

শবনম জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল এমন ভঙ্গিতে যেন সে শুনতে পায়নি। বাস চলতে আরম্ভ করতেই কন্ডাক্টর এসে যুবকের কাছে ভাড়া চাইল। যুবক সেটা দেওয়ার পর কন্ডাক্টর শবনমকে ডাকল, 'শোনো! কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

শবনম মাথা নাড়ল, না।

'হলে বলবে।'

কন্ডাক্টর চলে যাচ্ছিল, যুবক জিজ্ঞাসা করল তাকে, 'কী অসুবিধের কথা জিজ্ঞাসা করছেন?'

www.allbdbooks.com

'কতরকমের অসুবিধা হয়। উনি এই বাসের ভিআইপি প্যাসেঞ্জার।' লোকটা চলে গেল। যুবক অবাক হয়ে তাকাল। সস্তার সালোয়ার-কামিজ পরা একটি গ্রামের মেয়ে ছাড়া তার শবনমকে অন্য কিছু মনে হলো না।

বাস চলছে। ঢুলুনি আসছিল শবনমের। সে সোজা হয়ে বসতেই যুবক তার ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে পড়া শুরু করল। বই দেখে কৌতূহলী হলো শবনম; কিন্তু কিছুতেই মলাটটা দেখতে পেল না বই খোলা থাকায়। যে-লোক বাসে বসে বই পড়ে সে নিশ্চয়ই বদমানুষ নয়, শবনম ভাবল।

শেষপর্যন্ত বাস ঢাকা শহরের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। দুপাশে যেসব জনপদ পড়ছে তার দোকানের সাইনবোর্ড দেখে বুঝতে পারল শবনম। পাশের যুবক বই বন্ধ করতেই তাকাল সে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। শক্তি চট্টোপাধ্যায় নামটা কখনো শোনেনি শবনম। তাঁর কবিতা পড়ার সুযোগ তো হয়ই নেই। হঠাৎ খুব ইচ্ছে করছিল তার বইটি ছুঁতে। এ কোন কবি যাঁর কবিতায় যুবকটি এতক্ষণ নিমগ্ন ছিল?

বাস থামতেই যাত্রীরা নামতে শুরু করল। অর্থাৎ ঢাকা এসে গেছে। ওঠার সময় স্যুটকেসটা কন্ডাক্টর ড্রাইভারের পেছনে রেখেছিল। ওটা মিন্টু বাউল দিয়েছিল। তাদের বাড়িতে একটা টিনের ট্রাঙ্ক আছে। ওটা নিয়ে আসা যেত না।

বাস থেকে নামতেই কন্ডাক্টর স্যুটকেস এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই জায়গার নাম মিরপুর। আপনি কোথায় যাবেন যেন?'

শবনম বলল, 'সাহিত্যিক শমীকের বাসায়।'

হেসে ফেলল কন্ডাক্টর, 'এটা তো মনকাড়া গ্রাম না যে নাম বললেই লোকে বাসাটা কোথায় বুঝে যাবে। তাঁর ঠিকানাটা বলুন।'

তাড়াতাড়ি ছোট্ট পার্স থেকে শমীকের চিঠি বের করল সে।

'উনি সেগুনবাগিচায় থাকেন।' পাশ থেকে সেই যুবক বলল।

'ও। আপনি একটু দাঁড়ান। আমি আসছি।' কন্ডাক্টর বাসগুমটির দিকে চলে গেল রিপোর্ট করতে। যুবক জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি শমীকভাইকে চেনেন?'

'হ্যাঁ।' উত্তরটা দিতে হলো শবনমকে।

'আপনি বোধহয় এই প্রথম ঢাকায় এলেন?'

'হ্যাঁ।'

'শমীকভাইকে বলবেন আমার কথা। আমি শাহিন। শাহিন চৌধুরী। টিভিতে নাটক লিখি। শমীকভাইয়ের চারটে উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছি।'

www.allbdbooks.com

'ও।'

'আপনি কি ওঁর আত্মীয়া?'

'না।' শবনম হাঁপিয়ে উঠছিল পরপর প্রশ্নে। বলল, 'উনি আমাকে আসতে বলেছিলেন। আমি গতকাল ওঁকে আসার কথা চিঠিতে জানিয়েছি।'

'সেই চিঠি উনি আগামিকাল পাবেন। আচ্ছা, চলি। ওহো আপনার নামটা?'

'শবনম।'

'শবনম? কিছু মনে করবেন না, আপনি কি কবিতা লেখেন?'

অন্যদিকে তাকাল শবনম। তারপর বলল, 'হ্যাঁ।'

'আরে সর্বনাশ! আপনিই শবনম? ভাবতে পারছি না। আপনার কবিতা নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে! ভালোবাসাকে আপনি সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর কোনো কবি করেননি। আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।' যুবক একগাল হাসল।

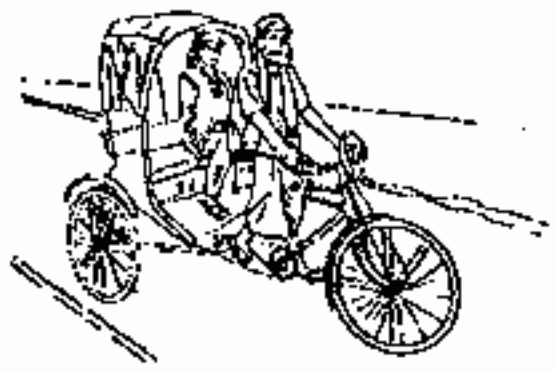

একটা খালি বাসে শাহিন তাকে তুলে দিয়ে কন্ডাক্টরকে বলে দিয়েছে যেখানে নামাতে সেখানে নামতেই ঝুপ করে সন্ধে হয়ে গেল। ভাড়া মিটিয়ে শবনম দেখল জায়গাটা বেশ জমজমাট। একজন প্রৌঢ় রিকশাওয়ালাকে সে বলল সেগুনবাগিচায় যেতে চায়। লোকটা হেসে বলল, 'ঠিক আছে।'

রিকশায় বসে চোখ বড় করে চারপাশ দেখছিল শবনম। এই শহরের নাম ঢাকা। বাংলাদেশের রাজধানী। কিন্তু কত রকমের গাড়ির পাশাপাশি এত রিকশা কেন? নিজের কাছেই জবাবটা ছিল। রিকশা না থাকলে সে কী করে যেত? শমীক কোথায় থাকেন, তা নতুন লোকের পক্ষে হেঁটে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। পায়ের পাশে ব্যাগ নিয়ে রিকশায় বসে শবনম ভিতু চোখে ঢাকা শহর দেখছিল। তার নজরে রাস্তার পাশের দোকানের হোর্ডিং পড়তেই ও রাস্তাটার নাম বুঝে গেল। জ্যামের কারণে শ্লথগতিতে চলা রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল সে, 'ও চাচা, ঠিক যাচ্ছেন তো?'

সামনের দিকে তাকিয়ে রিকশাওয়ালা প্যাডেলে চাপ দিতে দিতে বলল,

www.allbdbooks.com

'আপনি চুপচাপ থাকেন মা। কোনো ভয় নাই। এই রিকশায় যখন উঠছেন, তখন নিশ্চিন্তে থাকেন।'

রিকশা চলতে শুরু করলেই ঘটনাটা ঘটল। একটা মোটরবাইক দ্রুত রিকশার পাশে চলে এল। শবনম দেখল একজন বাইক চালাচ্ছে, দ্বিতীয়জন পেছনে বসে আছে। কারো বয়স কুড়ি-একুশের বেশি নয়। দুজনের মাথা চাপা টুপিতে ঢাকা। হুড সামনে এগুনো বলে ভালোভাবে মুখ দেখা যাচ্ছিল না। শবনম চোখ সরিয়ে নিল। শহরে এই বয়সের ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে বদমায়েশি করে। খবরের কাগজে এরকম ঘটনার কথা প্রায়ই দেখা যায়।

হঠাৎ সে দেখতে পেল তার ব্যাগটা সরে যাচ্ছে। মুখ ঘুরিয়ে চিৎকার করার আগেই পেছনের ছেলেটা ব্যাগ নিজের সামনে তুলে ফেলল আর বাইকটা তীব্রবেগে একটু এগিয়ে বাঁ-দিকের গলিপথে ঢুকে চোখের আড়ালে চলে গেল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে চিৎকার করে উঠল শবনম। সেই চিৎকার শুনে রিকশাওয়ালা ব্রেক চেপে দাঁড়াতেই পেছনের রিকশাটা সামান্য ধাক্কা মারল। ফুটপাতে দাঁড়ানো একটা বাচ্চা ছেলে ঠ্যাঠা করে হেসে বলল, 'যাঃ শালা, মাল হাপিস।'

রিকশাওয়ালা পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হইল?'

ততক্ষণে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলেছে শবনম। ওই ব্যাগের মধ্যে তার যাবতীয় সম্পত্তি আছে। তাছাড়া ব্যাগটা তার নিজের নয়।

সেই ফুটপাতের ছেলেটা রিকশাওয়ালাকে বলল, 'আপার ব্যাগ নিয়ে ভাগছে। নতুন মানুষ নাকি?'

রিকশা থেকে নেমে রিকশাওয়ালা ফুটপাতের পাশে রিকশাকে নিয়ে এসে বলল, 'দামি জিনিস ছিল নাকি?'

দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে শবনম বলল, 'আমার সব। সব।'

'খাইছে।' লোকটাকে চিন্তিত দেখাল, 'দ্যাখেন মা, পুলিশের কাছে যাইতে চান তো নিয়া যাইতে পারি। কিন্তু কোনো কাজ হইব না। আপনি একটু রিকশায় বইস্যা থাকেন। আমি আসতেছি।'

হাত সরিয়ে অসহায় চোখে তাকাল শবনম। রিকশাওয়ালা ততক্ষণে পাশের দোকানদারের সঙ্গে কথা বলছে। দোকানদার ঘনঘন মাথা নাড়ছে। লোকটি ফিরে এসে বলল, 'কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না। তার চোখের সামনে ছিনতাইটা হইল অথচ সে বলে কিছু দ্যাখে নাই। চলেন থানায়।'

www.allbdbooks.com

'কেন?'

'আপনার ব্যাগ ছিনতাই হইছে, এইটা পুলিশকে জানান।'

মিনিট কুড়ি পরে ওরা থানার সামনে এসে পৌঁছাল। ওদের বলা হলো ডিউটি অফিসার টয়লেটে গিয়েছেন, অপেক্ষা করতে হবে।

শবনম বলল, 'আমার জন্যে আপনার সমস্যা—।'

শেষ করতে দিলো না রিকশাওয়ালা, 'কোনো সমস্যা নাই।'

এইসময় একটা বাচ্চা ছেলেকে এগিয়ে আসতে দেখল শবনম। ওর হাতের ব্যাগটা খুব কষ্ট করে বয়ে আনছে সে। কাছে আসতেই সে ব্যাগটাকে চিনতে পারল। দৌড়ে গিয়ে ব্যাগটাকে কেড়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কোথায় পেলি?'

ছেলেটা বলল, 'আপনাকে ওই দূর থিকা দেখাইয়া দিয়ে একজন কইল ব্যাগটা দিতে। আমারে পাঁচ ট্যাকা দিছে।'

ব্যাগটা রিকশায় রেখে খুলল শবনম। তালা জোর করে ভাঙা হয়েছে। না সারালে এটা কোনো কাজ দেবে না। তার জামাকাপড়, লেখার কাগজ, পত্রিকা সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। যে কটা টাকা নিয়ে সে এসেছিল তা ব্যাগে না রেখে ছোট পার্সে পুরে জামার ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছিল বলে ওরা টাকা খুঁজে পায়নি।

রিকশাওয়ালা বলল, 'তাজ্জব ব্যাপার। সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। শবনম মাথা নাড়ল।

ছেলেটা দাঁড়িয়েছিল, 'আমারে কিছু দিবেন না?'

রিকশাওয়ালা বলল, 'দ্যান ওরে পাঁচ টাকা।'

শবনম সেটা দিতেই ছেলেটা পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করে বলল, 'আপনারে দিছে।' ওটা শবনম নেওয়ামাত্র দৌড় লাগাল সে।

চিরকুট খুলল শবনম। পড়ে হতভম্ব হয়ে গেল সে।

রিকশাওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, 'কী লিখছে?'

চিরকুটটা এগিয়ে দিলে রিকশাওয়ালা অনেক কষ্টে পড়তে পারল, 'কবির জিনিস আমরা নিই না।'

বড় বড় চোখে রিকশাওয়ালা শবনমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মা আপনি কবি?'

শবনম ভেবে পাচ্ছিল না সে কী জবাব দেবে। তার মাথার ভেতরটা একদম ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। এমনকি সে কে, কোথা থেকে আসছে, কোথায়

www.allbdbooks.com

যাচ্ছে—সেই তথ্যও বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল।

রিকশাওয়ালা তাকে উঠে বসতে বললে হুঁশ এল। সে বসতেই লোকটা ফাঁকা রাস্তা পেয়ে এমন জোরে রিকশা চালাতে লাগল যেন রথ ছোটাচ্ছে। চোখ বন্ধ করল সে। কানের ভেতর কেউ যেন চেঁচাচ্ছে। কবি যাচ্ছেন, সরে যাও সবাই। মনকাড়া গ্রামে চা বিক্রি করে যে কবিতা লিখতে চেষ্টা করতো, তাকে শহরের ছিনতাইবাজ যদি কবি বলে সম্মান দেয় তাহলে লোকেও সরে গিয়ে পথ করে দিতে পারে। একসময় রিকশাওয়ালা থামল, 'মা, বাড়ির নম্বর কত?'

মাথা পরিষ্কার হলো শবনমের। সে তাকিয়ে দেখল রাস্তার দুপাশে সুন্দর সুন্দর বাড়ি। রাস্তা পরিষ্কার। এরকম সুন্দর এলাকায় সে কোনোদিন যায়নি। কাগজ বের করে বাড়ির নম্বর বলতে রিকশাওয়ালা রিকশা নিয়ে এগোতে বাড়ির সামনে লেখা নম্বর পড়তে লাগল। একজন ভদ্রলোক আসছিলেন, তাঁকে নম্বর বলে বাড়িটা কোথায় জানতে চাইল রিকশাওয়ালা।

একটু চিন্তা করে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলে, 'কার বাসায় যাবেন?'

প্রশ্নটা শবনমের উদ্দেশে। শবনম বলল, 'সাহিত্যিক শমীকের বাসায়।'

'ও। তাই বলুন। ওই তো, বাঁ-দিকের কৃষ্ণচূড়া গাছটার গায়ে ওঁর বাসার গেট।' বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

গেটের সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে রিকশাওয়ালা বলল, 'ঠিক জায়গায় আসছেন কিনা দেইখ্যা নেন।'

একটি কাজের লোক গেটের দিকে আসছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করে শবনম নিঃসন্দেহ হয়ে রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে কত দিতে হবে?'

'যা ইচ্ছা হয় তাই দ্যান।' লোকটা হাসল।

'ওমা! তা কী হয়? আপনি আমার জন্যে কত কষ্ট করলেন।'

'আপনি একজন কবি। আপনার কাছে পয়সার কথা বলব না।'

এইসময় কাজের লোকটি জানতে চাইল কোত্থেকে রিকশা আসছে। জেনে সে জানাল কত টাকা দিতে হবে। রিকশাওয়ালা তাকে ধমকাল। 'অ্যাই মিঞা, আমাগো কথায় তুমি কেন নাক ঢোকাও? দ্যান মা, ওই টাকাই দ্যান।'

ভাড়া মিটিয়ে দিলে রিকশাওয়ালা চলে গেল। হঠাৎ কীরকম অসহায় বোধ করল সে। এই সময়ের মধ্যে মনে হচ্ছিল রিকশাওয়ালা তার আত্মীয়ের মতো, যার ওপর সহজেই নির্ভর করা যায়।

'আপনি কে? সাহেবকে কী বলব?'

www.allbdbooks.com

'বলুন আমার নাম শবনম। আমি মনকাড়া গ্রাম থেকে আসছি।'

লোকটি চলে গেল। বাড়িটার দিকে তাকাল শবনম। দোতলা বাড়ি। সুন্দর দেখতে। এই বাড়িতে আর কে কে থাকেন? লিখে বিখ্যাত হলে এত সুন্দর বাড়ির মালিক হওয়া যায়? তারপরেই খেয়াল হলো, শমীক উপন্যাস লেখেন। লোকে পয়সা খরচ করে সাধারণত উপন্যাসই কেনে, কবিতার বই কেনে না। তাই কবিরা কখনই এমন বাড়ির মালিক হতে পারে না। যা হোক, একজন কবিকে লোকে পছন্দ করে, ভালোবাসে। ছিনতাইকারীরাও কবির জিনিস নেয় না, রিকশাওয়ালাও অর্ধেক ভাড়া দিতে বলে।

'আসুন।' লোকটি ফিরে এসে শবনমের ব্যাগ তুলে নিল।

ওকে অনুসরণ করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার উঠতেই শমীককে দেখতে পেল শবনম। সে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'সালাম আলায়কুম।'

ওয়ালেকুম আসসালাম না বলে শমীক বেশ গলা খুলে বলল, 'এস এস। শেষ পর্যন্ত তুমি ঢাকায় আসতে পারলে। কার সঙ্গে এসেছ?'

'আমি একাই এসেছি।' শবনম নিচু গলায় বলল।

'তাই? বাঃ! তুমি তো দেখছি বেশ সাহসী মেয়ে। বসো। নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়ে গেছে তোমার? এক কাজ করো। ওই ঘরে যাও। ঘরের ওপাশে টয়লেট-বাথরুম আছে। একটু ফ্রেশ হয়ে এস।'

কাজের লোকটি ব্যাগ নিয়ে পাশের ঘরে গেলে তাকে অনুসরণ করল শবনম। শমীকের কথা বলার ধরনে তার ভালো লাগল। মনকাড়া গ্রামে যে-গলায় উনি কথা বলেছিলেন তা বদলায়নি।

লোকটি চলে যাওয়ার সময় দরজা ভেজিয়ে দিল। ঘরের আসবাব, আলো দেখে শবনম চমৎকৃত। শহরের লোকজন কত আরামে বাস করে। সে বাথরুমের দরজা খুলে ধাতস্থ হতে কিছুক্ষণ সময় নিল।

তার ব্যাগে আরো দুটো সালোয়ার-কামিজ আছে। মুখে হাতে জল দিয়ে ভাবল পোশাক বদলে নেবে। বাসজার্নি করা পোশাক খুলে ফেললে আরাম লাগবে। তারপরেই মত পালটাল। এখন পোশাক বদলালে ব্যাগে আর একটাই পড়ে থাকবে, অন্তত পরনেরটা কেচে না শুকোনো পর্যন্ত। তার চেয়ে রাতে শোওয়ার সময় পালটালেই ভালো।

শমীক ফোনে সামসুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলছিল।

সামসুদ্দিন বললেন, 'অতটা রাস্তা ট্রাভেল করে এসেছে, থাক না আজকের রাতটা আপনার ওখানে।'

www.allbdbooks.com

'আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ওর অসুবিধে হতে পারে। এই বাড়িতে আমি আর আমার কাজের লোক থাকি। কোনো মহিলা নেই। তাছাড়া একটু পান করার বাতিক আছে আমার। ও ভয় পেতে পারে।' শমীক বলল।

'ঠিক আছে। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। না, পাখি ফিরুক, ও ফিরলে ওকেই গাড়ি নিয়ে যেতে বলব।' সামসুদ্দিন জানালেন।

'বেশ। আসার আগে আমাকে ফোন করবেন।'

এইসময় শমীকের কিছু খাওয়ার অভ্যেস নেই। একটু পরে, বাড়িতে থাকলে তিনপেগ মদ খায় টিভি দেখতে দেখতে। তারপর ডিনার। ক্লাবে গেলে ফিরতে যেমন রাত হয়, খাওয়ার পরিমাণও বেড়ে যায়।

কাজের লোক খাবার গরম করে টেবিলে দিলে শমীক তাকে বলল, 'শবনমকে ডাকো।'

কাজের লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'ওই আপা কি এখানে থাকবেন?'

'বোধহয় না। কেন?' শমীক তাকাল।

'আমি ভাবলাম থাকবেন। আপনি না থাকলে একা থাকতে আমার ভালো লাগে না।' লোকটি এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজায় শব্দ করে বলল, 'আপা, টেবিলে খাবার দিয়েছি।' শবনম বের হলো। শমীক লক্ষ্য করল শবনম পোশাক পরিবর্তন করেনি। সে বলল, 'বসো। খেয়ে নাও।'

খাবার দেখে শবনম বলল, 'আমি অ্যাতো খেতে পারব না।'

'যা পারো খাও। অনেকক্ষণ তো খাওনি।'

'আপনি খাবেন না?'

'আমি আজ লেটলাঞ্চ করেছি। তুমি খাও।'

একটা পরোটা আর একটু মাংস খাওয়ার পর কাজের লোকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবেন না কফি?'

'কিছু না।' শবনম উঠে ঘরে ফিরে গিয়ে বেসিনে মুখ ধুয়ে নিল। এত নরম পরোটা আর সুস্বাদু মাংস সে আগে কখনো খায়নি। সকালের সঙ্গে সন্ধের কোনো মিল নেই।

ঘড়ির দিকে তাকাল সে। দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়ির সোনালি পেন্ডুলাম এপাশ-ওপাশে নড়ছে। এখন সন্ধে সাড়ে সাতটা। মনকাড়াতে এই সময়টায় চারপাশ নিঝুম হয়ে যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ল শাহিনের কথা। সে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল শমীক সেই আগের মতো ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে আছে। শমীক বললেন, 'এস, পাঁচ মিনিট গল্প করি। তোমার মা চলে

www.allbdbooks.com

গেছেন? ভাইকে কোথায় রেখে এসেছ?'

'মিন্টু বাউলের বাড়িতে।'

'ও।'

'আচ্ছা, আপনি শাহিন নামের কাউকে চেনেন?'

হাসল শমীক, 'এই ঢাকা শহরেই আমি অন্তত ছয়জন ছেলেকে চিনি যাদের নাম শাহিন। কেন বলো তো?'

'আমি যে-বাসে ঢাকায় এলাম সেই বাসে একজন আসছিল। বাস থেকে নামার পর আমি কন্ডাক্টরকে আপনার কথা বলাতে সে বলল আপনি সেগুনবাগিচায় থাকেন।' শবনম বলল।

'কন্ডাক্টারকে আমার কথা বলতে হলো কেন?'

'আমি তো প্রথম এলাম। কিছুই চিনি না। আপনার বাড়িতে আসব, তাই কন্ডাক্টারকে বলছিলাম—!'

'পাগল। এখানকার বাস কন্ডাক্টার নাম শুনে বাড়ি বলে দেবে ভাবলে কী করে। আমি কেন, হুমায়ুন আহমেদের নাম বললেও ওরা বলতে পারত না।'

রাগ হয়ে গেল শবনমের, 'কেন? হুমায়ুন আহমেদ কি খুব বড় লোক?'

'আরে, তিনি তো অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। আচ্ছা, তুমি কলকাতায় গিয়ে একটা রিকশাওয়ালাকে যদি জিজ্ঞাসা করো রবিঠাকুরের বাড়ি কোথায়, তাহলে সে কি বলতে পারবে?'

'আপনি না শুনে আমাকে বকছেন! কন্ডাক্টার বলতে পারেনি। ঠিকানা জানতে চাইল। আমি কাগজ বের করে ঠিকানা বলার আগেই পাশ থেকে শাহিন বলল, উনি সেগুনবাগিচায় থাকেন। তারপর বলল, সে নাকি আপনার কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে টিভির জন্যে নাটক লিখেছে।' শবনম বিশদে বলল।

'ও, তাই বলো! কবি কাম নাট্যকার শাহিন! ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল? ও নিশ্চয়ই তোমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যায়নি, তাহলে আমার মাথার পোকা বের না করে যেত না।'

'না। উনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে আসতে হবে। আচ্ছা, উনি তাহলে কবিতাও লেখেন?' শবনম বলল।

'কবিতাও লেখেন, মানে?'

'বাসে বসে উনি একটা কবিতার বই পড়ছিলেন। কবির নাম শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আমি কখনো ওইরকম নাম শুনিনি।'

'কী?' চিৎকার করে উঠল শমীক, 'তুমি শক্তির নাম শোননি? তুমি বাংলা

www.allbdbooks.com

ভাষায় কবিতা লেখ? ছি ছি, দয়া করে আর কাউকে এই কথা বলবে না। জীবনানন্দ দাশের পর প্রথম তিনজন কবির নাম বললে ওঁর নাম বলতে হয়।' শমীক বিরক্ত।

'আমি যদি ওঁর কবিতা গ্রামে না পড়তে পাই তাহলে কী করব?' মাথা নাড়ল শমীক। ঠোঁট কামড়াল। তারপর চোখ বন্ধ করল। তারপর আবৃত্তি করল,

'বৃষ্টি পড়ে এখানে বারো মাস
এখানে মেঘ গাভীর মতে চরে
পরাণমুখ সবুজ নালি ঘাস
দুয়ার চেপে ধরে—'অবনী বাড়ি আছো?'
আধেক লীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়া নাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

আপ্লুত হলো শবনম, 'অপূর্ব। আপনার কাছে ওঁর বই আছে?'

'আছে। শমীক উঠে ভেতরের ঘরে চলে গেল। শবনমের মনে পড়ল, মনকাড়ার আকাশে বাদল-বিকেলে ভারী মেঘ যখন ধীরে ধীরে এগোত তখন সে অনেক ভেবেও জুতসই উপমা খুঁজে পায়নি। এই কবির বর্ণনার সঙ্গে কী চমৎকার মিলে গেল। এখানে মেঘ গাভীর মতো চলে। গাভী, গরু নয়। গাভী মানে আসন্ন সন্তানসম্ভবা গরু। যার চলনে স্থূলতা।

শমীক ফিরে এল। তার হাতে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বই। দিয়ে বলল, 'পড়ার পর আমাকে বোলো কেমন লাগল!'

মাথা নেড়ে বইয়ের পাতা খুলল, 'উনি কলকাতায় থাকেন?'

'থাকতেন। অল্পবয়সেই গত হয়েছেন।'

'এই বইটা উনি আপনাকে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। দয়া করে পড়ে ফেরত দেবে।' শমীক হাসল, 'ও হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা বলছি। আমার সঙ্গে শামসুদ্দিন ভাইয়ের কথা আগেই হয়ে ছিল। উনি শুধু ধনী ব্যবসায়ী নন, সাহিত্যের খুব নিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। তোমার কথা শুনে বলেছেন তুমি স্বচ্ছন্দে ওঁর ওখানে গিয়ে থাকতে পার। কোনো পত্রিকায় তোমার চাকরির ব্যবস্থা উনিই করে দেবেন।'

'কিন্তু আমি ওঁকে চিনি না, উনিও আমাকে দ্যাখেননি—।'

'উনি তোমার কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন বলেই প্রস্তাব দিয়েছেন।'

www.allbdbooks.com

'কিন্তু—।'

'তোমার বয়সী ওর এক নাতনি আছে। সে আসবে।'

'আপনার এখানে থাকলে অসুবিধে হবে?'

'অসুবিধে হবে কেন? তোমার অস্বস্তি হতে পারে। আমার এখানে কোনো মহিলা নেই। তাছাড়া সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন আমি করি না। সেটা তোমার অপছন্দের হতেই পারে।'

'না হবে না।' মাথা দোলাল শবনম।

'বুঝতে পারছি। তুমি ওঁকে চেনো না বলে যেতে চাইছ না। কিন্তু কদিন আগে তুমি আমাকেও চিনতে না।'

'আমি কাল ওঁর সঙ্গে দেখা করলে হয় না?'

হেসে ফেলল শমীক। তারপর ফোন তুলে ডায়াল করল, 'শমীক বলছি। পাখি এসেছে? ভালোই হয়েছে। মেয়েটা একটু—? মানে সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে তো। থাক আজকে এখানে। কী বলেন।' ফোন রেখে দিল সে।

শবনম বুঝতে পারল তাকে এখানে আশ্রয় দিতে শমীকের অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু অসুবিধে কীসের তা সে বুঝতে পারছিল না। এতগুলো ঘর, কাজের লোক রয়েছে, ওঁর অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণের চেয়ে ভালো, তাহলে?

ফোন রেখে দিয়ে শমীক বলল, 'পাখির সঙ্গে আলাপ হলে তোমার ভালো লাগবে।'

'আমার চাকরির—।' বলে থেমে গেল শবনম।

'পাকা তো হয়েই গিয়েছিল। তুমিও চিঠি পেয়েছিলে। কিন্তু তোমার মা মারা গেলেন বলে যেহেতু সময়মতো আসতে পারলে না, ওরা আর অপেক্ষা করল না। কাজের অসুবিধে হচ্ছিল বলে লোক নিয়ে নিয়েছে।' শমীক বলল।

'তাহলে?'

'আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন? এসেছ যখন ফিরে যাবে না খালি হাতে। চাকরি তোমার হবেই। সামসুদ্দিনভাই তো কথাই দিয়েছেন। তা এর মধ্যে নতুন কী কবিতা লিখলে বলো? নিয়ে এসেছ তো সঙ্গে করে?

www.allbdbooks.com

'আমি আর কবিতা লিখিনি।'

'সেকি? কেন?'

'মনে আসেনি। মনে না এলে জোর করে লিখতে পারি না।'

'কবিদের ওটাই সুবিধে। আমাকে তো চাপ থেকে বাঁচার জন্যে কলম খুলে লিখতে লিখতে গল্প ভাবতে হয়। যাক গে, তুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো, বইটা পড়তে পার, ইচ্ছে করলে টিভিও দেখতে পার। যখন খেতে ইচ্ছে করবে করিমকে বলবে। ও খাবার দিয়ে যাবে ঘরে। আজ রাত্রে আর আমাদের দেখা বা কথা হবে না। কাল সকালে আবার গল্প করব। যাও।' বলে নিজেও উঠে দাঁড়াল শমীক।

ঘরে চলে এল শবনম। শমীক কেন বললেন আজ রাত্রে দেখা বা কথা হবে না, সেটা সে বুঝতে পারছিল না। উনি কি এখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন? কোনো নেমন্তন্ন আছে? নিশ্চয়ই তাই। নইলে রাত্রের খাওয়ার সময় একসঙ্গে খেতেন। সে আজ এই বাড়ির অতিথি। অতিথির সঙ্গে বসে খাওয়াই তো উচিত। আগে থেকে নেমন্তন্ন নেওয়া থাকলে উনি কী করবেন? যে-চিঠি সে পোস্ট করেছিল তা নিশ্চয়ই এখনো এ বাড়িতে আসেনি। বাসস্ট্যান্ডে শাহিন তাই বলেছিল। অথচ শমীকভাই একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না কেন চিঠি না দিয়ে সে চলে এল? মানুষটা ভালো।

চেয়ারে বসে কবিতার বই খুলল সে। দুটো কবিতা পড়ার পর সে কি রকম নিঃসাড় হয়ে গেল! কী অসাধারণ লাইন! এর কাছাকাছি একটা লাইনও সে লিখতে পারেনি। একটা জায়গা, খুব হালকা মনে হবে পড়লে, কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই বুকের ভার বেড়ে যায়। একটু জোরে পড়ল সে লাইনগুলো, 'তুমি আছ দূর পরপারে/ সেখানে কখন ট্রেন থামে/ তোমাদের দোকান কেমন/তোমাদের বাজার কেমন/ আছে টেলিফোন, কাছা দেয় মদের দোকানে?'

এই মদের দোকানে কাছা দেওয়া বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? আগের লাইনগুলো সরল, সাদা সাপটা। কবিতা বলে মনে হয় না। কিন্তু যেই শেষ লাইনটা পড়া হয়, অমনি কুয়াশারা উঠে আসে শব্দগুলো থেকে।

কবিতার বই মুড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে।

দরজায় কেউ শব্দ করছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল শবনম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতে পারেনি। দরজায় আবার কেউ টোকা মারল। কে? শমীক

www.allbdbooks.com

তো বাড়িতে নেই। তাহলে? সেই লোকটা যার নাম করিম? লোকটা বদ নয় তো? ঘড়ির দিকে তাকাল সে। পৌনে দশটা। সে জিজ্ঞাসা করল, কে?'

একটু ফাঁক হলো দরজা, 'আপা, আমি করিম।'

'কী চাই?' শক্ত হয়ে বলেছিল শবনম।

'দশটা বাজে। খাবার দিই?'

সঙ্গে সঙ্গে সহজ হয়ে গেল শবনম। সে খাট থেকে নেমে দরজা খুলল, 'আমি কিন্তু বেশি খেতে পারব না।'

'ইলিশ মাছ আর ভাত। আপনার জন্যে রাঁধলাম। সাহেব তো রাত্রে কিছু খান না। যা পারেন তাই খাবেন। ঘরে দেব না টেবিলে?' করিম জিজ্ঞাসা করল।

'টেবিলে।'

'আসুন।' টেবিলে কয়েকটা ঢাকা দেওয়া চিনেমাটির পাত্র ছিল। সেখান থেকে তুলে তুলে থালা প্রায় ভরে ফেলল করিম।

মাথা নাড়ল শবনম, 'আমি এর সিকিভাগ খাই!'

ইলিশডাল, ইলিশভাপা, বেগুন দিয়ে ইলিশের ঝোল আর ভাত। কমিয়ে কমিয়ে যেটুকু থাকল তাই অনেক বলে মনে হলো শবনমের।

খেতে আরম্ভ করে শবনম জিজ্ঞাসা করলল, 'সাহেব কখন ফিরবেন?'

'ফিরবেন মানে? তিনি তো কোথাও যাননি।'

অবাক হলো শবনম, 'তাই? আমি ভাবলাম তখন আমাকে একা খেয়ে নিতে বললেন কারণ ওঁর নেমন্তন্নে যাওয়ার আছে।'

হাসল করিম, 'সেটা তো প্রায়ই থাকে। কিন্তু বাসায় থাকলেও তিনি রাত্রে খান না।'

'সারারাত উপাস করে থাকেন? কেন?'

'ঠিক উপাস না। টুকটাক খেতে খেতে পেট ভরে যায়।'

'টুকটাক মানে?'

'শসা, কাজুবাদাম। আপনি আজ এখানে থেকে গেলেন বলে আমার খুব ভালো লাগছে। সাহেব যখন লেখেন, তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। সন্ধের পরে বাসায় ডাকাতি হলেও ওঁর ঘরে ঢোকা যাবে না।'

'কেন?'

মুখ নামাল করিম। তারপর বলল, 'সাহেব পছন্দ করেন না।'

'উনি কি তখন লেখালেখি করেন?'

www.allbdbooks.com

'না না। রাত্রে সাহেব লেখেন না।'

'তাহলে শুধু শসা আর কাজুবাদামেই ওঁর রাতের খাওয়া হয়ে যায়?'

'হুঁ।'

করিমের মুখ দেখে শবনমের মনে হলো ওর কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে। তাই দ্রুত খাওয়া শেষ করল সে।

'আপা, দুটো মিষ্টি দেব?'

'না না।' উঠে দাঁড়াল শবনম, 'আমি তাহলে ভেতরে যাই?'

'ওই যে, ওখানে বেসিন আছে।' ঘরের একটা দিক দেখিয়ে দিল করিম। সেদিকে গিয়ে ছোট্ট প্যাসেজ দেখতে পেল শবনম। তার শেষে হাত ধোওয়ার জন্যে বেসিন রয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে এলে করিম বলল, 'যান, শুয়ে পড়ুন।'

শবনম ঘরের দিকে এসেছিল, করিম নিচু গলায় ডাকল, 'আপা!' শবনম তাকাল। করিম জিজ্ঞাসা করল, 'সাহেব কি আপনাকে কাল এখান থেকে চলে যেতে বলেছেন?'

'কেন? একথা কেন?' শবনম একটু অবাক হলো।

'আপনি এখানে থাকলে ভালো লাগত।'

'আমার তো কোনো হাত নেই। উনি যা বলবেন তাই করতে হবে।'

মাথা নেড়ে থালা গ্লাস তুলতে লাগল করিম। শবনম ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। তার মনে হলো করিম লোকটা ভালো কিন্তু ও কোনো সমস্যার মধ্যে আছে। মাথা নাড়ল সে। এসব ভেবে কী হবে? সে তো এখানে একরাত্রের জন্যে এসেছে। শমীক আগামিকাল সামসুদ্দিন নামের কারো বাড়িতে যেতে বলবে। এই বাড়িতে আসতেই তার খুব সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু শমীক একজন খ্যাতনামা লেখক, বাড়িটা সাহিত্যের বাড়ি হবে ভেবে সেই সঙ্কোচ সে কাটিয়ে উঠেছিল। ঢাকায় আসার পর আর প্রতিবাদ করার কোনো যুক্তি নেই। শবনম ভেবে নিল, ওই সামসুদ্দিনের বাড়িতে গিয়ে যদি কোনো অসুবিধে হয় তাহলে সে তৎক্ষণাৎ মনকাড়ার বাস ধরবে। ফিরে যাওয়ার জন্যে রিকশা এবং বাসভাড়া তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

বাথরুমে ঢুকে পরনের কামিজ সালোয়ার ধুয়ে হ্যাঙারে মেলে দিয়ে সে রাতের জন্যে একটু পুরনো সালোয়ার কামিজ পরে নিল। কেচে দেওয়া পোশাক নিশ্চয়ই কাল সকালের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

ঘরের দরজা বন্ধ। জানালাও। হঠাৎ একটু চাপ অনুভব করল সে। এরকম বন্ধ ঘরে থাকার অভ্যেস তার নেই। সে খাটের মাথার দিকের জানালা নিঃশব্দে

www.allbdbooks.com

খুলল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক বাতাস ঘরে ঢুকে পড়ল। আঃ। এদিকটা বাড়ির পেছনে। ওপাশের বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা। শুধু দোতলার একটি ঘরে আলো জ্বলছে। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে একটু ভাবল সে। চোর আসবে না তো। জানালায় অবশ্য গ্রিল আছে, কিন্তু সেটা খুলতে চোরদের আর কতটা সময় লাগে। কিন্তু খুলতে গেলে নিশ্চয়ই একটু শব্দ হবে। তার ঘুম খুব পাতলা। সেই শব্দে ভেঙে যাবেই। তবু শোওয়ার আগে গ্রিলটা কতখানি শক্ত দেখার জন্যে জানালায় এল। ওটা বেশ শক্ত দেখে খুশি হয়ে ওপাশে তাকাতে সে থরথর করে কেঁপে উঠল। ওই বাড়ির দোতলার আলো জ্বলা ঘরে একটি পুরুষ এবং নারী পরস্পরকে চুমু খাচ্ছে। দুজনের শরীরে কোনো পোশাক নেই। দ্রুত বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ ঢাকল শবনম। একি নির্লজ্জ ব্যাপার। এত রাত্রে বাড়ির ভেতর যখন ওটা করছে তখন নিশ্চয়ই প্রেমিক-প্রেমিকা নয়। জানালা খোলা রয়েছে তা কোনো স্বামী-স্ত্রী ভাববে না? তারপর খেয়াল হলো, ওই জানলার এপাশে তো শুধু এই ঘর। ঘরের জানালা বোধহয় সবসময় বন্ধ থাকে। ফলে ওদের দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেনি। আর বোঝাই যাচ্ছে, এই ঘরে যখন আলো জ্বলছিল তখন ওরা নিজেদের ঘরে ঢোকেনি অথবা এদিকে তাকায়নি। তারপরেই চিন্তাটা মাথায় এল।

হোক স্বামী, কোনো নারী কী করে তার সামনে বিবস্ত্রা হতে পারে। আলিঙ্গন বা চুম্বন বিবাহিত জীবনে করা স্বাভাবিক, কিন্তু নারী তার সম্ভ্রমের কথা চিন্তা করবে না? বিবাহিত জীবনের কত বছর পর্যন্ত স্ত্রী ওইরকম বিবস্ত্রা হয়ে স্বামীকে আদর করতে পারে? মনকাড়ার আমিনা চাচির বাচ্চা হয়েছিল একচল্লিশ বছর বয়সে। প্রৌঢ়া তো বটেই, আরো বয়স্কা দেখাতো তাকে। ওই বয়সে কি আমিনা চাচি বিবস্ত্রা হয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হত?

মাথার ভেতর ভোঁ ভোঁ করতে লাগল শবনমের। অন্ধকারেই উঠে বাথরুমে গিয়ে বেসিনের কল খুলে ঘাড়ে মুখে জল মাখল সে।

ঘুম ভেঙেছিল অনেক দেরিতে। বাথরুমে ঢুকে পরিচ্ছন্ন হয়ে দেখল কাল রাত্রের কেচে দেওয়া পোশাক শুকিয়ে গিয়েছে। সেটাই পরে নিয়ে ঘরে ফিরে আসতেই জানালার দিকে তাকাল। নিজেকে আড়াল করে সন্তর্পণে জানালাটা বন্ধ করে দিল শবনম।

www.allbdbooks.com

দরজা খুলে বাইরে বেরুতেই করিম দাঁত বের করে হাসল, 'ভালো ঘুম হলো?'

'হ্যাঁ।'

'সাড়ে আটটা বাজে। ভাবলাম ঘুমান আপনি, ডাকব না।'

'সেকি! এত বেলা হয়ে গেছে?' লজ্জা পেল শবনম।

'অতদূর থেকে এসেছেন, শরীর ঠিক ছিল না, বসুন, চা দিই।'

'চা? না, আমি একগ্লাস পানি খাব।'

সঙ্গে সঙ্গে সেটা এগিয়ে দিল করিম। চেয়ারে বসে গ্লাস খালি করে শবনম জিজ্ঞাসা করল, 'সাহেব এখনো ওঠেননি?'

একগাল হাসল করিম, 'সাহেব তো ওঠেন ভোর পাঁচটায়। একঘন্টা হেঁটে এসে লিখতে বসেন। তখন আমি তাঁকে এক কাপ চা আর বিস্কুট দিই। সকাল নটা পর্যন্ত লেখেন। এখন লিখছেন।

'কত রাত্রে শুয়েছেন উনি?'

'জানি না, যখনই শোন পাঁচটায় ঠিক উঠে পড়েন।'

শমীকের প্রতি সম্ভ্রম বাড়ল শবনমের।

টেবিলের ওপর রাখা তিনটে খবরের কাগজের মধ্যে থেকে একটা তুলে সে চোখ রাখল। মানুষের সমস্যা কত রকমের। গোয়ালন্দের এক বৃদ্ধ একাশি বছর বয়সে বারো বছরের মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন বলে তার নাতিরা তাঁকে ঘরে গৃহবন্দি করে রেখেছে। শবনমের মনে বৃদ্ধের চেয়ে মেয়েটির বাবা-মায়ের কথাই প্রবল হলো। কতখানি দরিদ্র হলে বাবা-মা এমন বিয়েতে সম্মতি দিতে পারেন। নিশ্চয়ই ওই বৃদ্ধ তাঁদের প্রচুর টাকার লোভ দেখিয়েছিল। পৃথিবীর বেশিরভাগ অপরাধ হয় তিনটে কারণে। অহংকার, ঈর্ষা এবং লোভ। সেইসঙ্গে দারিদ্র।

'এই যে সুপ্রভাত! কেমন ঘুম হলো তোমার?' নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল শমীক।

'ভালো।'

'কাল রাত্রে ভালোভাবে খেয়েছ তো?'

হঠাৎ দুষ্টুমি করার ইচ্ছে হলো শবনমের, 'না।'

'সেকি? করিম?'

'করিমের কিছু করার নেই। যখন শুনলাম আপনি রাত্রে কিছু খাবেন না, তখন ভালোভাবে খাওয়ার ইচ্ছেটা চলে গিয়েছিল।'

www.allbdbooks.com

'আর কী শুনেছ?'

'আপনি শুধু শসা আর কাজুবাদাম খেয়ে রাত কাটান।'

'আর?'

'আর কিছু করিম বলেনি।'

একটু ভাবল শমীক। তারপর বলল, 'তুমি এখন মনকাড়া গ্রামে নেই। ঢাকায়, এসেছ। কয়েকদিনের মধ্যে অনেক কবি-লেখকের সঙ্গে আলাপ হবে। তাদের কথাবার্তা জীবনযাপনের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হবে তোমাকে।'

'বুঝলাম। কিন্তু এর সঙ্গে আপনার রাত্রে না খাওয়ার কী সম্পর্ক?'

'আমি বুঝতে পারছি না, শুনলে তোমার ভালো লাগবে কি না।'

'আপনি যখন ভালো ভেবে কিছু করছেন তখন আমার খারাপ লাগবে কেন?'

এইসময় বেল বাজল। ওরা যখন কথা বলছিল তখন করিম আড়ালে চলে গিয়েছিল। এবার দৌড়ে এসে বলল, 'সামসুদ্দিন সাহেবের নাতনি এসেছে।'

'পাখি? কী কাণ্ড। নিয়ে আয়।'

করিম চলে গেলে শমীক নিজের মনেই বলল, 'ঢাকার সবাই জানে আমি সকালে লিখি। তুমি আছ তাই তাড়াতাড়ি শেষ করেছি। আসার আগে একটা ফোন করে নেবে তো!'

'কাল এঁর কথা বলছিলেন?' শবনম আড়ষ্ট হলো।

'হ্যাঁ। মেয়েটি খুব ভালো।'

করিমের সঙ্গে পাখি ঢুকল, 'কেমন আছেন চাচা?'

'ভালো। তুমি কেমন?' শমীক জিজ্ঞাসা করল।

'একদম ভালো না। চারপাশে এত সমস্যা যে ভালো থাকতে পারি না।'

'যেমন?'

'কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব? আপনি শবনম?'

শবনম মাথা নাড়ল।

'আমি পাখি।' হাত বাড়াল সে। শবনমের হাত ছুঁয়েই ছেড়ে দিয়ে বলল, আমার গ্র্যান্ডফাদার তো আপনার কবিতা পড়ে বোল্ড আউট। কিছু মনে করবেন না, আমি কবিতা বুঝি না, তাই পড়ি না।'

শবনম হাসল, 'আসলে আপনি বুঝতে চান না তাই পড়েন না।'

'ওয়েল। আপনি এরকম বলতে পারেন। কবিতা ছাড়া পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে যা নিয়ে আগে মাথা ঘামানো উচিত। আপনি তো আমাদের বাড়িতে

www.allbdbooks.com

যাবেন! চলুন তাহলে।' পাখি বলল।

'আরে! এসেই যাই যাই করছ কেন? চা খাবে তো?' শমীক বলল।

'না। কফি। দুধছাড়া, চিনি থাকবে।' পাখি বলল।

'তুমি এখন কী করছ পাখি?' শমীক জিজ্ঞাসা করল।

'এতদিন কিছুই করছিলাম না। এবার করব।'

'কী?'

'আমাদের গ্রামে যাব। ওখানে মেয়েরা এখনো এক্সপ্লয়টেড হচ্ছে। ওরা ভাবে কোনোমতে ঢাকায় এসে গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়ে গেলে জীবন সার্থক হয়ে যাবে। কিন্তু কটা মেয়ে আসতে পারে? আর যারা আসে তাদের কজন ভালো আছে? তবু এরা টাকা পাচ্ছে। যারা আসতে পারছে না, তাদের অবস্থার কথা কেউ এতদিন ভাবেনি। আমি ওদের নিয়ে কিছু করতে চাই।' পাখি বেশ জোর দিয়ে বলল।

'সামসুদ্দিন সাহেব রাজি আছেন?'

'তাঁকে রাজি হতে হয়েছে। আমিই জোর করেছি।'

'কী রকম?'

'তিনি যদি তাঁর ছেলেদের স্বেচ্ছাচার মেনে নিতে পারেন, অথবা বাধ্য হন, তাহলে আমার এই ভালো ইচ্ছেটাকে কেন মানবেন না? আমি মেয়ে বলে আপত্তি তুলছিলেন। তর্ক করে হেরে গেছেন।' হাসল পাখি।

পাখির কথা শুনতে বেশ ভালো লাগছিল শবনমের। তারই বয়সী মেয়েটি। হয়তো এক আধ বছর ছোট হতে পার। কিন্তু স্পষ্ট কথা বলে। এরকম তেজ কোনো মেয়ের মধ্যে দ্যাখেনি সে।

কফি নিয়ে এলো করিম। তিন কাপ। মুখে দিয়ে পাখি বলল, 'বাঃ।' তারপর শবনমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে কী বলব?'

'শবনম।'

'আমাকে পাখি বলে ডাকবেন। আজ দুপুরে আমাদের বাড়িতে আপনার লাঞ্চ। তারপর আপনাকে গেস্ট হাউসে নিয়ে যেতে হবে।'

শবনম অবাক হলো, 'গেস্ট হাউসে!'

'আমাদের বাড়িতে প্রচুর লোক। আমি কারো সঙ্গে রুম শেয়ার করতে পারি না। গ্র্যান্ডফাদারের ঢাকায় দুটো গেস্ট হাউস আছে। একটা বনানীতে, অন্যটা গুলশানে। আপনাকে গুলশানের গেস্ট হাউসে নিয়ে যেতে হবে।'

'কোনো অসুবিধে হবে না তো?' শমীক জিজ্ঞাসা করল।

www.allbdbooks.com

'এটা ওঁর ওপর নির্ভর করবে।'

'কেন?'

'উনি যদি সন্ধের পর ফিরতে চান এবং সঙ্গে গাড়ি না থাকে তাহলে বিপদ ডেকে আনবেন।' পাখি বলল।

মাথা নাড়ল শমীক, 'হ্যাঁ। এটা ঠিক কথা। তুমি যেখানেই যাও, সন্ধের মধ্যে তোমাকে ফিরতে হবে।'

'দ্বিতীয়ত, ঘরে ঢুকলে কেউ নক্ করলেও রাত্রে দরজা খুলবেন না।'

'কেন?' শবনম জিজ্ঞাসা করল।

'আপনার মতো সুন্দরী মেয়ের কাছে কেন লোকে আসবে? চাচা কিছু মনে করবেন না কথাটা বললাম বলে।'

শমীক বলল, 'কিন্তু গেস্ট হাউসে কেয়ারটেকার, চৌকিদার থাকে। বাইরের লোক ঢুকে দরজায় নক্ করার সুযোগ পাবে কী করে?'

'বাইরের লোক পাবে না। কিন্তু লোক যদি ভেতরের হয় তাহলে?' হাসল পাখি, 'এসব ব্যাপার গ্র্যান্ডফাদার জানেন, আমার এক আত্মীয়া আমাদের বাড়িতে কিছুদিনের জন্যে এসেছেন। তিনি চলে গেলেই তাঁর ঘরে গ্র্যান্ডফাদার শবনমকে নিয়ে আসবেন।'

শবনম তাকাল শমীকের দিকে। পাখি বলল, 'আমি একটা কথা বলি। আমাদের আত্মীয়া চলে না যাওয়া পর্যন্ত শবনমকে এখানে রাখতে অসুবিধে আছে?'

'না—মানে—।' শমীক দ্বিধাগ্রস্ত।

'আমি জানি। গ্র্যান্ডফাদার আমাকে বলেছেন। এই বাড়িতে আর কোনো মহিলা নেই, আপনি রোজ রাত্রে ড্রিঙ্ক করেন এবং সেটা ইনি অপছন্দ করতে পারেন, তাই গ্র্যান্ডফাদার ওঁকে নিজের কাছে রাখতে চান। তাই তো?'

শবনম অবাক হয়ে শমীকের দিকে তাকাল। পাখি বলল, 'শবনম, এখন যেসব ভদ্রলোক ড্রিঙ্ক করেন তাঁরা নিজেদের সংযত রাখতে জানেন। বরং যাঁরা করেন না তাঁরা অনেক বেশি অসৎ আচরণ করতে পারেন। বলো, তুমি কী করবে?'

www.allbdbooks.com

হতভম্ব হয়ে গেল শবনম। সন্ধেবেলায় শমীক ঘরের দরজা বন্ধ করে মদ্যপান করেন? মনকাড়ার কিছু লোক ভাটিখানায় গিয়ে মদ খায়। তারা মাতলামি করে। কেউ কেউ রাস্তার গড়াগড়ি করে। এখনো তাদের দেখলে ভয় পায় শবনম। ভদ্রজনেরা তাদের ঘৃণা করে। অনেকের সংসার অর্থাভাবে ভেঙে পড়েছে। সন্তানের খাবারের বদলে নেশার মদের জন্যে লোকগুলো টাকা খরচ করতে কুণ্ঠিত হয় না। আগে মা বলত, এই লোকগুলো মরার পর নির্ঘাৎ দোজখে যাবে। শমীক সেই শ্রেণির মানুষ?

করিম বলেছিল, সাহেব রাত্রে কিছু খান না। উপোস করেন না কারণ শসা, কাজুবাদাম খেয়ে থাকেন ওই সময়ে। অর্থাৎ ঘরে বসে মদ্যপান করেন শমীক। মনকাড়ার মাতালরা কেউই ঘরে বসে মদ খেত না। সেই সাহস তাদের ছিল না। বাড়ি ফিরে তারা অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাতো। কিন্তু করিম বলেছে, সাহেব তো ওঠেন ভোর পাঁচটায়। একঘন্টা হেঁটে এসে লিখতে বসেন। এই জায়গাটায় মনকাড়ার মাতালদের থেকে আলাদা হয়ে আছেন শমীক। শবনম পাখির দিকে তাকাল।

'ওরে ফাদার। আপনি অত কী ভাবছেন? না, আপনি থাক। চটপট বলো, তুমি এখানে ফিরে আসতে চাও, না গুলশানের গেস্ট হাউসে গিয়ে থাকবে?' পাখি এগিয়ে এসে শবনমের হাত ধরল।

'আমাকে নিয়ে আপনাদের খুব সমস্যা হচ্ছে বুঝতে পারছি।'

শমীক এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। বলল, 'শবনম, তুমি সামসুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করো। তিনি যেখানে থাকতে বলবেন সেখানেই থাকা ভালো।'

'বেশ। আমি তাহলে আমার জিনিসপত্র নিয়ে আসি।'

পাখি মাথা নেড়ে হাত ছেড়ে দিল।

এই একটা ঘরে চব্বিশ ঘণ্টাও সে থাকেনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই ঘর তাকে নিরাপদ আরামে রেখেছিল। জানালাটা খুলে দিল শবনম। ওপাশের বাড়ির জানালা বন্ধ। গতরাতের চরিত্রদুটো এখন আড়ালে। সামান্য যা বাইরে

www.allbdbooks.com

ছিল ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে তৈরি হয়ে নিল সে। এই সময় ভেজানো দরজায় শব্দ হলো। শবনম জিজ্ঞাসা করলো, 'কে?'

'আমি করিম।'

শবনম দরজা খুলতেই করিম একগাল হাসল, 'তাড়াহুড়া করবেন না আপা। আপনার এখান থেকে যেতে দেরি আছে।'

'মানে?'

'পাখিআপার একটা টেলিফোন এসেছে। ওঁর এক বন্ধুর মোটরবাইক অ্যাকসিডেন্ট করেছে। উনি হাসপাতালে যাচ্ছেন। আপনাকে পরে এসে নিয়ে যাবেন।'

'ও। পাখি চলে গেছে?'

'হ্যাঁ। আপনি সাহেবের সঙ্গে কথা বলুন।'

বাইরের ঘরে এল শবনম। সেখানে কেউ নেই। শমীক সম্ভবত নিজের ঘরে চলে গেছে। এই সময় বেল বাজল। দরজা খোলা উচিত বলে ভাবল শবনম। কিন্তু তার আগেই করিম ভেতর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে দরজা খুলেই বলল, 'ও, আপনি।'

'শমীকভাই আছেন?'

'আছেন। ভেতরে আসেন।'

শবনম ফিরে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই শুনতে পেল, 'যাক, আপনি ঠিকঠাক এখানে পৌঁছাতে পেরেছেন।'

মুখ ফিরিয়ে শবনম দেখল শাহিন দাঁড়িয়ে আছে। খদ্দরের পাঞ্জাবি, পাজামা, কাঁধে ব্যাগ আর মুখে অগোছালো দাড়ি। চোখে চশমা। মুখে হাসি।

'হ্যাঁ। পৌঁছে গিয়েছিলাম।'

'আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছি বাংলাদেশের ভাবীকালের অন্যতম কবি কাল ঢাকায় পা রেখেছেন। কেউ বিশ্বাস করেনি, ভেবেছে চাপা মেরেছি।' এগিয়ে এসে সোফায় বসে পড়ল শাহিন।

'তোমাদের তো আগেই পরিচয় হয়েছে।' শমীক ঘরে ঢুকল।

উঠে দাঁড়াল শাহিন, 'ঠিক পরিচয় নয় স্যার। আমি জানতে পেরেছিলাম উনি আপনার বাড়িতে আসছেন।'

'ওই হলো। বসো শবনম। বসো শাহিন, কী খবর?' শমীক বসল।

'আপনাকে নাট্যরূপটা দিয়ে যেতে চাই।'

'এখন আমার সময় নেই পড়ার। তাছাড়া তুমি তো ভালোই লেখো। আমার

www.allbdbooks.com

না পড়লেও চলবে।' শমীক বলল।

'কিন্তু চ্যানেল মানতে চায় না। স্ক্রিপ্টের ওপর আপনার সই দেখলে ভাবে আপনি অ্যাপ্রুভ করেছেন। সই না থাকলে ফেলে রাখে।'

'দাও ওটা।'

ব্যাগ থেকে একটা ফাইল বের করে শাহিন এগিয়ে দিলে শমীক সেটা খুলে পাতাগুলো দেখল। তারপর বলল, 'দিন সাতেক লাগবে।'

'সাতদিন?' মাথা নাড়ল শাহিন, 'একটু তাড়াতাড়ি হবে না?'

'তাহলে এখনই সই করে দিই?'

'আপনি না পড়ে সই করলে আমার খারাপ লাগবে স্যার।'

দুই মুহূর্ত ভাবল শমীক। তারপর বলল, 'শবনম, তুমি তো এখন কিছু করছ না। পাখি যে কখন আসবে তা সে নিজেও জানে না। তুমি একটু কষ্ট করে শাহিনের লেখা নাটকটা পড়ে ফ্যালো। যেসব জায়গা ভালো লাগবে না তা পেনসিলে দাগ দিয়ে রেখ। নাও!'

'আমি—আমি তো কখনো একাজ করিনি।'

'জানি। কিন্তু গল্পের বই তো পড়। সেটা পড়ার সময় ভালো লাগা অথবা মন্দ লাগা তো তৈরি হয় মনে। সেটাই আমি চাইছি।' শমীক বলল। শাহিন হাসল, 'এখন আপনার ওপর আমার এমাসের ভাগ্য নির্ভর করছে।'

'মানে?' অবাক হলো শবনম।

শমীক বলল, 'প্রত্যেক মাসে একটা উপন্যাস বা গল্পের নাট্যরূপ বিভিন্ন চ্যানেলে দিয়ে যে-টাকা শাহিন পায় তাই ওর এখন একমাত্র রোজগার।'

শাহিন উঠে দাঁড়াল, 'তাহলে কখন আমি খবর নেব স্যার?'

'সন্ধের আগে ফোন কোরো। শবনম সামসুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে কথা আছে। ইনফ্যাক্ট, ওকে নিতে পাখি চলেও এসেছিল। কিন্তু ওর বন্ধুর অ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছে। তার যদি আসতে দেরি হয় এবং ইতিমধ্যে যদি শবনমের পড়া হয়ে যায় তাহলে আজ বিকেলেই ওটা পেয়ে যাবে।' শমীক উঠে দাঁড়াল।

শাহিন বিদায় নিলে স্ক্রিপ্টের ফাইল নিয়ে শবনম ঘরে চলে এলো। হঠাৎ নিজেকে বেশ দামি বলে মনে হলো তার। সে যদি খারাপ বলে, তাহলে শমীক সই দেবে না এবং শাহিনের লেখা নাটক বাতিল হয়ে যাবে।

টেবিলে ফাইল রেখে চেয়ার টেনে বসল শবনম। নাটকের নাম, 'বুকের ভেতর হৃদয়পুর'। চোখ বন্ধ করল সে। কয়েকটা শব্দ কবিতা হয়ে যাচ্ছিল

www.allbdbooks.com

একটু একটু করে। হৃদয়পুর, হৃদয়পুর, বুকের ভেতর হৃদয়পুর—! নাঃ। থাক। চরিত্রলিপি প্রথম পাতায়। চোখ বোলালো সে। পাঁচটি চরিত্র। প্রতিবাদী যুবতী, ঘোর সংসারী মহিলা, ক্লান্ত বৃদ্ধ দুজন এবং একটি যুবক যার মদ খেলেও নেশা হয় না।

একটি যুবক যার মদ খেলেও নেশা হয় না। এরকম হয় নাকি? সঙ্গে সঙ্গে শমীকের মুখটা ভেসে উঠল মনে। কাল গোটা সন্ধে—সন্ধেরাতে শমীক মদ্যপান করেছে কিন্তু তার নেশাগ্রস্ত চেহারা সে দেখতে পায়নি। আজ সকালে নিশ্চয়ই হাঁটতে গিয়েছিল এবং তারপরে যখন দেখা হয়েছে তখন শমীক একটি মার্জিত, পরিশীলিত পুরুষের মতো ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ মনকাড়ায় পরিচিত মাতালদের সঙ্গে শমীকের কোনো মিল নেই। সে শুনেছে মদ খেয়ে নেশা হলে মানুষ নাকি তার সব অভাব-দুঃখ ভুলে যায়। তাই মাতালদের মদ খাওয়ার পেছনে বড় যুক্তি হলো ওসব ভুলতে চাওয়ার জন্যেই তারা মদ খায়। অথচ শমীক চেনা মাতালদের মতো ব্যবহার করে না। যদি দুঃখ ভোলার জন্যে পান করে তাহলে সেটা কীরকম দুঃখ? শমীক বিখ্যাত লেখক। এত বড় বাড়িতে একমাত্র কাজের লোক নিয়ে থাকে। শমীক কি কোনো মেয়েকে ভালোবেসে বঞ্চিত হয়েছে? অথবা বিয়ে করেছিল যাকে সে কি দুঃখ দিয়ে ওকে ছেড়ে চলে গেছে? সেই কারণে ও নিয়ম করে ঘরের দরজা বন্ধ করে পান করে? কোথায় পায় মদ? মনকাড়ার মতো নিশ্চয়ই এখানে ভাটিখানা আছে। কিন্তু সেইসব নোংরা জায়গায় গিয়ে সুস্থ অবস্থায় শমীক মদ কিনছে এটা ভাবা যায় না। তাহলে কি করিম মদ কিনে আনে ওর সাহেবের জন্যে? একটা লোক সন্ধে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে শসা আর কাজুবাদাম দিয়ে মদ খেতে খেতে দুঃখ ভুলে থাকে না-ঘুমানো পর্যন্ত এবং পরের সকালে একদম তরতাজা হয়ে লেখালেখি করে? তখন আর দুঃখটা থাকে না? কিরকম গুলিয়ে যাচ্ছিল শবনমের। সে মাথা নাড়ল। তারপর জোর করে নাটকে মন দিল।

চল্লিশটা মিনিট লাগল নাটক পড়ে শেষ করতে। যে-যুবক পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেশায় ডুবে যেতে চেয়েছিল, সে আবিষ্কার করল মদ তাকে আক্রমণ করছে না। যে-যুবতী প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল, একসময় তার মনে হতো সে বাঘের পিঠে উঠে বসেছে। সেই পিঠ থেকে নামা সম্ভব নয়, নামলেই বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে। যে-দুই বৃদ্ধ সবসময় বেহেশতে যাওয়ার কথা চিন্তা করেন, ধর্মাচরণ করেন নিজের নিজের মতো, তাঁরা আবিষ্কার করেন অনেক কর্তব্য করে যাওয়া হয়নি। যে-সংসারী মহিলা নীরবে সংসারধর্ম পালন

MURCHONA.ORG

www.allbdbooks.com

করে চলেছেন তাঁর কোনো অভিযোগ নেই, উচ্চাশা নেই, মৃত্যুর পরে অজানায় পাড়ি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাও নেই, জীবিত অবস্থায় চারপাশের মানুষকে সুখী দেখতে চাওয়াতেই তাঁর আনন্দ।

দ্বিতীয়বার নাটকটি পড়ল শবনম। ঝরঝরে ভাষা। সুন্দর সংলাপ। হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল। কবিতায় যেমন দিশি বাংলা ব্যবহার করা হয় না, তেমনি এই নাটকের সংলাপেও করা হয়নি। তাই এই নাটক ঢাকায় বসে এখানকার চরিত্রদের নিয়ে লেখা হলেও কলকাতায় বসে লেখা বলে দিব্যি চালানো যায়। মাটি, মানুষের ছাপ নাটকে থাকবে না কেন? হয়তো এই চরিত্রগুলো সচ্ছল শিক্ষিত, কিন্তু তাঁদেরও তো নিজস্ব কিছু কথার অভ্যেস আছে। এই প্রশ্নটা শাহিনকে করা দরকার।

স্ক্রিপ্ট নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল শবনম। করিমকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সাহেব কোথায়? লেখার ঘরে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু লিখছেন না, বই পড়ছেন।'

'এই কাগজগুলো ওঁকে দিয়ে দিতে হবে।'

'আপা, আপনি গিয়ে দিয়ে আসুন না। সন্ধের পরে ওই ঘরে যাওয়া নিষেধ, এখন তো নয়। আপনি গেলে সাহেব রাগ করবেন না।' করিম বলল।

কৌতূহল তো ছিলই। শবনম পা বাড়াল। দরজার পর্দা টানা আছে। সে শব্দ করল, 'আসব?' কিন্তু সাড়া এল না। দ্বিতীয়বার শব্দের যখন একই ফল হলো তখন শবনম নিশ্চিত হলো, শমীক এই ঘরে নেই। কিংবা স্নান করছে বলে শুনতে পাচ্ছে না। তাহলে এই ঘরের টেবিলের ওপর স্ক্রিপ্ট রেখে আসা যেতেই পারে।

পর্দা সরালো শবনম। ঘরের যে-অংশ প্রথমেই চোখে পড়ল সেই জায়গাটা একেবারে ফাঁকা, একটা ফার্নিচারও নেই। ঘরের ভেতর দু-পা ফেলতেই শবনম দাঁড়িয়ে গেল। শমীক বসে আছে ইজি চেয়ারে। বসে আছে না বলে বলা যায় আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে। বুকের ওপর একটি বই উপুড় হয়ে পড়ে আছে। শমীকের চোখ বন্ধ। গভীর ঘুমে যে তলিয়ে গেছে, তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

নিঃশব্দে টেবিলে স্ক্রিপ্টের ফাইল রেখে ঘুরে দাঁড়াল শবনম। এখন সবে সকাল চলে গেছে কিন্তু মধ্যাহ্ন আসেনি। এই সময় স্বাভাবিক মানুষ জেগে থাকেন। শমীক কি অস্বাভাবিক? সে কি অসুস্থ?

www.allbdbooks.com

শবনম বেরিয়ে এসে করিমকে বলল, 'তোমার সাহেব অসুস্থ। ডাক্তার দেখাতে বলো।'

করিম চিন্তিত হলো, 'কেন? জ্বর হয়েছে দেখলেন? একটু আগেও তো ঠিক ছিল!'

'এই সময় যে-মানুষ ঘুমায় তার শরীর নিশ্চয়ই দুর্বল।'

হেসে ফেলল করিম, 'এইটা সাহেবের অভ্যেস। অত ভোরে হাঁটতে যাওয়া, তারপর এতক্ষণ ধরে লেখালেখির একটা ধকল আছে না? একঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলে সাহেব আবার চাঙা হয়ে যাবেন। থাকগে। আপনি তো এইবেলা এখানে থাকছেন। লাঞ্চে কী খাবেন বলুন?'

'তোমরা যা খাবে তাই—!'

'আপনার কোন মাছ পছন্দ?'

হেসে ফেলল শবনম। করিম জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছেন কেন আপা?'

'আমি চা-বিক্রি করে যা আয় করতাম তা দিয়ে সংসারের ভাত জুটত। মাঝে মাঝে মলা আর পুঁটি ছাড়া দামি মাছ কেনার সামর্থ্য ছিল না। পছন্দ যে করব সে-সুযোগ কোথায় ছিল?'

'অ। কিন্তু কোনো মাছ খেতে ইচ্ছে করত না? আপনি নামটা বলুন, আমি এক ছুটে নিয়ে আসব। বাজার এখান থেকে দুমিনিটের পথ।' করিম বলল।

'তোমার বাসায় কী আছে?'

কর গুনল করিম, 'কাতলা, মেনি, পার্শে, পাবদা, কই। চিংড়ি আজ নেই। ও হ্যাঁ, বোয়াল আছে।'

'বাব্বা। এত মাছ একসঙ্গে?' শবনম অবাক।

'অন্তত তিন রকমের মাছ টেবিলে না দেখলে সাহেবের মন ভরে না।'

'ও। আমি ওর যে-কোনো একটা পেলেই খুশি।' শবনমের কথার মাঝখানে ফোন বাজল। করিম রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই পাখির গলা শুনতে পেল, 'শমীকভাই অথবা শবনম আছে?'

'ধরেন।' করিম ইশারায় শবনমকে ডাকল। শবনম কাছে এসে বলল, 'বোধহয় পাখিআপা। আপনাকে ডাকছে।'

শবনম রিসিভার নিয়ে জানান দিতে পাখি বলল 'আই অ্যাম সরি। আমি এখনই যেতে পারছি না। আমার ফ্রেন্ডের অবস্থা খুব খারাপ। পাঁজরের হাড় ভেঙেছে, মাথায় চোট লেগেছে, ডান পায়ের অবস্থা খুব খারাপ। এখনো সেন্স ফেরেনি। সেন্স না ফেরা পর্যন্ত আমি যেতে পারছি না।'

www.allbdbooks.com

'ও।'

'তোমাকে যদি অন্য কেউ পৌঁছিয়ে দেয় তাহলে দিতে পারে। নইলে ওয়েট করো।'

'আচ্ছা!'

'তবে আমি তোমাকে সাজেস্ট করব, গেস্ট হাউসে থাকার থেকে শমীকভাইয়ের ফ্ল্যাটে থাকা অনেক বেশি নিরাপদ। ওকে!' লাইন কেটে দিল পাখি।

দুপুরের খাবার একসঙ্গে খেতে হলো। শমীক করিমকে বলল, 'কই তেল একটু বেশি করে দে ওকে।'

শবনম বলল, 'আমি বেশি খেতে পারি না।'

তোমার প্রায় ডাবল বয়সী আমি, 'কিন্তু ত্রিগুণ খাচ্ছি।'

জবাব দিল না শবনম। করিম তখন জানাল, পাখি ফোন করেছিল।

'কী বলেছে?'

'আপার সঙ্গে কথা বলেছে।'

শমীক শবনমের দিকে তাকালে শবনম বলল, 'ওর বন্ধুর এখনো জ্ঞান ফেরেনি। না ফেরা পর্যন্ত তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়।'

'ও। মনে হচ্ছে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের দেশের মেয়েরা এখন বেশ সাহসী হয়ে উঠেছে। বিশ বছর আগে কোনো বন্ধুর জন্যে অল্পবয়সী মেয়ে এতক্ষণ হাসপাতালে বসে থাকবে তা কেউ ভাবতে পারত না। করিম, আমার মোবাইল দে।'

করিম মোবাইল এনে দিল। নাম্বার বের করে বোতাম টিপল শমীক।

'আমি শমীক। পাখি এসেছিল শবনমকে নিয়ে যেতে। কিন্তু কারো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়েছে।'

ওপাশের কথা শুনল শমীক। তারপর বলল, 'আমি নাম জানি না। শবনম, ও কি বন্ধুর নাম বলেছে?'

শবনম নীরবে মাথা নেড়ে না করল।

'না। বলেছে সেন্স ফিরলে আসবে। অ্যাঁ? কোন হাসপাতাল তা জানি না। ওর কাছে তো মোবাইল আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে।' মোবাইল অফ করল শমীক, 'সামসুদ্দিনভাই বললেন, বিকেলের মধ্যে পাখি না এলে উনি একটা গাড়ি

www.allbdbooks.com

পাঠাবেন তোমাকে নিয়ে যেতে। ভালোই হলো, খেয়েদেয়ে একটা লম্বা ঘুম ঘুমিয়ে নাও।'

'আমি দুপুরে ঘুমাই না।'

খাওয়া শেষ হলে হাতমুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে বসে শবনমকে ডাকল শমীক, 'স্ক্রিপ্ট পড়া হয়ে গেছে দেখলাম।'

'হ্যাঁ।' বলল শবনম।

'কেমন লাগল?'

'ভালো।'

'এটা কোনো কথা হলো না। গল্পটা ঠিকঠাক বলা হয়েছে কি না, নাট্যমুহূর্ত কিরকম তৈরি হয়েছে, সংলাপ ধারালো কি না—!' শমীক তাকাল।

'আমি তো গল্পটা পড়িনি। নাটকে যে-গল্প পেয়েছি সেটা ভালো লেগেছে। বেশ টানটান, প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এর পরে কী হবে?'

'তুমি এর আগে কখনো নাটক পড়েছ?'

'না।'

'তাহলে তোমার খারাপ লাগেনি?'

একটু চুপ করে থেকে শবনম বলল, 'একটা কথা মনে হয়েছে।'

'কী কথা?'

'নাটকের চরিত্রগুলো ভালো বাংলায় কথা বলেছে। এদের দেশ কোথায়? কোন জেলার মানুষ? যদি ঢাকার হয় তাহলে এখানকার লোকজন যেসব শব্দ ব্যবহার করে তা এদের সংলাপে নেই কেন?' শবনম তাকাল।

হাসল শমীক, 'ভালো প্রশ্ন। ধরো আমি সিলেটের পটভূমিতে একটা গল্প লিখছি। আমার চরিত্রগুলো যদি সিলেটি ভাষায় কথা নাও বলে, কিন্তু মাঝে মাঝে সিলেটি ইডিয়ম্‌স বা এমন শব্দ ব্যবহার করে যা সিলেটের বাইরের মানুষ বোঝে না, তাহলে বাঙালি পাঠকের কাছে রসগ্রাহ্য হবে না। যে-স্ট্যান্ডার্ড বাংলায় কথা বলছ তা যশোর থেকে রাজশাহীর মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। সেটাই হওয়া উচিত। আবার পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের লেখার সঙ্গে আমাদের একটা পার্থক্য আছে। আমরা দুদেশের লেখকরা স্ট্যান্ডার্ড বাংলায় লিখলেও এমন অনেক শব্দ বা এক্সপ্রেশন আমাদের লেখায় থাকে যা পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের লেখায় পাওয়া যায় না। কোন চরিত্র কোথায় ভালো লেগেছে?'

'সংসার-সামলানো মহিলাকে। প্রতিবাদী মেয়েটি যেন বেশি উৎসাহী।'

'যার মদ খেয়েও নেশা হয় না—?'

www.allbdbooks.com

'মেনে নিয়েছি কিন্তু পছন্দ হয়নি। যারা দুঃখ ভোলার জন্যে মদ খায় তাদের ভীষণ দুর্বল বলে মনে হয়। মদ দিয়ে দুঃখ ঢাকতে হবে কেন?'

'ঠিক। তোমার কি মনে হয় যারা মদ খায় তাদের অনেক দুঃখ আছে?'

'তাহলে খায় কেন?' শবনম বলল, 'আমাদের গাঁয়ে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে রাস্তায় পড়ে-থাকা মানুষদের আমি দেখেছি। তারা নাকি সংসারকে কিছু দিতে পারে না বলে মদ খায়।'

'কিন্তু যে ভালো লাগে বলে খায়, দুঃখ ভুলতে হয়, একটা সময় ধরে বুঁদ হয়ে ভাবতে থাকে, তাকে কী বলবে?'

'বিকল্প কিছু করার কথা বলব।'

এই সময় বেল বাজল। করিম দরজা খুলে কথা বলে এসে জানাল, সামসুদ্দিন সাহেবের ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এসেছে।

শমীক বলল, 'তোমার সঙ্গে তর্কটা আপাতত মুলতুবি থাকল। যাও, ওঁর সঙ্গে দেখা করে এস।'

'দেখা করে এখানে আসব?'

'ও হো, তোমার তো গেস্ট হাউসে যাওয়ার কথা।'

'আমি এখানে জিনিসপত্র রেখে যেতে পারি? গেস্ট হাউসে গেলে যাওয়ার সময় নিয়ে যাব।'

'অবশ্যই।' শমীক মাথা নাড়ল।

'তাহলে আমি আসি।'

'একি! তুমি পোশাক বদলাবে না?' শমীক অবাক।

'বদলালেও সেটা এইরকমই হবে।' শবনম দরজা দিয়ে এগিয়ে গেল।

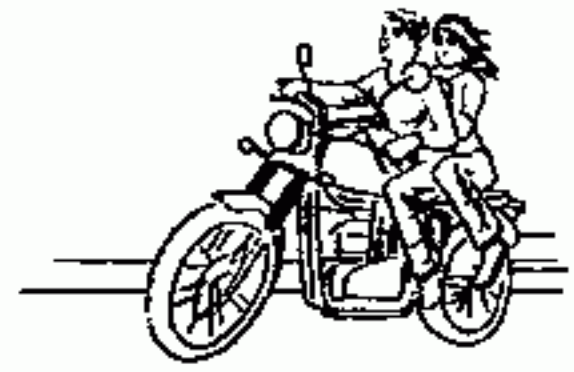

গাড়িতে বসে ঢাকা শহরটাকে দেখল শবনম। রিকশার পর রিকশা গাড়ির সামনে, পেছনে। প্রতিটি রিকশার পেছনে নারী-পুরুষের ছবি। বাহারি নাম। তাদের ভিড় ঠেলে গাড়ি এগোতে পারছে না গতি বাড়িয়ে। চারধারে চিৎকার, নানান শব্দ। মনকাড়া গ্রামে শব্দ খুঁজতে হয়। এখানে কান খুব কষ্ট করে কথা শোনে।

www.allbdbooks.com

রাস্তার দিকে তাকাল শবনম। দুজন অল্পবয়সী মেয়ে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দুজনের মাথা ওড়নায় ঢাকা। তাদের গ্রামে খুব বয়স হয়ে না গেলে ওড়না ব্যবহার করার চল আছে। এই সময় বোরখাপরা মহিলা দেখতে পেল শবনম। গ্রামের বাইরে না গেলে মনকাড়া গ্রামের মেয়েদের বোরখা পরার চল নেই। তারপরেই গাড়ির পাশে চলে আসা মোটরবাইকটাকে দেখে খুব মজা লাগল তার। যে ছেলেটি বাইক চালাচ্ছে তার চোখে কালো চশমা, পেছনে যে মেয়েটি বসে আছে তার পরনে প্যান্ট এবং শার্ট। ডান হাতে ছেলেটার কাঁধ ছুঁয়ে আছে অবলীলায়। মুখ অন্যদিকে ফেরানো বলে শবনম দেখতে পাচ্ছে না। আচ্ছা, ওই দুজনের সম্পর্ক কী? ভাইবোন? ওরা কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। চারপাশের বিপুল শব্দের মধ্যে ওরা শব্দহীন। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিল বাইক। সামনে বিকট জ্যাম। এবার মেয়েটি মুখ ফেরানো এদিকে। মেদহীন সুন্দর মুখ। চোখের কোণ দিয়ে সে শবনমকে দেখল। তারপর আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল ছেলেটির সঙ্গে।

শবনম চোখ ফিরিয়ে নিল। না। ভাইবোন হতেই পারে না। ওরা বন্ধুও না। বন্ধু হলে মেয়েটা অত ঘনিষ্ঠ হতো না। এইরকম দৃশ্য মনকাড়া গ্রামে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। গাড়ি চলতে শুরু করলে বাইক গতি বাড়িয়ে সাপের মতো বেঁকেচুরে সামনে মিলিয়ে গেল। শবনম সিদ্ধান্তে এলো, ঢাকায় ওড়না আছে, বোরখাও, সেই সঙ্গে শার্ট-প্যান্টও। হঠাৎ মনে হলো, কোনো মোটরবাইকের পেছনে সে যদি ওইভাবে বসত তাহলে তাকে কেমন দেখাত? কিন্তু শক্ত করে না ধরে শুধু কাঁধ ছুঁয়ে কি সে ব্যালেন্স রেখে বসে থাকতে পারত? মোটরসাইকেল ব্রেক কষলেই তো চালকের সঙ্গে শরীরের পার্থক্য থাকত না। মুখে রক্ত জমল দৃশ্যটা ভাবতেই।

মাথার চুল হলদেটে সাদা, চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা, পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, মানুষটার মুখে চমৎকার সৌম্যভাব, দেখে ভালো লাগল শবনমের।

'বসো মা। ঢাকায় এই প্রথম?' সামসুদ্দিন জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ।' শবনম সন্তর্পণে সোফায় বসল।

'কোন গ্রামে থাক যেন—?'

'মনকাড়া।'

'বাঃ! বেশ সুন্দর নাম। কে কে আছেন?'

www.allbdbooks.com

'এক ভাই ছাড়া কেউ নেই।'

'ওহো, তোমার তো সম্প্রতি মাতৃবিয়োগ হয়েছে। ভাই কত বড়?'

'বছর বারো। স্কুলে পড়ে। আমার প্রতিবেশীরা ওর দেখাশোনা করছে।'

'পৌঁছানোর সংবাদ তাকে জানিয়েছ?'

খেয়ালে এলো শবনমের। মাথা নেড়ে নিঃশব্দে সত্যি কথাটা বলল শবনম।

সামসুদ্দিন বললেন, 'ঠিক করনি। চিঠি পৌঁছাতেও সময় লাগবে।' সামনে রাখা প্যাড আর কলম তুলে এগিয়ে দিলেন তিনি, 'দুকলম লিখে দাও, ভাই যেন খুশি হয়।'

কিন্তু চিঠিটা মিন্টু বাউলকে লিখল শবনম। সে ভালোভাবে পৌঁছেছে। থাকা-খাওয়ার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ভাই যেন চিন্তা না করে। ইত্যাদি ইত্যাদি। লেখা শেষ হলে প্যাড ফিরিয়ে দিতে সামসুদ্দিন কাগজটাকে সযত্নে ছিঁড়ে একটা খামে ভরলেন।

শবনম লক্ষ করল সে কী লিখেছে উনি তা পড়লেন না। আঠা দিয়ে মুখ আটকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠিকানাটা বলো।'

শবনম বলতেই সেটা খামের ওপর লিখে বেল বাজালেন। একটি কাজের লোক ছুটে এল। সামসুদ্দিন খামটা তার হাতে দিয়ে বললেন, 'এখনই বড় পোস্ট অফিসে দিয়ে এস।'

লোকটা চলে গেলে প্যাড আর কলম ঠিক জায়গায় রেখে বললেন, 'সপ্তাহে অন্তত একটা চিঠি ওদের লিখবে। এই মিন্টু বাউল কে?'

'উনি বাউল গান করেন। আমাদের পাশেই ওঁর বাড়ি। আমাকে খুব ভালবাসেন।'

'তুমি কবিতা লেখ, একথা উনি জানেন?'

মাথা নামালো শবনম, 'হ্যাঁ'।

'সেই কবিতা নিয়ে গান বেঁধেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন লাগে মানুষের।'

শবনম চুপ করে রইল।

'খুব ভালো। শোনো শবনম, তুমি এখন থেকে এই বাড়িতেই থাকতে পার। আপাতত তোমাকে পাখির সঙ্গে থাকতে হবে। বাড়িতে কয়েকজন এসেছেন, তাঁরা চলে গেলে আলাদা ঘর পেয়ে যাবে। তোমার জিনিসপত্র কোথায়?'

'ওই বাড়িতে।'

www.allbdbooks.com

'শমীকের ওখানে তোমার নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।'

'একদম না।'

'শমীক খুব ভালোমানুষ। তোমার কবিতা পড়ে এত মুগ্ধ হয়েছে যে সবাইকে ডেকে ডেকে বলেছে। কিন্তু ওখানে কোনো মহিলা নেই। তাছাড়া সন্ধের পর—।' বলতে গিয়ে থেমে গেলেন সামসুদ্দিন।

শবনম বলল, 'আমি জানি।'

'ও। তুমি গ্রামের মেয়ে, ভয় পাওনি?'

'আমি ব্যাপারটা যেরকম জানতাম সেরকম দেখলে ভয় পেতাম। কিন্তু আমার জানার সঙ্গে একটুও মিলল না।'

'ও। তোমাকে আমি এখন দিনরাত কাগজের অফিসে পাঠাব। ওর সম্পাদক মিন্টুভাইকে তোমার কথা বলেছি। তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। যদি ওঁর অসুবিধা না হয় তাহলে কাল থেকে তুমি ওখানে জয়েন করতে পারবে। উইশ ইউ গুড লাক।'

'আপনি আমার জন্যে অনেক করছেন।'

'তোমার জন্যে নয়, তোমার লেখার জন্যে। তাছাড়া আমার আর একটা স্বার্থ আছে। সেটা তোমাকে পরে বলব। যাহোক, মিন্টুভাইয়ের ওখান থেকে বেরিয়ে তুমি শমীকের বাড়িতে গিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে চলে এস। তুমি ঢাকায় নতুন, মালপত্রও নিয়ে আসতে হবে, তাই আজ গাড়ি ব্যবহার করবে। কিন্তু কাল থেকে আর গাড়ি পাবে না।'

সামসুদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন।

'আমি কিন্তু আজও গাড়ি চাইনি।'

'তুমি কী করে চাইবে? আমাকে তুমি চিনতেই না। সম্পর্ক না থাকলে তো চাওয়া যায় না। চলো, ড্রাইভারকে ডেকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

যেতে গিয়েও দাঁড়াল শবনম, 'একটা কথা বলব?'

সামসুদ্দিন তাকালেন, কিছু বললেন না।

'আমি যে মাইনে পাব তা দিয়ে ঘর ভাড়া করতে পারব না? আপনি যদি সামর্থ্যের মধ্যে একটা ঘর ঠিক করে দেন তাহলে আমার ভালো লাগবে।'

সামসুদ্দিন তাকালেন অবাক হয়ে। তারপর বললেন, 'আই অ্যাপ্রিসিয়েট। চল।'

নিচে নেমে এসে ড্রাইভারকে বুঝিয়ে দিলেন তাকে শবনমকে নিয়ে কোথায় যেতে হবে। তারপর শবনমকে বললেন, 'মিন্টুভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার পর

www.allbdbooks.com

আমাকে জানাবে। ওঁকে বলবে আমাকে একটা ফোন করতে। ওঁর কাছে আমার নাম্বার আছে।'

মানুষটির প্রতি ভালোবাসা বেড়ে যাচ্ছিল। এত স্নেহশীল যে স্বচ্ছন্দে ওঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে নেওয়া যায়। গাড়ি চলতে শুরু করলে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, 'আপা, আপনি তো এই শহরে নতুন। কেমন লাগছে বলুন।'

'ভালো।'

'বেড়াতে এসেছেন, না এখানেই থেকে যাবেন?'

'যদি চাকরি পাই তাহলে থাকব।'

'চাকরি—!' বলে থেমে গেল লোকটি।

একটু সময় গেলে শবনম জিজ্ঞাসা করল, 'কী হলো? কথা শেষ করলেন না?'

'মেয়েমানুষ এখন সব জায়গায় চাকরি করে। আগে স্কুলে করত। জানি, টাকার প্রয়োজন বলেই মেয়েমানুষ ঘরের বাইরে আসে। কিন্তু আমার ভালো লাগে না।'

'কেন ভালো লাগে না? মেয়েমানুষও তো মানুষ!'

'না আপা, ঠিক না। মেয়েমানুষ মানুষ হলেও পুরুষ হতে পারে না। একজন পুরুষ যেমন সব সমস্যা সামলাতে পারে তারা তা পারে না।' কথাগুলো বলে মাথা নাড়তে লাগল ড্রাইভার।

'আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। আমাদের দেশের পরপর দুজন প্রধানমন্ত্রী মহিলা। তারাই দেশ শাসন করেছেন।' শবনম হাসতে হাসতে বলল।

ড্রাইভার আর কথা বলল না।

একটা গলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে ড্রাইভার বলল, 'আপা, ওই হলো দিনরাত পত্রিকার অফিস। আমি এখানে গাড়ি রেখে দাঁড়িয়ে থাকব।'

লোকটি গাড়ি পার্ক করতেই একজন ছুটে এল, 'এই হটাও, এখানে গাড়ি রাখা যাবে না। নো পার্কিং।'

'আরে রাখো মিঞা।' ড্রাইভার চেঁচাল, 'সামসুদ্দিন সাহেবের গাড়ি। যান আপা।'

গাড়ি থেকে নেমে আড়ষ্ট পায়ে সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠল শবনম। প্রচুর লোক সেখানে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। ওড়না মাথায় এক মহিলা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, শবনম তাঁকে থামাল, 'আচ্ছা দিনরাত পত্রিকার অফিসে কীভাবে যাব?'

www.allbdbooks.com

'ওই যে লিফট। সাততলায় চলে যান।' মহিলা দাঁড়ালেন না।

জীবনে প্রথমবার লিফটে চড়ল শবনম। সে দেখল উঠতে উঠতে লিফট থামছে আর কেউ কেউ নেমে যাচ্ছে, উঠছে। এরকম একটা লিফট যদি মানুষকে হু-হু করে ইচ্ছে অনুযায়ী ওপরে নিয়ে যেত!

সাততলায় পৌঁছালে সে বাইরে বেরিয়ে এসেই বন্ধ কাচের দরজার গায়ে দিনরাত লেখাটি দেখতে পেল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে একটা বড় হলঘর চোখে পড়ল। তার টেবিলে টেবিলে লোকজন কাজ করছে। বাঁ দিকের ছোট্ট কাচের ঘরে বসা মেয়েটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কার সঙ্গে দরকার?'

'দিনরাত পত্রিকার সম্পাদক, মিন্টুভাই।'

'ওখানে বসুন। মিটিংয়ে আছেন। নামটা বলুন।'

'শবনম।'

মেয়েটার দেখানো সোফায় বসল সে। বেশ ঝকঝকে অফিস। মনকাড়া গ্রামের অনেকেই দিনরাত পড়ে।

খানিকক্ষণ পরে মেয়েটি ইশারায় কাছে যেতে বলল। শবনম এলে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার সঙ্গে স্যারের কি আগে কথা হয়েছে?'

মাথা নাড়ল শবনম, না।

'ও! কী জন্যে এসেছেন? দরকারটা বললে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'চাকরির জন্যে এসেছি।'

মেয়েটি হেসে ফেলল, 'তাহলে আজ আর বসে থাকবেন না। দরখাস্ত যদি এনে থাকেন তাহলে আমাকে দিয়ে যান। আমি স্যারের টেবিলে পাঠিয়ে দেব।'

'আজ ওঁর সঙ্গে দেখা হবে না?'

'কী করে হবে? বিখ্যাত কবি মুকুল আহমেদের নাম শুনেছেন? তিনি যেদিন স্যারের কাছে আসেন সেদিন সব কাজ মাথায় ওঠে।'

'মুকুল আহমেদ—।' নামটা শবনমের ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে এল।

'দরখাস্ত এনেছেন?'

'না।'

'আশ্চর্য চাকরির জন্যে এসেছেন দরখাস্ত সঙ্গে না নিয়ে?'

'দরখাস্ত নিয়ে আসার কথা সামসুদ্দিন সাহেব বলেননি। তাই—।'

'আঁ? সামসুদ্দিন সাহেব আপনাকে পাঠিয়েছেন?'

www.allbdbooks.com

'হ্যাঁ।'

'এ কথাটা এতক্ষণ বলেননি কেন? দাঁড়ান!' মেয়েটি একটা রিসিভার তুলল, 'স্যার, সামসুদ্দিন সাহেব একটি মেয়েকে পাঠিয়েছেন। নাম শবনম।'

তারপর রিসিভার রেখে বলল, 'ডানদিকের প্যাসেজ ধরে সোজা চলে যান। শেষ দরজাটা খুলে ভেতরে যাবেন। উইশ ইউ গুড লাক।'

সে যখন অফিসের মাঝখান দিয়ে হেঁটে প্যাসেজে পা রাখল তখন আশেপাশের টেবিলের অনেকেই তাকে মুখ ফিরিয়ে দেখল। প্যাসেজের শেষে একটা কাচের দরজা, ঘষা কাচ, ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না। দরজায় শব্দ করে পাল্লাটা ঠেলল শবনম।

ঘরে ভেতরে তিনজন বসে আছেন। একজন টেবিলের পেছনে। দুজন পাশে। টেবিলের পেছনে যিনি তিনি মধ্যবয়স্ক, খাটো চেহারা, মাথায় টাক। টেবিলের পাশের দুজনের একজন বেশ প্রবীণ, বড় চেহারা, মোটাসোটা।

'আসুন।' টাকওয়ালা লোকটাই মিন্টুভাই, বুঝতে পারল শবনম।

সে এগিয়ে গেলে বাঁ দিকের খালি চেয়ার দেখাল মিন্টুভাই, 'বসুন।'

শবনম বসল। মিন্টুভাই মোটা মানুষটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এঁকে চেনেন?'

শবনম একবার তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'বুঝতে পেরেছি।'

'কে বলুন?'

'কবি মুকুল আহমেদ।'

'ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন, মিন্টু। আজ পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলাভাষায় পদ্য লেখার পরে যদি কোনো বাঙালির সামনে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা নিতে হয় আমি কে শোনার জন্যে তাহলে আর শব্দ না লেখাই ভালো।' মুকুল আহমেদ তিক্ত গলায় বললেন।

'না না, ও শহরের মেয়ে হলে বলতাম না, গ্রাম থেকে এসেছে বলে কৌতূহল হলো। খুশির কথা, গ্রামেও আপনি পরিচিত।' মিন্টুভাই বললেন।

'কোন গ্রাম?' তাকালেন মুকুল আহমেদ।

'মনকাড়া।'

চোখ বন্ধ করলেন মুকুল আহমেদ। তারপর বললেন, 'নদীর নাম শান্তি?'

'হ্যাঁ।' শবনম মাথা নাড়ল।

'কার মন কে কাড়ে/ কাড়লেই মন বাড়ে/ বেড়ে যাওয়া মনে নেই শান্তি/ কি করে বোঝাই তোর ভ্রান্তি! পড়েছ?' মুকুলভাই তাকালেন।

www.allbdbooks.com

মাথা নেড়ে না বলল শবনম।

'একচল্লিশ বছর আগে লিখেছিলাম। কী করো?'

মিন্টুভাই বললেন, 'শবনম ওই গ্রামে বসে কবিতা লেখে। খুব ভালো লিখছে ও। সামসুদ্দিন সাহেবকে ওর কথা বলেছেন শমীকভাই। সামসুদ্দিন সাহেবের ইচ্ছে ও ঢাকায় আসুক।' মিন্টুভাই জানালেন।

'ওখানে কী করতে?' মুকুলভাই জিজ্ঞাসা করলেন।

শবনম তাকাল, 'চায়ের দোকান ছিল বাবার। উনি মারা যাওয়ার পর সেই দোকান চালাতাম। যা পেতাম তাতে কোনোরকমে চলে যেত।'

'চায়ের দোকান?' হাঁ হয়ে গেলেন মুকুল আহমেদ।

মিন্টুভাই বললেন, 'ওর কবিতার লাইন শুনবেন? পাঁচমিশালি মন খারাপের পরেও রে তোর সঙ্গে আছি।'

'বাহ্‌বা। চমৎকার। শবনম, তুমি কি কবিতা ছাপার জন্যে মিন্টুর কাছে এসেছ।'

'না। ঢাকায় থাকতে হলে আমার একটা চাকরির প্রয়োজন—।' শবনম বলল।

'নিশ্চয়ই। এখানে তো তুমি চায়ের দোকান খুলতে পার না। মিন্টু, এই মেয়েকে তোমার কাগজে কাজ দাও।' মুকুল আহমেদ বললেন।

মিন্টুভাই হাত বাড়ালেন। শবনম বুঝতে পারল উনি চাকরির আবেদনপত্র চাইছেন।

সে বলল, 'সামসুদ্দিন সাহেব আমাকে আচমকাই বললেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে, তাই কোনো কাগজপত্র নিয়ে আসতে পারিনি। আপনি যদি আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেন তাহলে আমি বাইরে গিয়ে দরখাস্ত লিখে আনতে পারি।'

মুকুলভাই বললেন, 'আরে, ওর কবিতাই তো আসল কথা। কবিকেও যদি নতজানু হয়ে আবেদন করতে হয় তাহলে পৃথিবী থেকে সব কবিতা মুছে যাক।'

মিন্টুভাই হাসলেন, একটা প্যাড টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুরো নাম?'

'শবনম আমিন।'

'শিক্ষাগত যোগ্যতা?' বলেই প্যাডটা সরালেন, 'শবনম, সব কিছুর একটা বিশেষ নিয়ম আছে যা কাজ করতে গেলে মানতেই হয়। আমি না চাইলেও

www.allbdbooks.com

আমাদের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট তা চাইবেই। তুমি কাল সকাল সাড়ে এগারোটায় তোমার বায়োডাটা সমেত অ্যাপ্লিকেশন এবং সঙ্গে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস নিয়ে এস। আমি তোমাকে সুযোগ দেব। এখন প্রশ্ন হলো, তুমি কী কাজ করবে?'

শবনম বলল, 'আমাকে দেখিয়ে দিলে আমি লেখা-সংক্রান্ত সব কাজ করব।'

'প্রুফ দেখতে পার?'

'হাতে কলমে করিনি, অভিধান দেখে শিখেছিলাম।'

'ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ?'

'চেষ্টা করব।'

'কবিতা নয়, আমাদের কাগজের কিছু নিজস্ব স্টাইল আছে। তুমি কয়েকটি কাগজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়বে। ঠিক আছে, এখন যেতে পার।'

মিন্টুভাইয়ের কথা শেষ হতেই মুকুলভাই বললেন, 'ও চাকরি পাচ্ছে দেখে খুশি হলাম। কিন্তু কত মাইনে দেবে ওকে সেটা বলে দাও।'

মিন্টুভাই বললেন, 'আপাতত তুমি শিক্ষানবিশ। তিন মাস তাই থাকবে। যদি তার মধ্যে কাজটা রপ্ত করতে পার তাহলে সাব-এডিটারের স্কেল পাবে।'

শবনম উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার জানতে ইচ্ছে করছিল, একজন শিক্ষানবিশকে কত টাকা দেওয়া হয়। মুখ দেখে সেটা বুঝতে পেরে মিন্টুভাই বললেন, 'তুমি তো সামসুদ্দিন সাহেবের বাড়িতে থাকবে। অতএব খাওয়া-থাকার খরচ লাগছে না। ধরে নাও হাতখরচ যা লাগে তাই পাচ্ছ।'

'আমি যদি ওঁর বাড়িতে না থাকি? শবনম নিচু গলায় বলল।

'কোথায় থাকবে তাহলে?'

'যদি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি?'

'কি কাণ্ড? সামসুদ্দিন সাহেব কি তোমাকে থাকতে বলেননি?'

'বলেছেন।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন মিন্টুভাই। তারপর বললেন, 'ঢাকা শহরে ঘরভাড়া করে থাকা-খাওয়া ওই টাকায় হয় কি না জানি না।'

মুকুলভাই বললেন, 'আহা, টাকার অঙ্কটা বলেই দাও না।'

'আমি অন্যদের ক্ষেত্রে যা দিই, শিক্ষানবিশ হিসেবে তোমাকে তার চেয়ে বেশি দিলেও পাঁচ হাজারের বেশি পারব না।' মিন্টুভাই বললেন।

www.allbdbooks.com

'আচ্ছা। আমি কাল সাড়ে এগারোটায় আসব।' সবাইকে সেলাম জানিয়ে বেরিয়ে এলো শবনম।

রিসেপশনিস্ট হাসল, 'কী হলো?'

'কাল সাড়ে এগারোটায় আসতে হবে।'

'আপনাকে গত চারদিনের কাগজ দিতে যখন এডিটার সাহেব বললেন তখনই বুঝেছি চাকরি হয়ে গেছে। অভিনন্দন। নিন।' একটা প্যাকেট এগিয়ে ধরল। প্যাকেট নিয়ে বাইরে বেরিয়ে লিফটের সামনে দাঁড়াল সে। কোন বোতামটা টিপবে নিচে যাওয়ার জন্যে? এক, না জি? দূর, তার চেয়ে পাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেই ভালো হয়।

শবনম পাশ ফিরতেই লিফটের দরজা খুলে গেল। দুজন লোক বেরিয়ে এলো। শবনম তাকিয়ে দেখল ভেতরে আরো কয়েকজন আছে।

'আরে! আপনি এখানে? দিনরাতে এসেছিলেন?'

অবাক হয়ে শবনম দেখল শাহিন তার সামনে দাঁড়িয়ে। লিফট ওপরে উঠে গেল।

'হ্যাঁ।'

'লেখা দিয়ে গেলেন?'

'না।'

'এক মিনিট দাঁড়ান, আমি এখনই আসছি।' কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে গেল শাহিন। শবনম স্বস্তি পেল। ঢাকা শহরে আসার পর যাদের সঙ্গে কথা বলেছে তারা তাকে স্নেহের চোখে দেখেছেন। গম্ভীর আচরণ করেছেন। একমাত্র শাহিন তার কাছাকাছি বয়সী, ব্যবহার করছে বন্ধুর মতো, সহজ।

একের জায়গায় তিন মিনিট পরে ফিরে এলো শাহিন, 'কোথায় যাবেন?'

'শমীক ভাইয়ের বাড়িতে।'

লিফট নেমে এলে ওরা তাতে উঠে দাঁড়াল। নিচে নেমে শবনম বলল, 'আমি একটা পরামর্শ চাইতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। তার আগে, বলুন, চা খাবেন?'

'না! আচ্ছা, পাঁচ হাজার টাকায় ঢাকা শহরে ঘর ভাড়া করে থাকা যায়? যদি নিজেই রান্না করি?' আশ্বাসের আশায় তাকাল শবনম।

'কেন যাবে না? নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে সেখানে আপনি থাকতে পারবেন না। এখনই আপনি স্বাবলম্বী হতে চাইছেন কেন? শমীক ভাই কি চলে যেতে বলেছেন?'

www.allbdbooks.com

'না না। কাল থেকে আমি দিনরাতের শিক্ষানবিশ। কিছু টাকা পাব। তাই ভাবছিলাম। ঘরটা একবার দেখাবেন?' জিজ্ঞাসা করল শবনম।

শবনমের মুখের দিকে তাকিয়ে শাহিনের বুঝতে অসুবিধে হলো না মেয়েটি এ ব্যাপারে বেশ সিরিয়াস। যে যে বাড়িতে থকে সেটা আধা বস্তিপাড়া বলা চলে। পুরনো ঢাকার যে-কোনো ঘিঞ্জি এলাকায় যেমন হয়ে থাকে। চারতলার ছাদে একটি ঘর খালি হয়েছে। বাথরুম আলাদা, অন্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। রান্না শোয়ার ঘরটাতেই। তাতেই আড়াই হাজার চাইছে বাড়িওয়ালা। আগে যে ছিল সে দুই দিত। ধরাধরি করলে দুইয়ে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওই পাঁচমিশেলি বাড়িতে শবনম কি একা থাকতে পারবে?

শাহিন মাথা নাড়ল, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করব। মাসখানেক ঢাকা শহরটায় থেকে এখানকার সঙ্গে পরিচিত হোন। রাস্তাঘাট, মানুষকে জানুন। তারপর ঘর ভাড়া করবেন।'

'কেন?' শবনম তাকাল।

'আপনি গ্রামে যেভাবে ছিলেন সস্তার ঘরে গেলে তার সঙ্গে কোনো মিল পাবেন না?'

'আশ্চর্য! সেটা তো ঢাকা শহরে পা দিয়েই বুঝেছি।'

'আমি আপনার ভালোর জন্যে বলছি।'

'কিন্তু কেন এখনই পারব না তা বলছেন না।'

'আপনার বয়সী মেয়ে একা থাকলে অনেকেই বিরক্ত করতে চাইবে। নিজে রান্না করতে চাইলে অনেক কিছু কিনতে হবে। থাকতে হলেও তো কিছু আসবাব চাই। তাই হাতের টাকা খরচ না করে মাইনে পাওয়ার পর ঘর ভাড়া নিন।'

'এটা যুক্তিপূর্ণ কথা। ঢাকায় আসার পর আমি যাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তারা সবাই ভালো মানুষ। সামসুদ্দিন সাহেব, শমীক ভাইয়ের তো তুলনা হয় না। সামসুদ্দিন সাহেব তাঁর বাড়িতে আমাকে থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু আপাতত আমাকে পাখির সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হবে। আমার অসুবিধা না

www.allbdbooks.com

হলেও পাখির নিশ্চয়ই হবে। শমীক ভাইয়ের ওখানে আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু উনি যদি এই একমাস আমাকে থাকতে দিতে না চান।'

'আপনি যদি চান তাহলে আমি শমীক ভাইকে বলতে পারি।'

'না না। আমি এখন ওঁর কাছেই যাচ্ছি। কিন্তু আপনি একটা ঘর দেখে রাখুন। প্লিজ।'

'ঠিক আছে। চা খাবেন না?'

'না। আজ থাক। কিন্তু আপনার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করব?'

'কোনো চিন্তা করবেন না। আপনি তো দিনরাতে জয়েন করছেন। আমি মাঝে মাঝে দেখা করে যাব।' শাহিন হাসল।

মাথা নেড়ে শবনম চলে গেল। গাড়িটা চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যেতেই শুভ্র এসে দাঁড়াল সামনে, 'কে রে?'

'কবিতা লেখে।'

'মফস্বলের মেয়ে মনে হলো। ফেঁসেছিস নাকি?

'দূর!'

'ওটা কার গাড়ি?'

'জানি না।'

'শোন, আজ অরূপ বিশ্বাসের বাড়ি যেতে হবে। তোকে নিয়ে যেতে বলেছে।' শুভ্র হেসে সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

বাংলাবাজারে যাওয়ার রাস্তায় আজ এত রিকশা আর গাড়ির ভিড় পৌঁছতে দেড় ঘণ্টা লেগে গেল শাহিনের। বাহার ভাই বলেছিলেন বারোটা পর্যন্ত দোকানে থাকবেন, তারপর তাঁকে ময়মনসিংহ যেতে হবে। কিন্তু চেষ্টা করেও বারোটা দশের আগে শাহীন 'নব প্রকাশনে' পৌঁছতে পারল না।

বাহার ভাইয়ের কর্মচারী নব তাকে দেখে হাসল। 'আর একটু আগে আসলে দেখা পাইতেন। সাহেব আপনার কথা বলছিলেন।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল শাহিনের। তবু জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু রেখে গেছেন?'

'না তো! ফোনে কথা বলেন।' ল্যান্ডলাইনের যন্ত্রটা এগিয়ে দিল নব।

চেয়ারে বসল শাহিন, 'একটু পানি—।'

'অবশ্যই, চা?'

সকাল থেকে পেট খালি। সকাল থেকে কেন, কাল রাত্রেও সলিড কিছু

www.allbdbooks.com

পেটে পড়েনি। অরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল তাকে শুভ্র। সেখানে জুটেছিল আরো দুজন তরুণ শিল্পী। অরূপ বিশ্বাস থাকে প্যারিসে। ছবি এঁকে বেশ নাম করেছে। ফ্রাঁতে রোজগার করে। বছরে মাসখানেকের জন্যে ঢাকার বাড়িতে আসে। অরূপ দামি স্কচ খাইয়েছিল তাদের। বলেছিল, কবি আর আঁকিয়েদের সম্পর্ক যুগ-যুগান্তরের। কিন্তু চিনেবাদামের অতিরিক্ত কোনো খাদ্যবস্তু ছিল না। এক্ষেত্রে বলা উচিত, কাল দুপুরের পরে পেটে কিছু খাবার পড়েনি। বারোটার মধ্যে এলে বাহার ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা চাওয়া যেত। টেলিফোনে সেরকম ইঙ্গিতও দিয়েছিল সে। বাহার ভাই ইঙ্গিতটা যে কেন বোঝেননি তা সে বুঝতে পারছে না।

রিসিভার তুলে ডায়াল করল শাহিন। কোনো শব্দ নেই। দ্বিতীয়বারেও তাই হলো।

কর্মচারীটি সেটি লক্ষ্য করে বলল, 'একটু পরে আবার ট্রাই করবেন।'

হাত সরিয়ে নিল শাহিন। দোকানের বইগুলোর দিকে তাকাল সে। বাহার ভাইয়ের একটা আলাদা ইজ্জত আছে বাংলাদেশে। উনি শুধু শুধু বই ছাপেন না, ভালো এবং নতুন বিষয়ের ওপর ওঁর আগ্রহ বেশি। তাছাড়া কবিদের ওপর ওঁর দুর্বলতা বেশি। তরুণ কবিদের ভালো কবিতা পেলে বই ছাপতে দ্বিধা করেন না। পাশাপাশি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের বইও ওঁর ঘরে আছে। কবিরা অবশ্য সেই ঔপন্যাসিকদের লেখক বলে গণ্য করতে চান না, কিন্তু বাহার ভাই বলেন, 'এটা তোমাদের অভিমত। একটাই অনুরোধ, আমার সামনে এইসব আলোচনা কোরো না।'

বাহার ভাইয়ের দোকান দোতলায়। পাশে এবং প্যাসেজের উলটোদিকে পরপর বইয়ের দোকান। এই সময় ক্রেতার ভিড় নেই। হঠাৎ দূরে কাউকে দেখে কর্মচারীটি বিগলিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে গেল। শাহিন দেখল মতিন ভাই পাশের কোনো দোকান থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসছেন। সামনে আসতেই কর্মচারীটি কপালে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, 'আসেন স্যার ভিতরে আসেন।' মতিন ভাই দাঁড়ালেন, 'না ভাই। ব্যস্ত আছি। বাহার কোথায়?'

'সাহেব একটা কাজে গেছেন।' কর্মচারী হাসল, 'স্যার, কবে যাব?'

'আরে না না। এখন মাথার ওপরে লেখার পাহাড়। পরে হবে।' মতিন ভাই হাসলেন।

'আমাদের কথা একটু ভাবুন স্যার। সাহেবকে আপনি কথা দিয়েছিলেন এবার দেবেন।'

www.allbdbooks.com

'তাই? ঠিক আছে। বাহারকে বলো কাল সকালে আসতে। আপাতত নামটা দিয়ে দেব। কাভার আঁকাও। আর হ্যাঁ, চেক নয়, ক্যাশে এক লাখ নিয়ে যেতে বোলো।' মতিন ভাই আর দাঁড়ালেন না।

চুপচাপ শুনছিল শাহিন। হাসিমুখে কর্মচারীটি ফিরে এসে বলল, 'চা খাবেন?'

'সঙ্গে দুটো টোস্ট বলবেন? চিনি দিয়ে।'

একটা বাচ্চা ছেলে ওপাশে বই থেকে ধুলো মুছছিল, তাকে লোকটা পাঠাল চায়ের দোকানে। তারপর বলল, 'দুবছর ওঁর বই পাইনি। সাহেব খুব খুশি হবেন।'

'কিন্তু উনি কি বই দেবেন বললেন?' জিজ্ঞাসা করল শাহিন।

'আরে নাম দিয়ে দেওয়া মানে বই দিতে রাজি হয়ে যাওয়া। স্যারের বই নামেই হিট হয়ে যায়। কাল যদি নাম দিয়ে দেন তাহলে তিন-চারটে ছবি আঁকাতেও তো টাইম লাগবে।' কর্মচারীটিকে বেশ তৃপ্ত দেখাচ্ছিল।

'তিন-চারটে কেন? একটাই ছবি দরকার মলাটের জন্যে।'

'সেই ছবি স্যারের পছন্দ নাও হতে পারে। তিন-চারটের মধ্যে একটা যখন সিলেক্ট করে দেবেন তখন তা ছেপে রাখতে হবে। আমারই খাটনি বাড়ল। রোজ তাগাদা দিয়ে দু-পাতা তিন পাতা নিয়ে আসতে হবে।' বলেই গলা পালটালো, 'আয়, বড় দেরি করিস তুই। বিস্কুট কোথায়?'

চা-বিস্কুট দিয়ে ছেলেটি কাজে লেগে যেতে ওকে দেখিয়ে শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'ও খাবে না? শুধু আমাদের জন্যে নিয়ে এল?'

'একটু পরে ভাত খাবে। নিন, খেয়ে নিন।'

চা খেতে খেতে শাহিন বলল, 'খুব সমস্যায় পড়ে গেলাম।'

'কী রকম?' লোকটি চা শেষ করল।

'ভেবেছিলাম বাহার ভাইকে পেয়ে যাব। ওঁকে ফোনও করেছিলাম। একদম হাত খালি। আমার বইটার জন্যে আমি কখনো টাকা চাইনি। তাই ভাবলাম যদি কিছু পাই!'

'অ। তাই? একটা বইয়ের কাগজ ছাপা বাঁধাইয়ের খরচ ওঠে সাত-আটশো কপি বিক্রি হলে। তারপর লেখকদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয়। দাঁড়ান—।' লোকটি উঠে কম্পিউটারের বোতাম টিপে টিপে মাথা নাড়ল, 'আসুন। দেখে যান। আপনি দশ কপি কম্পলিমেন্টারি কপি নিয়েছেন আর গত চার মাসে একুশটা কপি বাইরে গেছে বিক্রির জন্যে। কিছু কপি নিশ্চয়ই ফেরত আসবে।

www.allbdbooks.com

তা ধরে নিলাম একুশ কপি বিক্রি হয়েছে, বই ছাপার খরচ উঠতে এখনো কত বাকি?'

কুঁকড়ে গেল শাহিন। প্রায় সব বড় পত্রপত্রিকায় তার কবিতা ছাপা হয়। অথচ চার মাসে মাত্র একুশ কপি বিক্রি হলো?

কর্মচারীটি নিজের জায়গায় ফিরে এসে বলল, 'একটা কথা বলি। কবিতা লেখা ছেড়ে উপন্যাস লেখার চেষ্টা করুন। জমজমাট প্রেমের উপন্যাস। একটু জড়াজড়ি, চুমুটুমু রাখবেন, কিন্তু তার বেশি না। ইন্ডিয়ার লেখকরা ওসব লেখে। হয়তো ওখানকার পাঠকরা পড়তে চায়। কিন্তু বাংলাদেশের পাঠকরা ঘরে বই রাখে তো তাই চুমুর বেশি হলে কিনবে না। এই ব্যাপারটি মতিন ভাইয়ের লেখা পড়লে বুঝতে পারবেন।'

'আমি গদ্য লিখতে পারি না।' শাহিন উঠে দাঁড়াল।

'আপনি যখন চিঠি লেখেন তখন কি সেটা পদ্যে লেখেন? আপনার ভালোর জন্যে বলছি। এই যে মতিন ভাই, টাকা ওঁর পেছনে ছোটে আর কবিদের দেখলেই টাকা পালায়।' কর্মচারীটি বলা শেষ করতেই ফোন বাজল। সে রিসিভার তুলে হ্যালো বলেই সোজা হলো, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ও হ্যাঁ, একটু আগে মতিন ভাই এসেছিলেন। আপনাকে কাল নাম দেবেন বলেছেন। না, উনি ব্যস্ত বলে বসেননি। ঠিক আছে সাহেব, শাহিন ভাই এসেছেন, কবি শাহিন।' কর্মচারীটি রিসিভার এগিয়ে দিলো, 'সাহেব, কথা বলুন।'

রিসিভার কানে চেপে শাহিন বলল, 'শাহিন বলছি।'

'তুমি ঠিক সময়ে আসোনি। জরুরি কাজ ছিল আমার। হ্যাঁ, বলো, আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি?'

ইতস্তত করল শাহিন। তারপর বলল, 'না, ঠিক আছে।'

'তুমি কি টাকার প্রয়োজনে এসেছিলে?'

'প্রয়োজন আছে কিন্তু যা বিক্রি হয়েছে জানলাম তার পরে—।'

'কবিতার বই দু-একজনের মোটামুটি বিক্রি হয়। আমি তোমাদের কবিতার বই ছেপে টাকা নষ্ট করি বলে বাজারে প্রচার আছে, কিন্তু ওই বইগুলো আমাকে তৃপ্তি দেয়। তুমি যদি উপন্যাস লিখতে আমি পাঁচবার ভাবতাম সেটি ছাপব কি না। আচ্ছা, করিমকে দাও।' বাহার ভাই বললেন। শাহিন কর্মচারীটিকে রিসিভার ফেরত দিল। সে বাহার ভাইয়ের কথা শুনে রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, 'আপনার কপাল ভালো। মতিন ভাইয়ের গ্রিন সিগন্যাল

www.allbdbooks.com

পেয়ে সাহেবের মন উদার হয়ে গেছে বলে আপনাকে চারশো টাকা আগাম দিতে বললেন।'

একটা ভাউচারে কিছু লিখে বাক্স থেকে টাকা বের করে সে বলল, 'সই করে দিন।' কলম বের করে সই করতে গিয়ে শাহিন পড়ল, 'উপন্যাসের জন্যে অগ্রিম।' সে বাক্যব্যয় না করে টাকাটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

চারশো টাকা এই মুহূর্তে শাহিনের কাছে প্রায় সাম্রাজ্যের সমান। বাংলাবাজারের একটা সাধারণ হোটেলে ভালো ভাত, ভাজা আর মাছের অর্ডার দিয়ে হঠাৎ তার মনে পড়ল, সে যখন নাট্যরূপ দিতে পারে তাহলে উপন্যাস পারবে না কেন? শমীকের উপন্যাস নাট্যরূপ দিয়েছে সে। সেটা টিভিতে দেখানোর পর টাকা পাবে। কয়েকবার তাগাদা দিতে গিয়েছে টিভি স্টেশনে। শুনেছে প্যানেলে আছে, সময় হলেই শুটিং শুরু করবে। অথচ শমীক যদি টেলিফোনে একবার বলে দেয় সঙ্গে সঙ্গে কাজ হবে। শমীককে একবার সেই অনুরাধ করেছিল সে, বোধহয় তার অনুরোধ রাখা উচিত মনে করেনি শমীক। সে যদি পেটের দায়ে নাট্যরূপ দিতে পারে তাহলে উপন্যাস লিখতে পারবে না কেন?

বাহাত্তর টাকা বেরিয়ে গেল। খাওয়ার পেছনে এত টাকা খরচ করা যে শাহিনের কাছে বিলাসিতা তা তার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। হাঁটতে হাঁটতে শাহিন মাথা নাড়ল, নাঃ, একটা চাকরি জোগাড় করতেই হবে। ভাবতেই মন প্রতিবাদ করল। এই যে সে স্থির করেছিল কখনো গোলামি করবে না, স্বাধীনভাবে লিখবে, তার কী হবে? বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখকদের অনেকেই চাকরি করেন। হুমায়ুন ভাই চাকরি করেন না; কিন্তু তিনি সিনেমা বানান অথবা টিভির নাটক তৈরি করেন। তবে ওসব না করলেও লেখার টাকায় বাদশার মতো থাকতে পারেন তিনি। আচ্ছা, সে যদি একটা উপন্যাস শেষ পর্যন্ত লিখতে পারে, তারপর হুমায়ুন ভাইয়ের মতো রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতার লাইন তুলে নামকরণ করে আর সেই উপন্যাস যদি হাজার হাজার পাঠক কিনে পড়ে তাহলে তার জীবন কীরকম হবে! ভাবতেই হাসি পেল শাহিনের। গত রাত্রেও অরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে বসে শুভ্র তর্ক করছিল জনপ্রিয়তা মানে সস্তা সৃষ্টি। সাধারণ মানুষ যাকে নিয়ে নাচানাচি করে তার কাছ থেকে সিরিয়াস সৃষ্টি আশা করা বৃথা। কারণ সিরিয়াস সাহিত্য বা শিল্প সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে না।

রাস্তায় রিকশা আর গাড়ি দঙ্গল পাকিয়ে স্থির হয়ে আছে। হাঁটতে হাঁটতে

www.allbdbooks.com

শাহিনের চোখ পড়ল একটি গাড়িতে। ড্রাইভার চালাচ্ছে। পেছনের সিটে খুব বিরক্ত মুখ নিয়ে বসে আছেন গাজি সালাউদ্দিন। ইনি বিখ্যাত স্কুলবই প্রকাশনার মালিক। হু-হু করে সেসব বই বিক্রি হয়। ওঁর ছেলে আলতাফ শাহিনের স্কুলজীবনের বন্ধু। চোখাচোখি হতে সে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'সেলাম আলেকুম চাচা। আমাকে চিনতে পারছেন?'

ভদ্রলোকের মুখের অভিব্যক্তি পালটালো না। মাছের চোখে দেখলেন।

'আমি শাহিন। আলতাফের সঙ্গে সেই ক্লাস ওয়ান থেকে পড়েছি।'

'পড়ে কী লাভ হলো? তুমি কি সেলসম্যান?'

'না, কেন?'

'কাজের দিন দুপুরবেলায় রাস্তায় ঘুরছ কেন? বেকার নাকি?'

'না। আমি কাজ করি। কাজেই বেরিয়েছি।' শাহিন গম্ভীর হলো।

'তাও ভালো, তোমার বন্ধু তো বেলা একটা অবধি ঘুমায়। তারপর স্নান-খাওয়া করার জন্যে যে পরিশ্রম হয় তার জন্যে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে আবার নিউ মার্কেটের দোকানে দয়া করে বসেন। অ্যাই চলো।' সামনের গাড়ি চলতে শুরু করায় ভদ্রলোক ড্রাইভারকে ধমকালেন।

বেশ আছে আলতাফ। বাবা কোটি কোটি টাকার মালিক। মগবাজারে প্রায় এক বিঘে জমির ওপর বিশাল বাড়ি। তিন বোনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। কোনো ভাই নেই। শালা কপাল করে এসেছিল। হঠাৎ মনে হলো, অনেকদিন দেখা হয়নি, একবার আলতাফের সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়?

বাড়ির গেট বন্ধ, ভেতর থেকে তালা দেওয়া। তাকে দেখে দারোয়ানগোছের একজন এগিয়ে এল, 'বলেন ভাই!'

'আলতাফকে খবর দিন। আমি ওর বন্ধু শাহিন।'

লোকটা নতুন, মাথা নাড়ল, 'এখন তো ওঁর দেখা পাওয়া যাবে না।'

'কেন?'

'এখন উনি ওঁর দুই নম্বর ঘুমটা ঘুমাইতেছেন।'

'ডাকুন ওকে। আমি ওর ছেলেবেলার বন্ধু।'

এইসময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। দারোয়ান হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল গেট খুলতে। শাহিন দেখল গাড়ির পেছনের সিটে একজন মহিলা বসে আছেন। সে তাকাতেই পেছনের কাচ নেমে গেল। যাকে মহিলা বলে মনে হয়েছিল তার বয়স বেশি নয়। এবং কী আশ্চর্য, সেই তরুণী জিজ্ঞাসা

www.allbdbooks.com

করল, 'আরে শাহিন ভাই, তুমি? স্যরি, আপনি?'

এবার চিনতে পারল শাহিন। আলতাফের ছোট বোন নীলা। অন্তত বছর দশেক আগে ওকে দেখেছে সে। সাদা ফ্রক পরত। হেসে বলল, 'আমি তোমাকে চিনতেই পারিনি। কেমন আছ?'

গাড়ি ভেতরে ঢুকে গেল। গাড়ি থেকে নেমে নীলা ডাকল, 'এসো'।

ভেতরে ঢুকল শাহিন। নীলাকে খুব সন্দরী দেখাচ্ছে। নীল শাড়িতে চমৎকার মানিয়েছে। কাছে যেতে নীলা বলল, 'তুমি আমাদের কী করে ভুলে গেলে বলো তো?'

শাহিন হাসল, 'কে বলল ভুলেছি। তোমার বিয়ের খবর অন্যলোকের মুখে শুনেছি। তুমি তো নেমন্তন্ন করোনি।'

'ভাগ্যিস করিনি!' নীলা অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

'মানে?'

'নেমন্তন্ন খেলে তোমার এখন খারাপ লাগত।' নীলা বলল, 'ভেতরে চলো। দেখি তোমার বন্ধু ঘুম থেকে উঠেছে কি না।'

বাইরের ঘরে তাকে বসিয়ে নীলা ভেতরে চলে গেল। মেয়েরা কি সবসময় রহস্যময়ী হয়? বিয়েতে এসে খাওয়া-দাওয়া করলে এখন কেন খারাপ লাগত তা নীলা বলল না।

প্রায় পাঁচ মিনিট পর আলতাফ ঘরে ঢুকল। পরনে জিন্স, আমেরিকান শার্ট। চিরকালই ও বেশ স্মার্ট, সেজেগুজে থাকে। হাতে হাত মিলিয়ে বলল, 'হাই! অনেকদিন পরে এলি। কে যেন বলছিল, ও নীলা, তুই নাকি কবি হিসেবে সুপারহিট।'

'ছাড় তো। কেমন আছিস বল?'

'এতদিন খুব খারাপ ছিলাম। এদেশে মানুষ যেভাবে থাকে আমি সেভাবে থাকতে চাই না। কিন্তু শালা কপালটা কিছুতেই ক্লিক করছিল না। গত পাঁচ বছরে পাঁচবার ভিসার জন্যে অ্যাপ্লাই করেছি, পাঁচবারই রিজেক্ট করেছে।'

'কারা?'

'আঃ। আমি ইউএসএ ছাড়া অন্য দেশে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি না।'

'তোর দিদিরা তো আমেরিকায় থাকে—।'

'পাঠিয়েছিল স্পন্সরশিপ। এরা মানেনি। ফার্স্ট ইয়ারে পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম বলে ওদের ধারণা আমি কোনো ধান্দা নিয়ে আমেরিকায় যেতে

www.allbdbooks.com

চাইছি। যাক গে, এখন এসব আর প্রবলেম হবে না। আমি কয়েক মাসের মধ্যে চলে যেতে পারব।' আলতাফ হাসল।

'তোকে ভিসা দেবে?'

'এবার দেবে। আমি একজন আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করছি। স্বামীকে নিজের দেশে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সব সিটিজেনের আছে। তাই আমি ভিসা পেয়ে যাব।' হাত বাড়াল আলতাফ, 'আমাকে অভিনন্দন জানাবি না?'

'সিওর।' হাত মেলালো শাহিন, 'ভদ্রমহিলার সঙ্গে কোথায় আলাপ হলো? বিদেশিনী?'

'নো। নট অ্যাট অল, সেন্ট পার্সেন্ট বাংলাদেশি। কিন্তু চেহারা আর স্মার্টনেস দেখে তোর বাঙালি বলে মনে হবে না।' আলতাফ বলল, 'কতদিনের স্বপ্ন সত্যি হতে যাচ্ছে।'

'কিন্তু তোদের এত বড় ব্যবসা? স্কুলবইয়ের তো তোরাই এক নাম্বার পাবলিশার্স। তার কী হবে? তোর বাবার বয়স হচ্ছে, তুই একমাত্র ছেলে—!'

চার অক্ষরের গালাগাল করল আলতাফ। তারপর বলল, 'তুই কি ভেবেছিস আমি বাংলাবাজারের ওই ঘিঞ্জিতে বসে থেকে আমার জীবন নষ্ট করব? আমি তার জন্যে জন্মাইনি।

এখন তো নীলা চলে এসেছে। বাবার নিউমার্কেটের দোকানে রোজ সকালে যাচ্ছে। ও-ই দেখবে। আরে বাবা যখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সত্তর টাকা কামাবে আমি তখন এক ডলার কামালেই তার সমান হয়ে যাবে।'

'কিন্তু তুই ওখানে গিয়ে কাজ পাবি? কোয়ালিফিকেশন—।'

'ও মাই গড! আমি চাকরি করব তোকে কে বলল? লিলি প্ল্যান করেছে আমরা দুজনে মিলে একটা ফাস্টফুডের দোকান করব। ইন্ডিয়ান ফাস্টফুড। ফাটাফাটি বিক্রি হবে। তোর সঙ্গে একদিন লিলির আলাপ করিয়ে দেব।'

'কোথায় থাকেন উনি?'

'গুলশানে। ওর হাজব্যান্ড মারা গেছেন। তার সমস্ত প্রপার্টি ও পেয়েছে। কম সে কম দশ-বারো কোটি টাকা। শি ইজ ফিলদি রিচ।'

'তুই এখনো ইংরেজি পেপারব্যাক পড়িস?'

'সিওর। এখন বল, এসেছিস কেন?'

'আমি ভাবছি এবার উপন্যাস লিখব।' শাহিন বলল, 'কবিতা লিখে চলছে না।'

'তো?'

www.allbdbooks.com

'তোর বাবাকে বল না স্কুলবইয়ের পাশাপাশি সাহিত্য ছাপতে।'

'পাগল! ওই ভদ্রলোকের কাছে আমি তোর জন্যে ফেবার চাইতে পারব না। তুই বরং নীলাকে বল। নীলা তো নিউমার্কেটে কী সব করবে বলছিল!'

'নীলার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?'

'নেই।'

'নেই মানে?'

'বিয়ের পনেরো দিন পরে ফিরে এসেছে। ওর স্বামী নামেই পুরুষ, কিন্তু হি ইজ সেন্ট পার্সেন্ট ইম্পোটেন্ট। বিয়ের আগে চেপে গিয়েছিল। নীলা ডিভোর্স পেয়ে গিয়েছে। এখন পৈতৃক ব্যবসা দেখছে।' আলতাফ উঠে দাঁড়াল, 'শোন, আমাকে একটু বেরুতে হবে। লিলি অপেক্ষা করছে। আমি যদি তোকে শ'পাঁচেক টাকা দিই তুই কি নিবি?'

শাহিন উঠে দাঁড়াল, 'দূর! আমি কি তোর কাছে টাকার জন্যে এসেছি!'

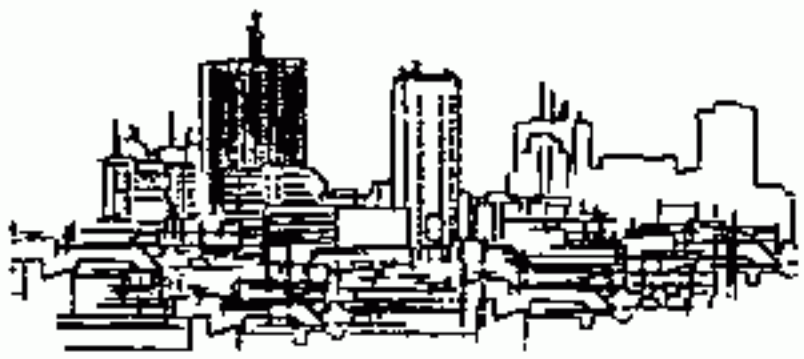

আলতাফ তাকে ছাড়ল না। ওদের এখন তিনটে গাড়ি। একটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অনায়াসে। শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'তোদের দোকানে যাবি না।'

'আবার এক কথা!' গাড়ি চালাতে চালাতে বিরক্ত হয়ে বলল আলতাফ, 'বইয়ের ব্যবসা করার জন্যে আমি জন্মাইনি। দুই বছর ধরে আমেরিকান ইংলিশ বলতে শিখছি কেন? সিডি চালিয়ে অ্যাকসেন্ট কারেক্ট করছি কি স্কুলের বই বেচার জন্যে? ওঃ গুরু, তোর আমাকে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে কেন?'

'বুঝলাম। কিন্তু লিলির ব্যাপারটা তোর বাবা জানে?'

'ওঃ নো। জানলেই লাইফ হেল করে দেবে। প্রথম কথা বিধবা, দ্বিতীয় ব্যাপার হলো লিলি আমার আগে পৃথিবীতে জন্মেছে। এটা ওর অপরাধ নয়। তাই না? তাছাড়া মেয়েমানুষের মন-শরীর যদি ঠিক থাকে তাহলে আটত্রিশ-আঠারোর কোনো পার্থক্য নেই। আবার সতেরো-আঠারের মেয়েকে দেখবি, লিকলিকে চেহারা, অ্যানিমিক, একটা বাচ্চা হলেই ছবি হয়ে যাবে, দু-পা একসঙ্গে হাঁটা যায় না। তার চেয়ে বয়সে বড় সুন্দরী মহিলাকে আমি এক লক্ষ গুণ বেশি পছন্দ করব।' আলতাফ বলল।

www.allbdbooks.com

ওরা নিউমার্কেটের কাছাকাছি চলে এসেছে দেখে শাহিন বলল, 'আমাকে তুই নিউমার্কেটে নামিয়ে দে।'

'কাজ আছে?'

'আমার আর কি কাজ! দোকানগুলোতে একটু আড্ডা দিয়ে যাই!'

'ওই বইয়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে কী সুখ পাস?'

'তুই ঠিক বুঝবি না। যেমন আমি বুঝব না, বেলা একটা-দেড়টা অবধি ঘুমিয়ে থেকে কী সুখ পাস?' হেসে বলল শাহিন।

নিউমার্কেট এসে গিয়েছিল। গাড়ি থামিয়ে মোবাইল বের করল আলতাফ। নাম্বার টিপে ইশারায় শাহিনকে অপেক্ষা করতে বলল। ওপাশ থেকে সাড়া পেয়ে মুখ খুলল, 'হাই! গুড আফটারনুন! কেমন আছ?' উত্তরটা শুনে বলল, 'আই অ্যাম মিসিং ইউ টু! আমি এখন নিউমার্কেটে। অনেক পুরনো এক ফ্রেন্ডকে নামাতে এসেছি। ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যে তোমার কাছে পৌঁছে যাব।' ওপাশের কথা শুনে মাথা নাড়ল আলতাফ, 'ও কে। আমি তাহলে এখানেই ওয়েট করছি। তুমি এসে একটা কল দিও।'

মোবাইল অফ করে আলতাফ হাসল, 'লিলি এখানেই আসছে। কী একটা বই কেনার শখ হয়েছে ওর। এখানে কোনো এয়ারকন্ডিশন্ড রেস্টুরেন্ট আছে?'

'কেন?' বই কেনার সঙ্গে রেস্টুরেন্টের কী সম্পর্ক বুঝতে পারল না শাহিন।

'এইরকম ভিড়ের মধ্যে লিলিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব নাকি?'

'আমি ঠিক জানি না। জিজ্ঞাসা করতে হবে।'

গাড়ি লক করে নামল আলতাফ। শাহিন যে-দোকানে ঢুকল সেখানে এই পড়ন্ত দুপুরেও বেশ ভিড়। কাউন্টারের ওপাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'আরে শাহিনভাই, বহুদিন বাঁচবেন, আপনাকে খুঁজছিলাম।'

শাহিন হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার অপরাধ?'

'আসুন, ভেতরে এসে বসুন। চা খান, তারপর বলছি।'

'না ভাই। আমার সঙ্গে ফ্রেন্ড আছে, বলুন না কী বলবেন।'

ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গীদের কিছু নির্দেশ দিয়ে কাউন্টারের প্রান্তিক দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে ইশারায় শাহিনকে একটু নির্জনে ডাকলেন। শাহিন এগুলো, সঙ্গে আলতাফও।

ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বললেন, 'একদম ঘোড়ার মুখের খবর, বাংলা অ্যাকাডেমির সাহিত্য পুরস্কারের জন্যে যে তিনটি বই শেষ নির্বাচনে পৌঁছেছে তার মধ্যে আপনার বই আছে।'

www.allbdbooks.com

হাঁ হয়ে গেল শাহিন। নিজের কানকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো। মাত্র একটা বই বের হয়েছে তার। মাত্র একুশ কপি বিক্রি-হলেও-হতে-পারে এমন বইকে পুরস্কৃত করার কথা ভাবা হচ্ছে? শাহিন নিচু গলায় বলল, 'আমার একদম বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'আমারও প্রথমে হয়নি। ব্যাপারটা তো অত্যন্ত গোপনীয়। তবু আমার সোর্স বলছে তিনজনের মধ্যে আপনি আছেন।'

'শেষপর্যন্ত আমার থেকে যোগ্য লোক পুরস্কার পাবেন।'

আলতাফ চুপচাপ শুনছিল, হঠাৎ বলে উঠল, 'তুই পাবি না কেন? বাকি দুজন কারা তা তুই জানিস না। তারা তো তোর থেকে যোগ্য না-ও হতে পারে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'একথা এখনই কাউকে বলবেন না। তাহলে হিতে বিপরীত হবে।'

শাহিন মাথা নাড়ল, 'পাগল!'

'হ্যাঁ, যে কারণে আপনাকে খুঁজছিলাম, এই বইয়ের বাইরে যেসব কবিতা পত্রপত্রিকায় আপনি লিখেছেন তা থেকে নির্বাচন করে দিন যাতে ছয় ফরমার একটা বই হতে পারে।'

'বই? আমার কবিতার বই আপনি ছাপবেন?'

'দেখুন আপনাকে খোলাখুলি বলি। আপনি কালকের মধ্যে কবিতাগুলো আমাকে দিলে আমি ম্যানাস্ক্রিপ্ট রেডি করে রাখব। যদি আপনার নামে পুরস্কার ঘোষণা করা হয় তাহলে দুদিনেই বই বের করে ফেলব।'

'দুদিনে?'

'দুই না হোক তিনদিন হবে।'

'আর যদি অন্য কেউ পুরস্কার পায়?'

'দেখুন, আমি ব্যবসায়ী মানুষ। ম্যানাস্ক্রিপ্ট ফেরত দিয়ে দেব।' ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার ওই একমাত্র বইয়ের কী বিক্রি তা আমি জানি। পুরস্কার পেলে ওই বই দুদিনেই হাজার কপি বিক্রি হবে। সেই টানে আমারটাও চলবে।'

আলতাফ বলল, 'তার মানে আপনি কোনো রিস্ক নিচ্ছেন না?'

'না। কেন নেব?'

আলতাফ হাসল, 'ঠিক কথা।'

শাহিন বলল, 'সব কবিতা আমার কাছে নেই। তবু খুঁজে দেখছি।'

www.allbdbooks.com

'দেখুন। আমি ছাপলে আপনাকে এক এডিশনের টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে দেব।'

ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেলে ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। আলতাফ বলল, 'পুরস্কারটা পেলে তুই তো সেলিব্রেটি হয়ে যাবি। তুই বলছিলি কবিতা লিখে চলবে না, উপন্যাস লিখবি। পুরস্কার পাওয়ার পর কি একই কথা বলবি?'

উদাস হয়ে গেল শাহিন। টিভির নাটক লেখার সময়ে সে ভাবত লোকে যেমন চাকরি করে মাইনে পায়, তেমনি ওই কাজটা করছে। কিন্তু কবিতা লেখার সময়ে অদ্ভুত কষ্ট, আবার একটা ভালো লাইন লিখতে পারলে তিরতিরে সুখে মন ভরে যায়। যদি সে উপন্যাস লিখতেও পারে তাহলে কি সেই সুখ পাবে?

আলতাফ বলল, 'ওই লোকটাকে কবিতা দেওয়া ঠিক হবে না। আমি আজই নীলার সঙ্গে কথা বলব। পুরস্কার পেলে বইটা নীলাই ছাপবে।'

'তোরা তো স্কুলবই ছাপাস?'

'স্কুলবই বাবা বের করে। নীলা এখানে একটা দোকান নিয়েছে। সব কথা খুলে বললে ও তোর বই ছাপবে।'

আলতাফের ফোন বেজে উঠল। কথা শেষ করে আলতাফ বলল, 'ও এসে গেছে। কিন্তু রেস্টুরেন্টের খোঁজ নেওয়া হলো না। চল, তোর সঙ্গে লিলির আলাপ করিয়ে দিই। তোর খুব ভালো লাগবে।'

একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। ওরা কাছাকাছি যেতে পেছনের দরজা খুলে যে-মহিলা নেমে এলেন তিনি দীর্ঘাঙ্গিনী, সুন্দরী তো বটেই। তবে চুল কাঁধের নিচে নামেনি, চোখে রোদচশমা।

আলতাফ বলল, 'হাই লিলি।'

'হাই। তুমি নিশ্চয়ই গাড়ি এনেছ?'

'সিওর।'

লিলি ইশারা করতে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

'উঃ কী গরম। এই জন্যে দেশে আসতে ইচ্ছে করে না। এত হিউমিডিটি।'

'তুমি কি বই কিনবে বলছিলে?'

'বই? ওঃ। হ্যাঁ, বই। কী বই কিনি বলো তো!'

'ও, তুমি যখন কোনো বিশেষ বইয়ের কথা ভাবোনি তখন আমার এই বাল্যবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করা যাক। ওর নাম শাহিন, কবিতা লিখে নাম করেছে।

www.allbdbooks.com

সম্ভবত এ-বছর বাংলা অ্যাকাডেমির পুরস্কার পাবে। আর শাহিন, এই হলো লিলি।'

শাহিন হকচকিয়ে গিয়েছিল। যে-কথা গোপনে রাখা দরকার তা আলতাফ ভদ্রমহিলাকে বলে দিল? লিলি হাসল, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ। আসলে আমি এখন পর্যন্ত আল্-এর কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুদের মিট করিনি। তাই ভালো লাগছে।'

আলতাফ বলল, 'শাহিন তুই সাজেস্ট কর, কী বই ও কিনবে?'

শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'বাংলা না ইংরেজি?'

'মাই গড! আপনি ভাবছেন আমি বাংলা পড়তে পারি না? আমি তসলিমা নাসরিনের বই পড়েছি।' লিলি বলল।

'আমার মনে হয় তুই তোর কবিতার বইটা ওকে প্রেজেন্ট কর।'

শাহিনের কাঁধের ঝোলায় এক কপি বই ছিল। সেইটে বের করে লিলির হাতে তুলে দিল সে।

লিলি খুকির মতো হাসল, 'ওঃ কি কিউট! মন, তুমি কার? আল্, তোমার মন কার?'

আলতাফ বইয়ের নামটা দেখে নিয়ে বলল, 'তোমার।'

'দুষ্টু। শাহিন, তোমার?'

'এখনো খুঁজে পাইনি।'

'সো স্যাড। এই চলো না, আমরা কোনো ঠাণ্ডা ঘরে বসে কথা বলি!'

পেন্ডুলামের মতো মাথা দোলালো লিলি।

শাহিন বলল, 'আচ্ছা, আলতাফ আবার দেখা হবে।'

'ওম্মা! আমরা বলতে কিন্তু তোমাকেও আমি মিন করেছি।' লিলি হাসল, 'চলো, প্লিজ।' লিলিকে বেশ রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছিল শাহিনের। এই ধরনের মহিলার সঙ্গে সে কোনোদিন পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। বাধ্য হয়ে গাড়ির পেছনের সিটে বসে সে ভাবছিল, লিলির বয়স কত? মেয়েদের বয়স এমনিতেই আঁচ করা মুশকিল তার ওপর যারা শরীর সম্পর্কে সচেতন তারা তো আরো বেশি ধন্ধে ফেলে। তবু এই মহিলার কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হয় ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ হতে পারে। আলতাফের সবচেয়ে বড় আপার বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। আলতাফ না-হয় আমেরিকার নাগরিক এক সুন্দরীকে পেয়ে বয়সের কথা ভুলে গেছে, কিন্তু লিলি আলতাফের মধ্যে কী খুঁজে পেল?

সামনের সিটে আলতাফের পাশে বসেছিল লিলি। হঠাৎ ব্যাগ খুলে

www.allbdbooks.com

সিগারেট প্যাকেট-লাইটার বের করে পেছনে তাকাল, 'শাহিন আমি একটা সিগারেট খেতে পারি?'

নিজেকে সামলে নিয়ে শাহিন বলল, 'বেশ তো, ঠিক আছে।'

আলতাফ বলল, 'এসি চলছে ডার্লিং।'

'সো হোয়াট? এই একটা সিগারেটের ধোঁয়া তোমার এসি মেশিনকে কতটা খারাপ করবে? রেস্টুরেন্টে নিশ্চয়ই নো স্মোকিং বোর্ড ঝুলছে।' পেছন ফিরে তাকাল লিলি, 'তুমি খাবে শাহিন?'

'না না।' দ্রুত মাথা নাড়ল শাহিন।

মেনুকার্ডে যে-কোনো খাবারের দাম তার আজকের লাঞ্চের চেয়ে ঢের বেশি। তার পকেটে এখন যা আছে তাতে এই রেস্টুরেন্টে একজনের বিলই মেটানো যাবে না। তিনটে কফি আর দুটো ফিশ-ফিঙ্গারের অর্ডার দিলো আলতাফ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'লিলিকে তোর কেমন লাগছে?'

'এরকম প্রশ্নের কোনো মানে হয় না।' শাহিন মাথা নাড়ল।

'কবিদের কাছে কত সুন্দরী ভিড় করে, আমাকে ভালো লাগবে কেন?' লিলি বলল।

আলতাফ বলল, 'যাক গে। এবার সিরিয়াস কথা বলি। তোকে আমাদের দরকার।'

'কী রকম?'

'আমাদের বিয়েতে সাক্ষী হবি তুই।'

'ও।'

'ও কিরে! হ্যাঁ বা না বল!' আলতাফ ধমকালো।

'ওঃ, আল্, প্লিজ! ওর ওপর চাপিয়ে দিও না। আমিই বলি। শাহিন, আপনার বন্ধু আর আমি ঠিক করেছি বিয়ে করব। তোমার আপত্তি আছে?' লিলি তাকাল। এখনো ওর চোখে রোদচশমা।

'আমি কেন আপত্তি করব?' শাহিন সোজা হয়ে বসল।

'কিন্তু আল্ বলছে ওর বাড়ির লোক মেনে নেবে না। মেনে না নেওয়ার কারণ দুটো। এক, আমি সো-কল্ড বিধবা। দুই, ও আমার পরে পৃথিবীতে এসেছে।'

'প্রথমটা নিয়ে ভাবার কোনো কারণ নেই। দ্বিতীয়টা কি পরে সমস্যা তৈরি করবে না?'

www.allbdbooks.com

'কত পরে?'

'প্রাকৃতিক নিয়মে আপনার যখন বয়স হয়ে যাবে, ওর হবে না।'

'তখন আমরা একসঙ্গে থাকব কেন?'

'মানে?'

'ওরকম সমস্যা তৈরি হওয়ামাত্র আমরা আলাদা হয়ে যাব। ধরুন, আরো পনেরো বছর পর সেটা ফেস করব আমরা। তখন ও মিড্-ফর্টিজে থাকবে। ওই বয়সে প্রচুর মেয়ে ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে। আল্, অ্যাম আই রং?'

'কবে কী হবে তা নিয়ে আমি ভাবছি না। এখনকার কথা ওকে বলো।' আলতাফ বেশ বিরক্ত-গলায় বলল।

'ওয়েল, আমরা বিয়ের নোটিশ দিয়েছি। সময়ও হলে এসেছে। তুমি যদি সাক্ষী থাকো তাহলে খুশি হবো। আজ আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম শুধু আইনি বিয়ে হলেই চলবে না, কাজির কাছে বিয়ে করে সার্টিফিকেট নিতে হবে।' লিলি বলল।

কফি এবং ফিশ-ফিঙ্গার এসে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে আলতাফ জিজ্ঞাসা করল, 'তোর জানাশোনা কোনো উদার কাজি আছেন?'

মাথা নাড়ল শাহিন, 'না।' তারপরেই খেয়াল হতে বলল, 'এখানে নেই। তবে আমাদের গ্রামে গেলে—।'

'দূর। বরিশালে যাওয়া পোষাবে না। দেখি, এখানেই ম্যানেজ করতে হবে।' কফি শেষ করে আলতাফ উঠে দাঁড়াল। 'এক মিনিট, আসছি।'

সে টয়লেটের সন্ধানে চলে গেল।

লিলি বলল, 'তুমি প্রাইজটা পেলে তার অনারে আমি পার্টি দেব।'

'অনেক ধন্যবাদ, আপনার খরচ বেঁচে যাবে।'

'মানে?'

'ওসব আমার ভাগ্যে নেই।'

'কে বলতে পারে! আচ্ছা, তুমি আমেরিকায় যেতে চাও না?'

'কেন?'

'বাঃ। এখানকার বেশিরভাগ ছেলে তো আমেরিকার দিকে এক পা বাড়িয়ে আছে।'

'ভালো করে দেশটাই জানলাম না, বিদেশের কথা ভাবব কেন?'

'কিন্তু এখানে থেকে তুমি কী পাবে?'

www.allbdbooks.com

'বাংলা ভাষায় লিখতে পারব। সেই লেখা এখানকার মানুষ যদি পড়ে তাহলে তার চেয়ে বেশি পাওয়া আর কী হতে পারে!'

'হুঁ!' লিলি মাথা নাড়ল, 'ইন্টারেস্টিং। তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে পরে কথা বলব।' ব্যাগ থেকে কলম বের করে পেপার ন্যাপকিন টেনে তার ওপর সংখ্যা লিখে এগিয়ে দিল লিলি, 'আমার টেলিফোন নাম্বার। প্লিজ, ফোন করলে খুশি হবো।'

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আলতাফ লিলিকে পৌঁছে দিতে গেল। শাহিন এলোমেলো হাঁটল কিছুক্ষণ। লিলি যত সুন্দরই হোক আলতাফকে ওর পাশে ভাই বলেই মনে হচ্ছে। আলতাফ যতই গম্ভীর গম্ভীর কথা বলুক, লিলির ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি। হঠাৎ হেসে ফেলল শাহিন। সে কি বোকার মতো ভেবে চলেছে। আলতাফ তো ভালোবেসে লিলিকে বিয়ে করছে না। স্রেফ আমেরিকায় যাওয়ার ভিসা পাওয়ার জন্যে ও বিয়ে করতে বাধ্য হচ্ছে। এর মধ্যে প্রেমট্রেমের সন্ধান করা বোকামি। আলতাফের ব্যাপারটা বোঝা গেলেও লিলিকে বোঝা সহজ হচ্ছে না। লিলি নিশ্চয়ই জানে কেন আলতাফ ওকে বিয়ে করতে চাইছে। ওকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে লিলির কী লাভ হবে? ওর মতো সুন্দরী ধনী মহিলা চাইলেই উপযুক্ত স্বামী পেয়ে যেতে পারে। কৌতূহল হচ্ছিল খুব। পেপার ন্যাপকিনটা বের করে সে নাম্বারগুলো দেখল। এটা লিলি লিখেছিল আলতাফ টয়লেটে যাওয়ার পরে। তাকে যে লিলি নিজের টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে তা আলতাফ জানে না। ও ফিরে এলে যখন এ বিষয়ে কথা বলেনি তখন পরে বলবে বলে মনে হয় না। তাহলে কি লিলি ওকে এড়িয়েই কাজ করল। একটা অস্বস্তি চলে এল শাহিনের মনে।

হাঁটতে হাঁটতে দিনরাত পত্রিকার কাছাকাছি চলে এসেছিল শাহিন। হঠাৎ মনে হলো, আজ শবনমের প্রথম চাকরির দিন। ও কেমন কাজ করছে গিয়ে জানতে ইচ্ছে করল। সে সোজা চলে এল দিনরাত অফিসে।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি হাসল, 'কাল বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আপনার আগের লেখার টাকা পাস হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে করলে অ্যাকাউন্টসে গিয়ে নিতে পারেন।'

শাহিন হাসল, 'বাঃ। কি আনন্দ!'

সে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দুশো টাকা সই করে নিল। আগেরবারের চেয়ে এবার কিছুটা টাকা বেড়েছে। আজ নিজেকে বেশ বড়লোক মনে হচ্ছিল তার। কিন্তু শবনম কোথায়? যে-ঘরে সাব-এডিটররা বসে সে-ঘরে যাওয়ার

www.allbdbooks.com

জন্যে পা বাড়াতেই পেছন থেকে মিন্টুভাইয়ের গলা কানে এলো, 'আরে শাহিন? কোথায় যাচ্ছ!'

শাহিন ঘুরে দাঁড়াল, 'লেখার টাকা নিতে এসেছিলাম।'

'আরে রাখো তোমার লেখার টাকা। তুমি কি খবরটা জানো?'

'কী খবর?'

'এসো আমার ঘরে!' মিন্টুভাই শাহিনকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলেন। ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে মিন্টুভাই বললেন, 'এবার বাংলা অ্যাকাডেমির পুরস্কার যে তিনজনের একজন পাবে তার মধ্যে নাকি তুমি আছ!'

'হ্যাঁ। এই গুজবটা শহরে ছড়িয়েছে। গুজবে কান দেবেন না।'

এই সময় দরজায় শব্দ করে মুখ বাড়াল শবনম, 'আসতে পারি?'

মিন্টুভাই মাথা নাড়লেন, 'এসো।'

একটা ফাইল মিন্টু ভাইয়ের টেবিলে রেখে শবনম বলল, 'বাইশটি কবিতা ছিল ফাইলে। কিন্তু বেশিরভাগই নিম্নমানের, তিনটিই ছাপার যোগ্য।'

'তাহলে একটি কবিতা কম পড়ছে। প্রতি সংখ্যায় চারটি কবিতা যায়।'

'আপনি যদি একবার দ্যাখেন কবিতাগুলো; আমার তো ভুলও হতে পারে।'

মিন্টুভাই দ্রুত ফাইল খুলে নজর বোলালেন। নির্বাচিত তিনটি কবিতা থেকে একটিকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'এই লোকটা গত সপ্তাহে এক সাহিত্যসভায় আমাকে খুব গালাগাল করেছে। আমি নাকি সাবস্ট্যান্ডার্ড লেখা ছেপে পাঠকদের কবিতাবিমুখ করে তুলছি। এই কবিতা যাবে না।'

শবনম চুপ করে রইল। শাহিন ওকে দেখছিল। খুব দ্রুত ঢাকার মানুষ হয়ে উঠেছে শবনম। এই ঘরে ঢোকার পর একবারও তার দিকে তাকায়নি।

'তাহলে এবার দুটো কবিতা ছাপা হবে?' শবনম জিজ্ঞাসা করল।

'তুমি কি বলো?'

'যদি কিছু মনে না করেন—।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো—।'

www.allbdbooks.com

'যিনি আপনাকে গালাগালি করেছেন, সাবস্ট্যান্ডার্ড কবিতা ছাপেন বলে অভিযোগ করেছেন, আপনি যদি তাঁর কবিতাই ছাপেন তাহলে প্রকারান্তরে এই কবিতাই সাবস্ট্যান্ডার্ড হয়ে যায়। তাই না?' শবনম বলল।

শাহিন বলল, 'হ্যাঁ, একেই বলে উচিত শিক্ষা দেওয়া।'

মিন্টু ভাই ধমক দিলেন, 'থামো! ও হয়তো নিজের থুতু গিলবে কিন্তু পাবলিক জানবে কী করে? না-না।'

শাহিন বলল, 'একটা উপায় আছে জানানোর। কবিতার পাতা যেখানে শুরু হচ্ছে সেখানে বিখ্যাত কবিদের কাছ থেকে মন্তব্য সংগ্রহ করে ছেপে দিন। কেউ হয়তো বলবেন, দিনরাতের কবিতার পাতা আমার ভালো লেগেছে। কেউ অন্য প্রশংসাও করবেন। সবশেষে একটু বড় টাইপে ওই কবির নাম আর ওই মন্তব্য ছাপুন। তার নিচে ওই সংখ্যার প্রথম কবিতা হিসেবে ওর কবিতা ছেপে দিন।'

মিন্টুভাই চোখ ছোট করলেন, 'ভেবে দেখি।' তারপর শবনমের দিকে তাকালেন, 'তুমি কাল একটা কবিতা কম্পোজে দিয়ে দিও।'

'আমি?' অবাক হয়ে গেল শবনম।

'লেখা সঙ্গে নেই?'

'না!'

'তাহলে আজ রাত্রে লিখে ফেলো। যাও।'

'আমি এইভাবে, মানে, বললেই কবিতা লিখতে পারি না।'

'এই হলো কবিদের নিয়ে মুশকিল। আমি যদি শামীম ভাইকে ফোন করে অনুরোধ করি শামসুর রাহমানের ওপর একটা লেখা দিন, উনি কালই সেটি লিখে দেবেন। শাহিন, কাল একটা কবিতা দিতে পারবে?' মিন্টু ভাই শাহিনের দিকে তাকালেন।

শাহিন হাসল, 'ওঁকে চেষ্টা করতে দিন, যদি না পারেন তাহলে দেখব।'

মিন্টুভাই শবনমকে বললেন, 'বাংলাদেশের সমস্ত বিখ্যাত কবিকে চিঠি লেখো যাতে ওঁরা আমাদের কবিতা দেন। চিঠি পোস্ট করার চারদিন পরে প্রত্যেককে ফোন করে অনুরোধটা মনে করিয়ে দেবে। যাও।'

শবনম বেরিয়ে গেলে শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'কী যেন বলবেন বলেছিলেন?'

'ও হ্যাঁ। বাংলা অ্যাকাডেমির পুরস্কার যদি পাও তাহলে তোমার কাছ থেকে একটি দীর্ঘ কবিতা চাই। অন্তত একশ লাইনের।'

www.allbdbooks.com

'ওরে ব্বাবা। অতবড় কবিতা কখনো লিখিনি।'

'বড় কবিদের অনেকেই লিখেছেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিদের বড় কবি বলা হয়।'

'দূর। কোথায় গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল দিয়ে কী লাভ!'

এইসময় ফোন বাজল। মিন্টুভাই রিসিভার তুললেন, 'হ্যাঁ। বলো। অ। বেশ তো ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি আসছি। বাই।'

মিন্টু ভাই উঠে দাঁড়ালেন, 'তাহলে ওই কথা রইল। আমাকে একটু যেতে হবে।'

মিন্টু ভাইয়ের সঙ্গে ওর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলো শাহিন। নিচে নেমে মিন্টু ভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনদিকে যাবে?'

'কাছেই। আপনি যান।'

মিন্টু ভাইয়ের গাড়ি বেরিয়ে গেল। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা পাক খাচ্ছিল, এখন একা হওয়ার পরে সিগারেট খেতে ইচ্ছে করল। পকেটে দুশো টাকা এসে গেছে। এক প্যাকেটের নিচে সিগারেট বিক্রি করে না। একটুও না ভেবে প্যাকেট কিনে নিয়ে সে সিগারেট ধরাল। যদি বাংলা অ্যাকাডেমির পুরস্কার সে পেয়ে যায় তাহলে গোটা বাংলাদেশের মানুষ তার নাম জেনে যাবে। তখন প্রথম আলো বা যুগান্তরে চাকরি পেতে অসুবিধে হবে না। নিশ্চয়ই কোনো বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হবে তাকে। ধোঁয়া ছাড়ল শাহিন। শেষ তিনজনের সে একজন। বাকিরা কারা? কোনো বিখ্যাত কবি কি আছেন? যদি বৃদ্ধ বিখ্যাত কবি থাকেন তাহলে তার কোনো চান্স নেই। শাহিন নিজেকে বলল, উত্তেজিত হয়ো না বন্ধু। তোমার কপালে শিকে ছিঁড়বে না। এখনই ভেবে নাও তোমাকে দেওয়া হচ্ছে না।'

'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে?' পেছন থেকে প্রশ্নটা আসতেই ঘুরে দাঁড়াল শাহিন। শবনম দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।' শাহিন সত্যি কথা বলল।

'কেন?' হঠাৎ যেন গুটিয়ে গেল শবনম।

'মিন্টু ভাইয়ের সঙ্গে আপনি কাজের কথা বলছিলেন বলে তখন বলতে পারিনি। থাকার কোনো ব্যবস্থা হয়েছে?' শাহিন জিজ্ঞাসা করল।

'ও।' এবার হাসল শবনম, 'না। কিন্তু বেশ সমস্যায় পড়েছি।'

'কীরকম?'

www.allbdbooks.com

'শমীক ভাই চাইছেন কোনো ভালো ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত যেন ওঁর বাড়িতে থাকি। সত্যি তো, ওঁর বাড়িতে থাকতে আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু দিনের পর দিন অনাত্মীয় একজনের বাড়িতে ঘর দখল করে আছি, দুবেলা খাচ্ছি, এটা আমাকে মোটেই স্বস্তি দিচ্ছে না। আবার সামসুদ্দিন সাহেব চাইছেন আমি যেন এখনই তাঁর বাড়িতে চলে যাই। উনি পাখিকে দিয়েও ফোন করিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গেলেও তো একই সমস্যা থাকবে। আমার কাছ থেকে ওঁরা একটা পয়সাও নেবেন না।

'ঠিক। তাহলে একটা মাস কোনোরকমে শমীক ভাইয়ের কাছে কাটিয়ে দিন।'

'আপনি যে ঘরটার কথা বলছিলেন সেটা এখনো খালি আছে?'

'মাসের মাঝখানে তো! খালি থাকারই কথা।' শাহিন বলল।

'একবার দেখতে যেতে পারি?'

'এখন?'

'আপনার অসুবিধে থাকলে আলাদা কথা। এখনো সন্ধে হতে দেরি আছে।'

'না না। আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে নেই। বেশ, চলেন, বাসে যাবেন, না সিএনজিতে?'

'আমার কোনোটাতেই অসুবিধে নেই।'

'বাসে অনেক দেরি হবে।' হাত বাড়িয়ে একটি সিএনজি থামিয়ে শবনমকে উঠতে বলল শাহিন। তারপর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে খানিকটা ব্যবধান রেখে উঠে বসল।

শবনম জিজ্ঞাস করল, 'ভাড়া ঠিক করে নিলেন না?'

'ঠিক ভাড়াটা আমি জানি। ওটাই দেব।' শাহিন বলল।

'ভাড়ার টাকা আমি দেব।'

'আশ্চর্য! আজ আমি দিনরাতের কবিতার জন্যে অনেক টাকা পেয়েছি।'

'সেটি আপনি নিজের জন্যে খরচ করবেন। আমার প্রয়োজনে যাচ্ছি, আপনি কেন ভাড়া দেবেন? আর দিতে চাইলে আমি সেটা মানব কেন?' শবনম বলল।

'আপনার আত্মসম্মানবোধ দেখছি মারাত্মক।'

'ওইটুকু ছাড়া যে আমার কিছু নেই।' শবনম রাস্তার দিকে মুখ ফেরাল।

গেন্ডারিয়ার পুরোনো ঘিঞ্জি এলাকার একটা গলিতে শাহিন শবনমকে নিয়ে

www.allbdbooks.com

ঢুকল। এখনো সন্ধে নামেনি, কিন্তু গলিতে ছায়া জমছে। বাচ্চারা তার মধ্যেই রবারের বল নিয়ে ফুটবল খেলছে। তৃতীয় বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে শাহিন বলল, 'এই অবধি এসে আপনার কী মনে হচ্ছে?'

'আসতে পারব।' শবনম শ্বাস ফেলল।

'তাহলে ঢুকুন। আমি থাকি দোতলার কোনার ঘরে। পঞ্চাশ বছর আগে আমার মামা ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন পনেরো টাকায়। পরে মামা থাকতেন। এখন আমি। পনেরো টাকা বেড়ে দুশো হয়েছে।' শাহিন সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বলল।

শবনম অবাক হয়ে গেল, 'এত কম ভাড়া?'

'দীর্ঘকাল থাকলে যা হয়।' শাহিন বলল। 'দাঁড়ান। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলি। তিনি দোতলায় থাকেন।'

একটা বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ল সে। শবনম দেখল সিঁড়িটা বেশ অপরিষ্কার। দেওয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে। হঠাৎ ওপর থেকে চিৎকার ভেসে এলো। 'কী? এত বড় কথা? শুয়োরের বাচ্চা আজ বাসায় আসুক। লাথি মাইর‍্যা মুখ ভাইঙ্গা দিব!' পুরুষকণ্ঠের এই হুঙ্কারের পরেই মহিলাকণ্ঠ শোনা গেল, 'আহা! নিজের ব্যাটাকে শুয়োরের বাচ্চা কেউ বলে?'

সামনের দরজা খুলে গেল। একটা বাচ্চা মেয়ে কিছু বলতে গিয়ে শাহিনকে দেখে থমকে গেল। তারপর 'নানি, নানি' বলে ভেতরে ছুটল।

শাহিন নবনমকে বলল, 'বাড়িওয়ালির নাতনি।'

ততক্ষণে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসেছেন। মোটাসোটা মহিলার পরনে সাদা কাপড়, কুচি না-দেওয়া। শাহিন বলল, 'আপনার চারতলার ঘর এখনো খালি আছে?'

'কেন?' ভদ্রমহিলার গলার স্বর বেশ পুরুষালি।

'যদি না হয়ে থাকে তাহলে ভাড়া দিতে বলতাম।'

'কে থাকবে? আমি কোনো ফ্যামিলিকে ভাড়া দেব না।' মহিলা জানালেন।

'না না। ফ্যামিলি থাকবে না। একাই থাকবে।'

'অ। চিৎকার-চেঁচামেচি করা চলবে না।

'ওসব হবেই না।'

'তোমার পরিচিত?'

'নিশ্চয়ই। এই যে এঁর কথা বলছি। এঁর নাম শবনম। কবিতা লেখেন।'

www.allbdbooks.com

'অ্যাঁ! এই মেয়ে একা থাকবে?

'হ্যাঁ। সকালে অফিসে চলে যাবে। ছুটি হলেই ফিরে আসবে।'

'কিন্তু অল্পবয়সী একটা মেয়েকে ভাড়া দেব না।' মাথা নাড়লেন মহিলা।

'কেন?' শাহিন জিজ্ঞাসা করল।

'একা মেয়ে থাকে জানলেই ব্যাটাছেলেরা ছোঁকছোঁক করবে।'

শবনম এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, 'ওসব চিন্তা আমার ক্ষেত্রে করবেন না। আমার কাছে কোনো পুরুষমানুষ আসবে না।'

'অ। তা একা কেন? বাপ-মা নেই?'

'আমি গ্রাম থেকে সবে এসেছি। এখানে কেউ নেই।'

'কোন জিলা?'

'ফরিদপুর। গ্রামের নাম মনকাড়া।'

'মনকাড়া? জানি। আমার এক দুলাভাইয়ের বাসা সেখানে। সোনাভাই বলে ডাকে সবাই।'

শবনমের মুখে হাসি ফুটল, 'খুব ভালো চিনি ওঁকে। আমাকে খুব স্নেহ করেন। জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।'

'অ। তাই নাকি!' ভদ্রমহিলা শাহিনের দিকে তাকালেন, 'ভাড়ার কথা বলেছ?'

'আপনি বলেন। শাহিন মাথা নাড়ল।

'আগে ঘর দেখুক। পছন্দ না হলে ভাড়ার কথায় কী লাভ? ভদ্রমহিলা ঘরের ভেতর চলে গেলেন। তারপর সেই বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে ফিরে এসে বললেন, 'এর সঙ্গে যাও। আমি চারতলায় উঠতে পারি না। বুকে হাঁফ ধরে।'

মেয়েটি তরতর করে উঠে যাচ্ছিল। তিনতলায় উঠতেই চার-পাঁচজন-নারী-পুরুষ দেখতে পেল। তারা শবনমকে দেখে বেশ অবাক হয়েছে বোঝা গেল। একজন মহিলা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে রে?'

'নতুন ভাড়াটে।' মেয়েটি না দাঁড়িয়ে জবাব দিল।

চারতলায় তিনটে ঘর। একটা বাথরুম। পশ্চিমদিকের ঘরের তালা খুলল মেয়েটি। তারপর ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল।

শবনম ঘরের ভেতর পা দিয়ে দেখল কোথাও ময়লা নেই। তবে দেওয়ালে জলের ভেজা দাগ রয়েছে। ঘরটি বড়জোর দশ বাই দশ হবে। একটা খালি তক্তপোশ পড়ে রয়েছে। জানলাও একটা।

www.allbdbooks.com

'বাথরুম দেখবেন?' মেয়েটি শবনমকে জিজ্ঞাসা করল।

'কোথায়?'

'আসেন।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে কোণের ঘরের সামনে গিয়ে চিৎকার করল, 'ভেতরে কে? জলদি বাইরে আসো। নতুন ভাড়াটে বাথরুম দেখবে।'

'আমার এখনো হয় নাই। ওয়েট করতে বল।' গলা ভেসে এল।

শবনম মাথা নাড়ল, 'থাক, দেখতে হবে না।'

'তাহলে চলেন, ভাড়ার কথাটা বলি গিয়ে।' শাহিন এগোল।

শবনম দেখল ওপাশের একটি ঘরের দরজায় একজন বয়স্ক মহিলা তাদের দেখছেন। ওরা যখন সিঁড়ির কয়েক ধাপ নিচে নেমে এসেছে তখন মহিলা দৌড়ে পেছনে চলে এসে চাপা গলায় ডাকলেন, 'শোনেন।'

ওরা ফিরে তাকাল। চটপট পেছন দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মহিলা ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা ক'জন থাকবেন?'

শবনম বলল, 'আমি একাই থাকব।'

'তাহলে বলি, এখানে আপনার না থাকাই ভালো।'

'কেন? শবনম অবাক হলেন।

'ওঁকে আমি বিশ্বাস করি না।' বলে মহিলা প্রায় দৌড়ে ওপরে চলে গেলেন।

শবনম শাহিনকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার বলেন তো?'

'বুঝতে পারছি না। এদের সঙ্গে তো আমার কথাই হয় না।'

ছোট মেয়েটি বলল, 'ওর বরটা খুব শয়তান।'

দোতলায় নেমে এসে ওরা দেখল বাড়িওয়ালি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

'কী? পছন্দ হলো?'

শবনম বলল, 'ঠিক আছে। পানি পাওয়া যায় তো?'

'আমার বাড়িতে পানির অভাব নেই। কী তুমিই বলো!'

শাহিন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। বাড়িওয়ালি হাসলেন, 'যখন পছন্দ হয়েছে আর আমার দুলাভাইয়ের গ্রামের মানুষ তাই আড়াই হাজার দিও। একমাসের আগাম আর মাসের ভাড়া, এই হলো গিয়ে পাঁচ হাজার।'

শাহিন বলল, 'ওঁর পক্ষে বেশি হয়ে যাবে। আপনি আগে যা পেতেন তাই নিন। দুলাভাইয়ের গ্রামের মেয়ের কাছে বেশি চাইছেন কেন?'

শবনম বলল, 'তাছাড়া এখানে থাকার সময়ে কেউ যদি আমাকে বিরক্ত করে, তাহলে তার দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।'

'তা কী করে হয়! বাইরের লোক যদি পেছনে লাগে—।'

www.allbdbooks.com

'বাইরের লোকের কথা বলছি না, এ বাড়ির অন্য ভাড়াটের কথা বলছি।'

বাড়িওয়ালির মুখ ছোটমেয়েটির দিকে ফিরল। 'কেউ কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ। যার বলার সে বলেছে।' মেয়েটি জবাব দিল।

বাড়িওয়ালি মাথায় হাত চাপড়ালেন, 'ওই এক উপদ্রব, বুড়ো হয়ে মরতে চলল, তবু মেয়েমানুষ দেখলেই মুখ থেকে লাল ঝরে। ঘরে বউ-বাচ্চা আছে সে-কথাও মনে থাকে না। বহুদিনের ভাড়াটে, তুলতেও পারছি না। তবে তুমি যদি শক্ত থাকো তাহলে কারও ক্ষতি করার ক্ষমতা থাকবে না। তাই দিও, দুইই দিও।'

ওরা নিচে নেমে এল। শাহিন বলল, 'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবেন। ভেবে বলবেন। আমার কোনো ফোন নেই। আমি দিনরাত কাগজে ফোন করে জেনে নেব।'

ওরা গলি দিয়ে হাঁটছিল। টিভিতে খবর পড়া হচ্ছে। পরপর কটা বাড়িতে একই চ্যানেল দেখছে বোধহয়। হঠাৎ শবনমের কানে এল, 'আজ বিকেলে বাংলা অ্যাকাডেমির সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। সংবেদনশীল কবিতার জন্যে এই বছর পুরস্কৃত হচ্ছেন তরুণ কবি শাহিন রহমান।'

নামটা শোনামাত্র শাহিনের হাত জড়িয়ে ধরল শবনম, 'আপনি পুরস্কার পেয়েছেন। আমি খুব খুশি হয়েছি শাহিন।'

শাহিনের মনে হচ্ছিল তার দুটো পা নিঃসাড় হয়ে গিয়েছে।

শবনমকে অবাক করে একটা সি এন জি নিল শাহিন। শবনম একটু ইতস্তত করছিল, শাহিন বলল, 'আমি যদি আমেরিকায় জন্মাতাম তাহলে আজকের দিনে লিমুজিন চড়তাম। রোজ রোজ তো বাসে ঝুলে যাই। চিন্তা করবেন না।'

চলন্ত যানে বসে শবনম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার এখন কেমন লাগছে?'

'কীরকম অবশ অবশ, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, টিভিতে ঠিক আমার নাম বলল তো?' মুখ ফিরিয়ে তাকাল শাহিন।

হাসল শবনম, 'শাহিন রহমান নামে আর কোনো কবি আছেন নাকি?'

'কী জানি! থাকতেও পারে। বাংলাদেশে—।'

www.allbdbooks.com

'থাক। জেনেশুনে কল্পনা করবেন না।' শাহিনকে থামিয়ে দিল শবনম। তারপর রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাত নামছে, আমাকে এখন ফিরতে হবে।'

'ফেরাতেই তো যাচ্ছি। আপনাকে শমীক ভাইয়ের কাছ নামিয়ে একটা আড্ডায় যাব। মধ্যরাত পর্যন্ত আমরা মদ্যপান করব। আহা।' শাহিন নিজের মনেই হাসল।

'আপনি ওসব খান নাকি? আড়চোখে তাকাল শবনম।

'মাঝে মাঝে। দলে পড়ে। নেশা নেই। আজ খাব আনন্দে।' শাহিন সরল গলায় বলল, 'আপনার নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে?'

'আশ্চর্য! আপনি মদ খেলে আমার খারাপ লাগবে কেন?' গম্ভীর হলো শবনম। শমীকের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে শাহিন বলল, 'আমি আর নামলাম না।' ঠিক তখনই শমীকের গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। শবনম নেমে গেটের কাছে চলে গিয়েছিল, শমীক গাড়ি থেকে নেমে শাহিনকে দেখে বলল, 'কী হে! তুমি নামছ না?'

'না। আমার একটু কাজ আছে।' মাথা নাড়ল শাহিন।

'ও। শবনমের সঙ্গে কোথায় দেখা হলো?'

'ওঁর অফিসে গিয়েছিলাম। মিস্টুভাইয়ের সঙ্গে দরকার ছিল।'

শবনম বুঝতে পারছিল শমীক শাহিনের খবরটা এখনো পায়নি। সে বলল, 'শাহিন ভাইয়ের কাজটা কী জিজ্ঞাসা করবেন না?'

'আরে! প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে, সেখানে নাক গলাবো কেন?

'উনি আজ উৎসব করতে যাচ্ছেন।' শবনম একটু মুখর হলো।

'উৎসব?' শাহিনের দিকে তাকাল শমীক।

এবার গাড়ি থেকে নেমে নিচু হয়ে শমীকের পা স্পর্শ করল শাহিন, 'ভাই, একটু আগে টিভিতে বলল আমি বাংলা অ্যাকাডেমির পুরস্কার পাচ্ছি।'

'অ্যাঁ?' চিৎকার করে উঠল শমীক। তারপর শাহিনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এত বড় খবরটা আগে বলোনি! ও, খুব খুশি হয়েছি আমি।'

'সেই জন্যে উনি মদ খেয়ে উৎসব করতে যাচ্ছেন।' শবনম বলল।

'ও, বাঃ। করো। আজকের রাতটা তোমার,' হাসল শমীক। 'পরে দেখা কোরো।' শমীক দরজার দিকে এগিয়ে যেতে শবনম তাকে অনুসরণ করল।

নিজের ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বসে থাকল শবনম। শাহিন পুরস্কৃত হয়েছে

www.allbdbooks.com

শুনে তার খুব আনন্দ হয়েছিল। একজন তরুণ কবির পুরস্কার পাওয়া মানে অনেক তরুণ কবির উৎসাহ বেড়ে যাওয়া। আরো ভালো লেখার জন্যে উদ্বুদ্ধ হওয়া। কিন্তু এতবড় ভালো খবর পেয়ে মদ খেয়ে উৎসব পালন করতে হবে কেন? নোবেল পুরস্কার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ কি মদ খেয়ে উৎসব করেছিলেন? বাংলা অ্যাকাডেমি পেয়ে যদি শাহিন আকণ্ঠ মদ খেতে চায়, তাহলে নোবেল পেয়ে রবীন্দ্রনাথের তো একমাস মদে ডুবে থাকা উচিত ছিল। বেশি মদ খেলে লোকে মাতাল হয়ে যায়। তখন তার কোনো হুঁশ থাকে না। মনকাড়া গ্রামে, বিশেষ করে হাটের দিনে ঘোর মাতালদের রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাদের বাড়ির লোক কোনোরকমে টেনে নিয়ে যায়। ওই অবস্থায় নিশ্চয়ই মানুষ আনন্দ পেতে পারে না।

একটা খারাপ লাগা ক্রমশ বুকের ভেতর পাক খেতে শুরু করল। তার খেয়াল হলো, শমীকও প্রতি রাতে নিয়ম করে মদ খান। অবশ্য সে-সময় তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না, ঘরের বাইরে আসেন না। কী আনন্দ পান শমীক? আহা, শমীক যদি খুব বড় পুরস্কার পান তাহলে আর কত মদ খাবেন?

এই কদিন অফিসে গিয়ে শবনম অনেক কিছু জেনেছে। যার একটা হলো, ঢাকা এবং কলকাতার কবিরা নাকি একসঙ্গে মিলিত হলেই পানের আসর বসান। যেসব কবির কবিতা সে পড়েছে বা নাম শুনেছে তাঁরা অত ভালো কবিতা লেখেন এবং পানও করেন? বরীন্দ্রনাথ দূরের কথা, জীবনানন্দ দাশ পান করতেন বলে কেউ তাকে বলেনি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই বেলের আওয়াজ শুনতে পেল শবনম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ওর হাসি পেল। মদ নিয়ে তার খারাপ লাগায় কার কী যায় আসে! এই যে সে এ-বাড়ির চমৎকার বাথরুম, শোওয়ার ঘরের আরাম ছেড়ে ভাড়া বাড়ির সোঁদা গন্ধের আধা-অন্ধকার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে সেটাও তো কাউকে বিব্রত করবে না। এই পাওয়াটা তার কল্পনাতীত ছিল। বরং ওই ছাদের একচিলতে ঘর মনকাড়ায় একটি চা-বানিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে ঠিকঠাক জায়গা বলেই মনে করা উচিত।

ভেজানো দরজায় শব্দ হলো। তারপর করিমের গলা শুনতে পেল শবনম, 'আপনার গোছল হইলে বাইরে আসেন আপা, চা রেডি।'

সাধারণত অফিস থেকে ফিরলে এইসময় তাকে চা বানিয়ে দেয় করিম। কিন্তু বাইরে ডাকে না। একটু অবাক হয়ে শবনম দরজা খুলে বাইরে এসে বেশ হকচকিয়ে গেল।

www.allbdbooks.com

খাওয়ার টেবিলে শাহিন একা বসে আছে। সে কিছু বলার আগে শমীক বেরিয়ে এল তাঁর ঘর থেকে, 'কী ব্যাপার হে, আচমকা মত বদলালে?'

শাহিন বলল, 'নাঃ। ভাবলাম রোজ যেটা করি, সেটা আজ নাইবা করলাম।'

শমীক শবনমের দিকে তাকাল, 'কি, তুমি খুশি তো?

শবনম বলল, 'বা রে! আমার খুশি হওয়ার কী কারণ আছে?'

শমীক মাথা নেড়ে চেয়ার টেনে বসল, 'অ্যাই ব্যাটা করিম, 'দাঁড়িয়ে দেখছিস কী! চা ঢাল। বসো শবনম। এই সময় টেবিলে বসে চা-পান অনেকদিন করিনি। আজ শাহিনের কল্যাণে হয়ে যাক।'

খেতে আরম্ভ করে শবনম শমীককে তার ঘরভাড়া করার কথা জানাল। চুপচাপ শুনল শমীক। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে তুমি থাকতে পারবে?'

'থাকতে তো হবেই।' বেশ জোরের সঙ্গে বলল শবনম।

শাহিনের দিকে তাকাল শমীক, 'তোমার কী মনে হয়?'

'প্রথমদিকে বেশ অসুবিধে হবে। মানিয়ে নিতে পারলে—।'

'কে মানিয়ে নেবে? শবনম? ও না হয় মানিয়ে নিল, কিন্তু ওখানে যারা থাকে তারা ওর বয়সী একা-মেয়ের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে?'

তারপর একটু চুপ করে বলল, 'দ্যাখো, আমি তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তবে যদি সমস্যায় পড়ো তাহলে দয়া করে এখানে চলে এসো।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ শমীক অন্যরকম গলায় কথা বললেন, 'তা তো হলো, আজ আমরা একটু আনন্দ করব না? শাহিনকে নিয়ে একটু আমোদ করা যাক, কী বলো শবনম?'

শবনম অবাক হয়ে তাকাল।

'চলো, আমরা আজ একটা ভালো রেস্তোরাঁতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করি। আমি আরো কয়েকজনকে ডেকে নিচ্ছি। শাহিন তুমি কি কাউকে ডাকতে চাও?' শমীক জিজ্ঞাসা করলেন হাসিমুখে।

'ডাকতে গেলে অনেককে ডাকতে হবে। তার চেয়ে থাক না।'

'ও। আমি মিন্টুভাই, বাহারভাই, মুকুলভাইকে ডাকছি। জানি না ওঁরা ফ্রি আছেন কি না। শবনম, তৈরি হয়ে নাও। আমরা আজ শাহিনের অনারে রুফটপে গিয়ে ডিনার করব।' চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল শমীক।

ঘরে চলে এল শবনম। দরজা ভেজিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়াল। তার যে পোশাক তা পরে অফিসে যেতেই লজ্জা করে, চোখ কান বুজে সে রয়েছে মাইনে পাওয়ার দিনটার জন্যে। শমীক

www.allbdbooks.com

ভাই যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে নিশ্চয়ই বড়লোকেরা যায়। সেখানে অফিসে যাওয়ার জামা পরে যে যাওয়া উচিত নয় তা সে জানে। কিন্তু কথাটা সে বলবে কী করে?

শেষপর্যন্ত শবনম ঠিক করল যা সত্যি তা না বলার কোনো যুক্তি নেই। অথবা সরাসরি সত্যি কথাটা না বলে অন্য কোনো দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কিন্তু সেইসঙ্গে মনে এল শাহিনের কথা। আকণ্ঠ মদ খেতে না গিয়ে শাহিন ফিরে এল কেন? শমীক ভাই হয়তো হালকা মনে প্রশ্নটা করেছিলেন এবং সে এড়িয়ে গিয়েছে; কিন্তু শাহিনের ফিরে আসাতে সে যে খুশি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। এখন সবাই মিলে রেস্তোরাঁতে গেলে তার নিশ্চয়ই ভালো লাগত। কিন্তু দারিদ্র সব জায়গায় অহংকার হিসেবে মানায় না।

সে ঠিক করল শমীক ভাইকে বলবে হঠাৎ শরীর খারাপ লাগছে। একটু শুয়ে থাকতে পারলে ভালো হয়। বলতে খারাপ লাগবে কিন্তু এছাড়া তো উপায় নেই। এই সময় দরজায় শব্দ হলো।

শবনম দরজা খুলে দেখল করিম দাঁড়িয়ে আছে। একটা শপিং ব্যাগ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সাহেব বললেন এটা পরে যেতে।'

'মানে?' শবনম অবাক।

'সাহেব আজ আপনার জন্যে কিনে এনেছেন।'

'কে, উনি তো খালি হাতে গাড়ি থেকে নেমেছিলেন।'

'ড্রাইভার দিয়ে গেছে আপা।'

শপিং ব্যাগ নিয়ে দরজা বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ড পরে শ্বাস ফেলল শবনম। তারপর ব্যাগ থেকে প্যাকেট বের করে চমকে উঠল। দারুণ সুন্দর দুটো সালোয়ার, কামিজ, ওড়না। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওগুলোর দাম অনেক। আচমকা কেঁদে ফেলল শবনম। দু চোখ থেকে হুড়মুড়িয়ে অশ্রু বেরিয়ে পড়ছিল দুই গালে।

মুখে কোনো প্রসাধন নেই, অযত্নে বেড়ে ওঠা চুলগুলো এ-বাড়িতে আসার পর বাথরুমে পাওয়া শ্যাম্পুর সৌজন্যে একটু ভদ্রস্থ হয়েছিল মাত্র; কিন্তু আড়ষ্ট শবনম যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন চেয়ারে বসে থাকা শাহিনের চোখ বড় হয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাঃ!'

হঠাৎ বিব্রত শবনম দেখল শমীক ভাই ধারেকাছে নেই। সে যেন কিছু

www.allbdbooks.com

শুনতে পায়নি এমন ভাব করে দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত পৌনে আটটা বাজে।

'তোমাকে, স্যরি, আপনাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।' শাহিন পরিষ্কার বলল।

'আপনি ভুল করলেন।'

'মানে?'

'আমাকে নয়, এই পোশাকটাকে আপনার সুন্দর মনে হচ্ছে।'

'অবশ্যই নয়। এই পোশাকটা তোমার সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বলতে পারো।'

হেসে ফেলল শবনম, 'আমার যে কোনো সৌন্দর্য ছিল তা পোশাকটা পরার আগে আপনার মনে হয়নি। যাকগে, আমরা কোথায় যাচ্ছি জানি না কিন্তু—।'

শবনমের কথা শেষ হওয়ার আগেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরা শমীক এসে দাঁড়াল সামনে, 'আমরা যেখানেই যাই না কেন, আমাদের মতো থাকব। চলো।'

রাত্রে গাড়িতে বসে ঢাকার রাজপথ দেখতে খুব ভালো লাগল শবনমের। শাহিন বসেছে ড্রাইভারের পাশে। শমীক ওপাশের জানালায় অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে। শবনমের মনে হলো এটা তার কল্পনাতেও ছিল না। কিছুদিন আগেও সে মনকাড়া গ্রামের অন্ধকারে বসে ভাবতে পারেনি যে, বিদেশি গাড়িতে বসে রেস্তোরাঁয় খেতে যাবে। কিন্তু এটা তার জীবন নয়। জীবন থেকে ছিটকে আসা ফেনার মতো এই সময়টুকুকে এখানেই ছেড়ে যেতে হবে।

শবনম আড়চোখে শমীকের দিকে তাকাল। শমীকের মুখ অন্যপাশে ফেরানো। ওঁর দেওয়া পোশাক পরে শবনমকে কেমন দেখাচ্ছে তা একবারও উচ্চারণ করেননি মানুষটা। না করে স্বস্তি দিয়েছেন খুব।

গুলশানের রুফটপ রেস্তোরাঁয় ভিড় ছিল কিন্তু শমীক ফোনে ব্যবস্থা করে রাখায় সুবেশি পরিচালক ওদের সেখানে নিয়ে গিয়ে বসাল সেখান থেকে ঢাকা শহরের খানিকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কাচের দেওয়ালের ওপাশে আকাশের তারা আর শহরের আলো যেন একসঙ্গে ঝকমকিয়ে অলৌকিক দৃশ্য তৈরি করেছে।

শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে?'

শবনম জবাব দেওয়ার আগে শমীক বলল, 'তুমি কি আশা করেছ ও খারাপ বলবে?'

'না—মানে—আমি তো এখানে প্রথম এলাম। আমার খুব ভালো লাগছে। সেটা ওর সঙ্গে শেয়ার করতে চাইলাম' বলে শাহিন কথা শেষ করল না।

www.allbdbooks.com

তুমি যত ওপরে উঠবে ততো নিচের পৃথিবীটাকে সুন্দর বলে মনে হবে। কিন্তু এই মনে হওয়াটা যদি মাটির ওপর দাঁড়িয়ে অনুভব করতে পারো তাহলে বুঝতে হবে তুমি কোথাও পৌঁছেছ।' শমীক হাসিমুখে বলল। শবনম এই কথাগুলোর মানে বুঝতে পারল না। কিন্তু চারপাশের পরিবেশ তাকে প্রশ্ন করার উৎসাহ দিল না।

একটু পরেই ওঁরা এসে গেলেন প্রায় একসঙ্গে। সবাই হই হই করে শাহিনকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। কবি মুকুল আহমেদ বললেন, 'এখন অনেকের বুক ঈর্ষায় পুড়বে হে। এত অল্প বয়সে পুরস্কার পেয়েছ, অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেল তোমার। ওদের ঈর্ষাকে শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত করতে হলে আরো ভালো লিখতে হবে।'

শমীক মাথা নাড়লেন, 'আচ্ছা, আমি ভালো, আরো ভালো লিখব ভাবলেই কি সত্যিকারের ভালো লেখা যায়? তাহলে তো কথাই ছিল না।'

মুকুল আহমেদ বললেন, 'লেখার ইচ্ছাটা যদি তীব্র না হয় তাহলে কী করে ভালো লেখা বের হবে? আমি লেখা মানে শব্দ বাক্য নিয়ে পরীক্ষার কথা বলছি না, বিষয় এবং তার বিস্তৃতির কথা বলছি।'

খাবারের অর্ডার দিল শমীক। কিন্তু সেই সঙ্গে আলোচনা চলছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল শবনম। এই মুহূর্তে পৃথিবীর জাগতিক সমস্যা ওঁদের সামনে নেই। সাহিত্যের নানান ব্যাখ্যা নিয়ে ওঁরা মত্ত হয়ে আছেন। বড়দের মুখে সেসব শুনে নিজেকে ধন্য মনে করছিল শবনম। সে শাহিনের দিকে তাকাল। আকণ্ঠ মদ খেতে চাওয়া শাহিন অথবা নিত্যরাত্রে মদ্যপান-অভ্যস্ত শমীককে এখন অন্যরকম লাগছে তার।

খাবার এসে গেলে শমীক জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন মিন্টুভাই, আপনার কাগজের তরুণ কর্মীটি কেমন কাজ করছে?'

মিন্টুভাই মাথা নাড়লেন, 'এখন বলা যাবে না।'

'কেন?'

'ওর মনে এখন হারাবার ভয় আছে। গ্রাম থেকে উঠে এসে শহরের জীবনের সঙ্গে যদি মানিয়ে নিতে না পারে সেই ভয়ে সবসময় কাঁটা হয়ে আছে।' মিন্টুভাই বললেন, 'ফলে ও এখন আমাদের চেয়ে বেশি সিনসিয়ার। এই ভয়টা চলে গেলে বোঝা যাবে ও কেমন কাজ করছে।'

মুকুল আহমেদ বললেন, 'তুমি তো শমীক ভাইয়ের বাসায় থাকছ?'

শবনম নীরবে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

www.allbdbooks.com

শমীক বলল, 'থাকছিল। কিন্তু আত্মসম্মানে লাগায় শবনম আজ শাহিনের সঙ্গে পুরোনো ঢাকায় গিয়ে ঘর দেখে এসেছে। বারোয়ারি বাড়িতে ছাদের ওপর ঘর। সেখানে গিয়ে স্ট্রাগল শুরু করবে।'

বাহার ভাই অবাক হলেন, 'স্ট্রাগল মানে?'

শমীক বলল, 'লেখক-কবিদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়। এই শাহিন যেমন করছে। আজ পুরস্কার পাওয়ায় হয়তো ওর সুদিন আসবে। শবনমকে অনেক পথ হাঁটতে হবে। গ্রাম থেকে ঢাকায় এসে টপ করে চাকরি পেয়ে গেছে। সেই চাকরিকে সম্বল করে ও জীবনযুদ্ধে নামবে।'

বাহার ভাই শবনমের দিকে তাকালেন, 'ব্যাপারটা খুবই ভালো। কিন্তু মা, শহরটাকে আরো একটু দেখে নিয়ে লড়াইয়ে নামলে কি ভালো হতো না?'

মিন্টুভাই মাথা নাড়লেন, 'আমি আপনার সঙ্গে একমত। শাহিন, তুমি ওকে ঘর দেখাতে নিয়ে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতে।'

শাহিন অবাক হয়ে তাকাল। মিন্টুভাই বললেন, 'শবনম যে থাকার জায়গা খুঁজছে তা জানলে আমি ওকে অফিসের ওপরের গেস্টহাউসে এক বছর থাকতে বলতাম।'

শাহিন বলল, 'সেটা এখন বলা যায় না?'

'না। শবনম, তুমি কাল অফিসে গিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন করলে আমি ব্যবস্থা করে দেব।' মিন্টুভাই কথাটা বলামাত্র সবাই সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল। শমীক নিচু গলায় শবনমকে বলল, 'এটা কিন্তু শাহিনের পুরস্কার পাওয়ার চেয়ে কম কিছু হলো না।'

আজ শুক্রবার। গোটা দিনে কিছু করার নেই। ঘুম থেকে উঠে বাথরুম থেকে বেরিয়ে খাওয়ার টেবিলে যেতে করিম এগিয়ে এল, 'এখন নাস্তা খাবেন, না শুধু চা দেব?' ঘড়ির দিকে তাকাল শবনম। দেওয়ালে একটা সোনালি রঙের ঘড়িতে এখন সময় সকাল আটটা। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছিল সে। একটু লজ্জা হলো। শমীক ভাই নিশ্চয়ই এর মধ্যে চা খেয়ে নিয়েছেন।

সে বলল, 'চা দিলেই হবে।'

www.allbdbooks.com

করিম চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। চেয়ারে বসল শবনম। চারধার শান্ত, খুব শান্ত। হঠাৎ তার চোখের সামনে মনকাড়া গ্রাম, শান্তি নদী চলে এল। নদীর ধারে দাঁড়ালে শুধু পানি আর হাওয়ার শব্দ ছাড়া কিছুই কানে আসত না। মিন্টু বাউল কেমন আছেন? ভাই কি তার কথা খুব ভাবছে? আচ্ছা, এখন যদি সে বাস ধরে মনকাড়ায় চলে যায়, তাহলে রাতের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে আসতে পারবে! হঠাৎ ইচ্ছেটা ফণা তুলে ছোবল মারতে লাগল তাকে। সে স্থির করল শমীক ভাইকে জানিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়বে।

চা নিয়ে এলো করিম, সঙ্গে আলাদা প্লেটে বিস্কুট। সঙ্গে একটা ভাঁজ করা কাগজ। বলল, 'সাহেব দিয়ে গেছেন।'

অবাক হয়ে কাগজের ভাঁজ খুলল শবনম। চারটে লাইন, 'শবনম, অকস্মাৎ চলে যেতে হচ্ছে ঢাকার বাইরে। যাওয়ার আমন্ত্রণ দীর্ঘদিনের ছিল, সময় বের করতে পারছিলাম না এতদিন। নিজের বাড়িতে আছ এটা ভেবে নিলে খুশি হব। শমীক ভাই। পুনশ্চ, বলে রাখি, কোনো অস্বস্তিকর অবস্থার যদি মুখোমুখি হও তাহলে চটজলদি সিদ্ধান্ত না নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। শমীক ভাই।'

শেষের লাইনটির অর্থ বুঝতে পারল না শবনম। কোন অস্বস্তিকর অবস্থার কথা বলছেন শমীক ভাই? কী হতে পারে? এই প্রায়-শূন্য ফ্ল্যাটে তার কাছে করিম ছাড়া কেউ নেই। করিম নিশ্চয়ই তেমন কিছু করতে পারে না যা তার পক্ষে অস্বস্তিকর হবে। শমীক ভাই যখন লিখেছেন তখন নিশ্চয়ই কোনো আশঙ্কা ওঁর মনে ছিল।

কিন্তু এখন সে কী করে মনকাড়ায় যাবে? শমীক ভাইকে না জানিয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত অভব্যতা হবে। শ্বাস ফেলল সে। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিল। টেবিলের একপাশে ভাঁজ করা আছে সকালের দুটো কাগজ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভাঁজ খোলা হয়নি এখনো। একটাকে টেনে নিলে সে। প্রথম পাতায় দুই বন্দি নেত্রীর বিরুদ্ধে নতুন নতুন মামলা সংযোজনের খবর। ডানদিকের নিচের অংশে চোখ আটকালো। শাহিনের ছবি। তরুণ কবির বাংলা অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়ার খবর বিশদে ছাপা হয়েছে। শাহিনের ছবিটি কীরকম আবছা দেখাচ্ছে। দেখতে দেখতে মনে ভালোলাগা এল শবনমের।

চা শেষ করে ঘরে ফিরে চিঠি লিখতে বসল সে। প্রথম চিঠিটা মিন্টু বাউলকে। তার সব খবর বিস্তারিতভাবে লিখে ভাইয়ের প্রসঙ্গে এল। আগামী

www.allbdbooks.com

মাস থেকে নিয়মিত টাকা পাঠাতে পারবে ভাইয়ের খরচ সামলাতে। আরো লিখল, মাইনে পেয়েই শুক্রবার সকালে সে পৌঁছে যাবে গ্রাম। যেহেতু এখনই ছুটি পাওয়া যাবে না অফিস থেকে তাই সেদিনই ফিরে আসতে হবে। ওই চিঠির পরে ভাইকেও কয়েক লাইন লিখল। ভালোভাবে থাকার, পড়াশোনার কথা লিখে আদর জানাল। দুটো চিঠি একটা খামে ভরে পোস্ট করতে হবে মিন্টু ভাইয়ের ঠিকানা লিখে। আজ হবে না, কাল সকালে অফিসের পাশের পোস্ট অফিস থেকে পোস্ট করে দিলে হবে খাম কিনে।

কলম হাতে ধরা ছিল। শবনমের মনে হলো কতদিন সে নিজের লেখা লেখেনি। যে জন্যে মনকাড়া থেকে ঢাকায় এসেছে তা একদম বন্ধ হয়ে আছে। কাগজে হিজিবিজি আঁকতে লাগল শবনম। নাহ্। কোনো শব্দ মাথায় আসছে না। বুকের ভেতর থেকে উঠে সেটা মাথায় চলে যায়, মাথা সাজিয়ে-গুজিয়ে কলমে এনে দেয়। হঠাৎ মনে হলো তার বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। দরজায় শব্দ হলো। কলম রেখে শবনম দরজা খুলল। করিম দাঁড়িয়ে, বলল, 'আপনার ফোন এসেছে।'

বেশ অবাক হলো শবনম। তাকে কে ফোন করতে পারে? মনে হলো হয়তো শমীক ভাই ফোনে খবর নিচ্ছে। টেবিলে রাখা রিসিভার তুলে শবনম বলল, 'হ্যালো'।

'শবনম? আমি শাহিন।'

'ও।' চিৎকারটা শুনে হকচকিয়ে গেল শবনম।

'আজকের কাগজ দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কাল অবধি ভাবতাম, কবিতা তোমায় দিলাম ছুটি, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। আজ আর সেটা মনে হচ্ছে না।'

'আজ কী মনে হচ্ছে?'

'অভুক্ত দেহ থেকে যদি প্রাণ বেরিয়ে আসে, তাহলে দোয়া করো, শেষ মুহূর্তে সে যেন ঠোঁট নেড়ে বলে যায়, আমি কবি।'

'বাঃ।' অজান্তেই ভেতর থেকে শব্দটা বেরিয়ে এল।

'শোনো। যে-কারণে ফোন করছি। আজ সন্ধেবেলায় কয়েকজন তরুণ কবি আমাকে নিয়ে একটু আড্ডা মারতে চায়। আমি তোমার কথা ওদের বলেছি। ওরাও খুব আগ্রহী। তুমি ছটার সময় তোমার পত্রিকা-অফিসে চলে এসো,

www.allbdbooks.com

ওখানে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।' বলেই আচমকা ফোন রেখে দিল শাহিন।

রিসিভার হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল শবনম। এরকম কোনো আড্ডায় যাওয়ার কোনো বাসনা যে তার নেই তা বলার সুযোগ দিল না শাহিন। যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। প্রথমত, শমীক ভাই নেই। ওঁর অনুমতি ছাড়া সন্ধের পরে কোথাও যাওয়া অনুচিত। দ্বিতীয়ত, ওই আড্ডায় যারা আসবে তাদের সে চেনে না। পরিবেশ পছন্দ না হলে সে বেরিয়ে আসবে এবং সেটা শাহিনের মর্যাদা নষ্ট করবে।

ঘরে গেল সে। কিন্তু শাহিনের ওপর রাগ করা যায় না। লাইনটা কি এই মুহূর্তে শাহিনের মাথায় এল? নাকি ওর কোনো কবিতার লাইন যা সে ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছে? চোখ বন্ধ করল শবনম। 'অভুক্ত দেহ থেকে যদি প্রাণ বেরিয়ে আসে, তাহলে দোয়া করো, শেষ মুহূর্তে সে যেন ঠোঁট নেড়ে বলে যায়, আমি কবি।' আঃ বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল।

টেবিলে বসে কলম-কাগজে আঁচড় কাটতে কাটতে কয়েকটা শব্দ উপচে এল, লাইন হয়ে গেল।

হৃদয় উজাড় করা সেই ধার
শোধ হবে কি বিকিয়ে
ভালোবাসাও একলা বড়
মানুষকে বাদ দিয়ে।

মাথা নাড়ল শবনম। তারপর কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থেকে লিখল—

কেটে গেছে কত সূর্যমুখীর বেলা
খেলে গেছি শুধু বেহিসেবি ছেলেখেলা
তবুও পারিনি যেতে স্বপ্নান্তরে
যেহেতু তুমি, থেকে গেছ অন্তরে।

এই তুমি কে? নিজের মনে হাসল শবনম। যে তুমি থেকে গেছ অন্তরে তার ভার কি খুব বেশি? এত বেশি যে তাকে বহন করে স্বপ্নান্তরে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব?

একটা ঘোর লাগছিল এবং তখনই ঝনঝনিয়ে বেল বাজল। এত জোরে দরজার বেল এই বাড়িতে বাজে না। কেউ এল। যে এল তার নিশ্চয়ই খুব তাড়া আছে। কলম বন্ধ করল শবনম। কাগজ তুলে রাখল। ওপাশের ঘরে কেউ বেশ চেঁচিয়ে কথা বলছে। কণ্ঠস্বর একজন মহিলার।

www.allbdbooks.com

শমীক ভাইয়ের বাড়িতে কোনো মহিলাকে এখন পর্যন্ত আসতে দেখেনি শবনম। অবশ্য সে অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পরে যদি কেউ আসেন তাহলে অন্য কথা। কিন্তু এই মহিলার কথা অস্পষ্ট শোনা গেলেও যেরকম চেঁচিয়ে বলছেন তাতে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে তিনি এই বাড়িতে অভ্যস্ত।

একটু পরে দরজায় আবার শব্দ হলো। শবনম ওঠার আগেই ভেজানো দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন যে মহিলা তাঁর বয়স চল্লিশের আশেপাশে। পরনে হালকা নীল সালোয়ার-কামিজ। মাথায় চুল চুড়ো করে বাঁধা। হাতে লম্বা স্ট্র্যাপের ব্যাগ। চোখে চশমা। কয়েক সেকেন্ড ধরে জ্বলন্ত চোখে দেখে তিনি কথা বললেন, 'ও, তাহলে তুমিই সেই মেয়ে!'

উচ্চারণে এমন বিদ্বেষ ছিল যে তটস্থ হয়ে দাঁড়াল শবনম।

মহিলা ঘরের ভেতর পা ফেললেন, 'কদিন থেকে শুনছিলাম তোমার কথা। শমীক নাকি ফ্রেশ ফ্রম সয়েল এক কবিকে তুলে নিয়ে এসে নিজের বাড়ির টবে বসিয়ে রেখেছে। প্রথমে বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম লোকে ঈর্ষায় এইসব গল্প তৈরি করছে। কাল শমীককে ফোনে ধরলে সে কথাই বলতে চাইল না। তখন সন্দেহ হলো। লোকটা বলে কিনা, এটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। আরে কীসের ব্যক্তিগত? তোর কাছে কৈফিয়ত চাইবার ষোলো আনা রাইট আমার আছে। ঘাঘু, ভয়ংকর ঘাঘু লোক। ঠিক জানত আজ আমি এখানে আসতে পারি, তাই ভোরবেলায় কেটে পড়েছে। আরে পালাবি কোথায়?' মহিলা শ্বাস নিলেন। তারপর শবনমের টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে সশব্দে বসলেন।

হতবাক হয়ে গিয়েছিল শবনম। কোনোরকমে সে কথা বলল, 'আপনি কী বলছেন আমি তার কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'নেকু!' শব্দটা বলার সময় নাক দিয়ে শব্দ বের হলো মহিলার।

খুব খারাপ লাগছিল শবনমের। এরকম কথাবার্তা মনকাড়া গ্রামের কোনো নারীর মুখে সে কখনো শোনেনি।

মহিলা সোজা হয়ে বসলেন। 'শোনো, আমার নাম নীলা। তোমার বয়স বেশি নয়, শুনেছি গ্রাম থেকে এসেছ, তোমাকে একটা উপদেশ দিচ্ছি। যদি পারো আজই এ-বাড়ি থেকে অন্য কোথাও চলে যাও।'

শবনম জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'তোমাকে শেষ করে দেবে শমীক। লোভ দেখিয়ে কাছে টানবে। তারপর ছিবড়ে করে রাস্তায় ছুড়ে ফেলবে।' নীলা বললেন।

'খামোকা এসব করতে যাবেন কেন উনি?'

www.allbdbooks.com

'আরে। তুমি কি ছাগল? খামোকা? আরে টাটকা মেয়েমানুষ দেখলেই ওর জিভ লকলক করতে থাকে। মেয়ে হয়ে জন্মেছ, যথেষ্ট বয়স হয়েছে, পুরুষ কেন লোভ দেখায় তা এখনো বোঝোনি?'

মাথা নাড়ল শবনম, 'বিশ্বাস করেন, এখনো অভিজ্ঞতা হয়নি।'

'মিথ্যে কথা! এতদিন এখানে আছ আর শমীক তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে? হতেই পারে না। ও যখন সন্ধের পরে মদ খায়, তখন ওর ঘরে যাওনি?'

'না। সন্ধের পরে উনি আমার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, দেখা করেন না। আমার কাছে উনি একজন ভদ্রমানুষ।' শবনম বলল।

'ওটা ওর মুখোশ।' মাথা নাড়লেন নীলা। 'এ হে হে। মেয়েটা মরেছে। ওই মুখোশ দেখে ভুলো না। এই আমি, ওর লেখা পড়ে পাগল হলাম, ফোনে আলাপ করলাম। তখন আমরা আমেরিকায় থাকি। আমার স্বামী সেখানে ব্যবসা করে। টাকা-পয়সার অভাব ছিল না। কিন্তু ভালোবাসতে জানত না। একটা বাচ্চা হওয়ার পরে সেক্স নিয়ে আগ্রহ চলে গিয়েছিল। একমাত্র ধান্দা ছিল টাকা কামাবার। এইসময় আমি শমীককে ফোন করতাম। কার্ড শেষ হয়ে যেত, তবু মনে হতো কথা ফুরাত না। কী বোকামি।' চোখ বন্ধ করলেন নীলা।

চুপ করে শুনছিল শবনম। জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর?'

'তার পরের শীতকালে ঢাকায় এলাম দুসপ্তাহের ছুটিতে। আসার পরের দিনই ছুটে এলাম এই বাড়িতে। ফোন করে আসিনি। দরজা খুলল শমীক। আমাকে কোনোদিন দ্যাখেনি যে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, 'এসো নীলা।' আমি কেঁপে গেলাম। হাঁটতে গিয়ে পায়ে জড়িয়ে গেল। শমীক ধরে ফেলল আমাকে। হাত ধরে নিয়ে গেল ওর বেডরুমে। তুমি, তুমি ভাবতে পারবে না, ঘরে ঢুকে আমরা প্রথমে বিছানায় গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল জীবনে অত সুখ আমি কখনো পাইনি। যেন ফিরে যাওয়ার আগে বললাম, ডিভোর্স নিয়ে ফিরছি। আমাকে সারাজীবন তোমার সঙ্গে আইনসঙ্গতভাবে থাকতে দাও।

'ও হেসেছিল। বলেছিল, ভাবো। এত তাড়াহুড়ো করো না।

'আমি তখন বুঝিনি আমাকে নিয়ে খেলছে ও। আমি চলে গেলেই আর একটা মেয়ের সঙ্গে একই কাজ করবে। উঃ।'

চুপচাপ শুনছিল শবনম। এবার স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে?'

www.allbdbooks.com

'ডিভোর্স? ডিভোর্স মানে?' নীলার চোখ ছোট হয়ে গেল।

'বিবাহ-বিচ্ছেদ।' শবনম বলল, 'শমীক ভাইয়ের সঙ্গে আপনার ডিভোর্স হয়ে গেছে?'

'মাই গড! আমাদের তো বিয়েই হয়নি, ডিভোর্সের কথা বলছ কেন?'

'আপনি কি এখনো আগের স্বামীর সঙ্গে আছেন?'

'ভেরি মাচ! ওই মানুষটির সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে মেলে না ঠিকই কিন্তু ওর সবচেয়ে বড় গুণ হলো কোনো মেয়েমানুষের দিকে ও তাকায় না। ওর শরীর অক্ষম বলে আমার সাধ-আহ্লাদ মেটাতে পারে না। কিন্তু আমি ইচ্ছেমতো যা খরচ করি সে তাতে বাধা দেয় না। খামোকা ডিভোর্স করব কেন?' নীলা মাথা নাড়লেন।

'আপনার সন্তানের বয়স এখন কত?'

'নয় পেরিয়ে গেছে।'

'ছেলে না মেয়ে?'

'ছেলে। এসব কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

'আপনার তো প্রায় সবই আছে। তবু শমীক ভায়ের সঙ্গে কেন এমনভাবে জড়িয়ে গেলেন?' শবনমের জানতে খুব ইচ্ছে করছিল।

'আমি ভালোবাসার কাঙাল ছিলাম। ভালোবাসার জন্যে সবকিছু করতে পারতাম।'

নীলার কথাগুলো শুনে শবনম হাসল, 'আপনি কি কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম শুনেছেন? ইন্ডিয়াতে থাকেন!'

'কবি? উনি তো নভেল লেখেন।

'কবিতাও লেখেন। উনি লিখেছেন কবিতার জন্যে অমরাবতীও ত্যাগ করতে পারেন। আপনিও তাই বলছেন।'

'হ্যাঁ। আমি শমীকের কাছে ভালোবাসা পেতে চেয়েছিলাম। ওর লেখা বইগুলো পড়ে মনে হতো এই মানুষটাই আমাকে ভালোবাসা দিতে পারে। যোগাযোগ করলাম। ঢাকায় এলাম। মনে হলো আমি ভালোবাসায় ভরে

www.allbdbooks.com

গেলাম। ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়নি তবু যেতে হলো। গিয়ে রোজ ওকে ফোন করতাম। আমার স্বামী রাত সাড়ে নটায় তার বিছানায় শুনে পড়ত। দুজনের ঘর ছিল আলাদা। রাত বারোটার সময় নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় ফোন করতাম। কার্ড না ফুরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কথা বলে যেতাম। বেশিরভাগ সময় আমিই বলতাম। ও বলত, আমি লিখতে পারি, বেশি বলতে পারি না।' নীলা যেন স্বপ্নের স্বরে কথা বলছিলেন।

'তারপর?'

'পরের বছর আবার এলাম। সেই একইরকম আনন্দ। বললাম, মন স্থির করে ফেলেছি। সে আমাকে আরো সময় নিতে বলল। কিন্তু আমার মনে হতো ওকে পাওয়ার বিনিময়ে আমি গোটা পৃথিবীটা স্বচ্ছন্দে হারাতে পারি। দ্বিতীয়বার ফিরে গিয়ে একটু একটু করে ছেলের বাবাকে বোঝাতে লাগলাম যে তার সঙ্গে থাকতে চাই না। সে প্রথম দিকে বুঝেও না বোঝার ভান করল। যেদিন রাত্রে ওর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলব বলে ঠিক করলাম সেদিন ভোরবেলায় ঢাকা থেকে আমার এক বান্ধবী ফোন করে বলল,

'নীলা, পুরুষজাতটাকে বিশ্বাস করিস না।'

'কীরকম অস্বস্তি হলো! ওই বান্ধবীর স্বভাব শকুনের মতো। আকাশে উড়লেও নজর থাকত কোথায় কোন মড়া পড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'একথা কেন বলছিস?'

'তোর প্রেমিকের খবর রাখিস? ও এখন ইন্ডিয়ায় গিয়েছে। এখন যে মেয়েটি গল্প লিখে খুব নাম করেছে সেই দিলারা ওর সঙ্গে গিয়েছে। বান্ধবী খবরটা দিল। সঙ্গে সঙ্গে শমীককে ফোন করলাম। ওর ওই চাকরটা বলল, সাহেব ইন্ডিয়ায় গিয়েছেন। দিলারার ফোন নাম্বার জোগাড় করলাম ঠিকানার অফিস থেকে। ওর বাসায় ফোন করে একই কথা শুনলাম, আপা ইন্ডিয়াতে কনফারেন্সে গিয়েছেন।

শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম শমীক বিছানায় আমার সঙ্গে যা যা করত তাই দিলারার সঙ্গে করছে। মনে হলো আত্মহত্যা করি। তারপরেই ভাবলাম, কেন করব? রাত্রে আমার ছেলের বাবা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কী কথা আজ বলবে বলেছিলে?' আমি মাথা নেড়েছিলাম, 'না, তার দরকার নেই।' নীলা একটানা কথাগুলো বলে চোখ বন্ধ করল।

শবনম মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। নীলা থামলে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি সত্য-মিথ্যা যাচাই করলেন না?'

www.allbdbooks.com

'শোনো। কারো সঙ্গে যখন ভালো সম্পর্ক থাকবে তখন কেউ তোমাকে বিরূপ খবর দেবে না। যেই সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে দেখবে লোক যেচে যেচে তার সম্পর্কে খারাপ খবর তোমাকে জুগিয়ে যাচ্ছে! মাস দুয়েক পরে আমেরিকায় বাংলাদেশিরা একটা অনুষ্ঠানে শমীককে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যায়। সেই দলে শমীক ছাড়া দুইজন গায়িকা ছিল। ওদের রাখা হয়েছিল যে হোটেলে সেখানে আমি চলে গিয়েছিলাম। অবাক হয়ে দেখলাম শমীক আমাকে বেশ উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। ওর ঘরে যেসব লোক ছিল তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল আমার বান্ধবী বলে। তারপর যখন একা হলাম তখন সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নাকি আমার ওপর খুব রেগে গেছ?'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কী মনে হচ্ছে?'

'রেগে না গেলে তোমার দৈনিক টেলিফোনটা বন্ধ হবে কেন? তাছাড়া তোমার এক বান্ধবী ফোন করে জানিয়েছিল যে, তুমি আমাকে সন্দেহ করছ। তুমি নাকি খবর পেয়েছ আমি ইন্ডিয়াতে গিয়ে দিলারার সঙ্গে হোটেলের এক ঘরে থেকেছি।'

'বান্ধবীর নামটা জানতে পারি?'

শমীক আমাকে যার নাম বলল সে-ই ফোনে খবরটা দিয়েছিল। মনে হতে লাগল, আমি কি ভুল ভেবেছি। কিছুক্ষণ স্বাভাবিক কথা বলার মধ্যে আবার একজন লোক ওকে ডাকতে এল। তার কাছ থেকে সময় চেয়ে নিয়ে শমীক আমাকে হোটেলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে মনে হলো, আজ শমীক একবারও আমাকে আদর করেনি। একবারও জড়িয়ে ধরেনি। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম দিন থেকে এরকমটা কখনো হয়নি। মন খারাপ হয়ে গেল। সেই খারাপ লাগার কথা ওকে জানানোর জন্যে হোটেলে ফোন করলাম। কিন্তু অপারেটর জানালো নো রিপ্লাই হচ্ছে। ওকে নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত যে আমি পরপর কয়েকদিন কথা বলার সুযোগই পেলাম না। শেষদিন, যেদিন ও ফিরে আসবে, সেদিন আমার ছেলের বাবা বলল, 'তোমার ফোন, শমীক সাহেব ফোন করেছেন।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ছুটে গেলাম রিসিভার তুলতে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, 'হ্যালো!'

'নীলা, এয়ারপোর্ট থেকে বলছি। কদিন এত ব্যস্ততার মধ্যে কাটল যে একদম সময় বের করতে পারিনি। খুব ইচ্ছে ছিল তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করব। এবার হলো না। আবার নিশ্চয়ই আমাদের দেখা হবে। রাখলাম।' শমীক

www.allbdbooks.com

আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল। মনে হলো কনকনে ঠাণ্ডা জল আমার শরীরে ঢেলে দিল।

ঠিক করলাম আর ওর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখব না।

কয়েক মাস পরে আমার ছেলের বাবা ঢাকায় এলো। দশদিন ছিল। একদিন ফোনে বলল, 'শমীক সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।' ফিরে গিয়ে কী প্রশংসা। অত্যন্ত ভালো মানুষ। ওকে নিয়ে ঢাকা উত্তরা ক্লাবে আড্ডা মেরেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কীভাবে আলাপ হলো?' সেই বান্ধবীর নাম করল। সে-ই নাকি আলাপ করিয়ে দিয়েছে। একদিন বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছিল শমীক। শুনে রাগে শরীর জ্বলে গেল। পরেরবার যখন ঢাকায় এলাম তখন না জানিয়ে চলে এলাম। শমীক আমাকে বলল, 'তুমি ও তোমার স্বামী আমার ভালো বন্ধু। এই বন্ধুত্বটা শেষ পর্যন্ত থাক, তাই চাই।'

'তাহলে তুমি আমার সঙ্গে ওইরকম সম্পর্ক করলে কেন?' নীলা তাকাল শবনমের দিকে, 'লোকটা কী বলল জানো? আমি তো একা করিনি। তুমিও করেছ। তাছাড়া হঠাৎ একটা আবেগে আক্রান্ত হয়েছিলাম আমরা। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাস্তবে ফিরে আসতে হয় সবাইকে।'

আমি অনেক কান্নাকাটি করলাম। রাগ করলাম। শেষ পর্যন্ত আমি ওকে শাসালাম, 'আমাকে নিয়ে যে ছেলেখেলা করলে তা যদি আবার অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে করো তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না। আমার যা হবার তা হবে, তোমার মুখোশ আমি পাবলিকের সামনে খুলে দেব।'

আমি সেদিন চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে অ্যাপয়েন্ট করেছিলাম যাতে তারা শমীক-সংক্রান্ত সব খবর আমাকে দেয়। এর মধ্যে কয়েকজন মহিলার নাম ওরা আমাকে দিয়েছে কিন্তু ওদের সঙ্গে যে সম্পর্ক করেছে শমীক তার কোনো তথ্য দিতে পারেনি। কদিন আগে ফোনে ওরা তোমার কথা বলে। তুমি নাকি একেবারে শমীকের বাড়িতেই থাকছ। কোন একটা গ্রাম থেকে শমীক তোমাকে নাকি তুলে এনেছে। খবর পেয়েই আমি চলে এসেছি।' নীলা থামল।

'আপনি মিছিমিছি কষ্ট করলেন।' শবনম বলল।

'তার মানে?'

'শমীক ভাই আমার কাছে শ্রদ্ধেয় মানুষ। আপনার এত কথা শোনার পরেও আমার ধারণা বদলাচ্ছে না। আমি তাকে বড়ভাই হিসেবেই ভাবব।'

'সে তোমাকে অন্য চোখে দ্যাখেনি?'

www.allbdbooks.com

'কখনই নয়। আমি বাসাভাড়া করে চলে যেতে চাইলেও তিনি আপত্তি করেননি। আচ্ছা আপা, আপনি ভেবে দেখুন তো, যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে আপনার কি কোনো দায়িত্ব ছিল না?' শবনম জিজ্ঞাসা করল।

'কী বলতে চাইছ তুমি?' সোজা হয়ে বসলেন নীলা।

আপনি একজন বিবাহিত মহিলা সন্তানের মা। হয়তো আপনার নিঃসঙ্গ জীবন ছিল। স্বামীর সঙ্গে মানসিকতায় মিলছিল না। কিন্তু বই পড়ে আপনার মনে হলো লেখকের সঙ্গে আপনার মনের মিল আছে। লেখক তো গল্পের প্রয়োজনে শব্দ ব্যবহার করেন। এক-একটা গল্পে এক এক রকম অনুভূতির কথা বলেন। তবু আপনি ওঁর প্রেমে পড়ে গেলেন। তারপর ফোন করে রোজ কথা বলতে লাগলেন। এই পর্যন্ত না হয় মানা গেল কিন্তু ঢাকায় ছুটে এসে ওর বাড়িতে চলে এলেন। আপনি এমন বিগলিত ছিলেন যে, প্রথম দর্শনেই কথা শুরুর আগে শারীরিক সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আপত্তি জানালেন না। একবারও ভাবলেন না স্বামী বা সন্তানের কথা। ঠিক করেছেন?'

'আসলে আমি তখন এমন ঘোরের মধ্যে ছিলাম।'

'এই ঘোর কিন্তু কয়েক বছরেও কাটেনি।'

'হ্যাঁ। ঠিক।'

'আবার বান্ধবীর ফোন পেয়েও সন্দেহে জ্বলে উঠেছিলেন।'

'আমি ওকে কারো সঙ্গে শেয়ার করার কথা ভাবতে পারতাম না।'

'অথচ আপনি স্বামীর কাছে ফিরে যান। সেখানে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে আপনি কীরকম আচরণ করেছেন তা শমীক ভাইয়ের পক্ষে আপনার কথায় বিশ্বাস করে ভেবে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। আচ্ছা যদি উলটো হতো তাহলে আপনি কী করতেন?'

নীলা আচমকা উঠে দাঁড়ালেন, 'তোমাকে দেখে ছোট্ট মেয়ে বলে ভাবছিলাম, গ্রামে থাকো তাই বোকাসোকা হবে। কিন্তু তুমি যেভাবে আমাকে অপমান করছ—।' রাগে কথা বলতে পারছিলেন না তিনি।

'যা সত্যি তাকে স্বীকার করাটাই মানুষের কাজ।' হাসল শবনম, 'তবে আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি এ-বাড়িতে বেশিদিন থাকছি না।'

'সেকি? কেন?'

'প্রথমত, শমীক ভাই আমাকে অনুগ্রহ করে থাকতে দিয়েছেন। আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমাকে ঢাকায় আসার সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন। কিন্তু

www.allbdbooks.com

এখানে থাকার জন্যে যেমন তিনি কোনো টাকা নেবেন না তেমনি তা দিতে চাওয়া মানে আমার পক্ষে ধৃষ্টতা দেখানো। তাই অফিসের ওপর একটি ঘরে আমি চলে যাচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' শবনম হাসল।

নীলা মুখ নিচু করল। তারপর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে করিম এসে দাঁড়াল দরজায়, 'আপা।'

শবনম তাকাল।

করিম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি সত্যি চলে যাবেন এখান থেকে?'

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল শবনম।

শ্বাস ফেলল করিম। 'আবার বাড়িটা খাঁ-খাঁ করবে। আর সেই সুযোগে এইসব ডাইনিরা মাথা খেতে চলে আসবে।'

শবনম বল, 'তোমার সাহেব কচি খোকা নন। তিনি যদি নিজের মাথা ওদের খেতে দেন তাহলে দোষটা তো তাঁরই।'

সারাটা দিন কীরকম উদাস-উদাস কেটে গেল। কবিতার লাইন মাথায় এল না। দুপুরের খাওয়ার পর শবনমের মনে হলো আর এখানে থাকা উচিত নয়। একটা পত্রিকা অফিসে চাকরির সুবাদে সে ঢাকা শহরে কোনোরকমে থাকতে পারে। ওই মাইনেতে বড় ইলিশ বা বাগদা চিংড়ি খাওয়া অসম্ভব। অথচ এই বাড়িতে এসবই নিত্য রান্না হয়। এত দামি চালের ভাত শবনম মনকাড়া গ্রামে কখনো খায়নি। এখানে নাস্তায় লাচ্ছা পরোটা, মাংস, মিষ্টি দিয়ে যে খাওয়া শুরু হয় রাত্রের শেষ খাওয়াতেও তার মান কমে না। অথচ এগুলো কিনে রান্না করে খাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। সে মিন্টুভাইয়ের উদ্দেশে দরখাস্ত লিখল মন দিয়ে। আবেদন করল তাকে একটা থাকার জায়গা দিলে সে কৃতজ্ঞ থাকবে।

সন্ধার মুখে শাহিনের ফোন এল, 'একি! তুমি এখনো বাসায়?'

'অত্যন্ত দুঃখিত। জানাবার উপায় থাকলে আগে জানিয়ে দিতাম। আজ আমার পক্ষে বের হওয়া সম্ভব নয়।' শবনম ফোনে বলল।

'কেন? কী হয়েছে?'

'মন ভালো নেই।'

'দূর। চলে এসো। আড্ডায় এলে মন ভালো হয়ে যাবে।'

'তাছাড়া শমীক ভাই আজ বাসায় নেই।'

'তো কী হয়েছে?'

'ওঁকে না জানিয়ে রাত্রে বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না।'

www.allbdbooks.com

'শবনম! তুমি শহরের মেয়ে হলে এত চিন্তা করতে না। ওকে!' ফোন রেখে দিলো শাহিন। শহরের মেয়েরা কি চিন্তা করে না? তা কি হয়? হাসল শবনম। তারপরেই থমকে গেল। মনকাড়া গ্রাম কেন, বাংলাদেশের কোনো গ্রামের বিবাহিত মহিলা নীলার মতো আচরণ প্রকাশ্যে করবে না। শহরে থাকায় কি নীলা সাহসী হয়েছে? নাকি এসব আমেরিকায় বসবাসের কুফল?

সন্ধের পর শমীক ফিরল। শবনম তখন নিজের ঘরে বসে গীতবিতান পড়ছিল। বইটি সে পেয়েছে বসার ঘরের আলমারিতে। বেল বাজল, দরজা খোলা হল এসব সে টের পেয়েছে। যে এসেছে সে যে শমীক ভাই তা বুঝতে পারল তার ঘরের ভেজানো দরজা শব্দ হওয়ার পরে। ডাক ভেসে এল, 'শবনম!'

'জ্বী।' উঠে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল শবনম।

'কী করছিলে? পড়াশুনা! কী বই ওটা?'

'গীতবিতান।'

'ওঃ।' তারপর হাসল শমীক ভাই, 'তুমি তো জানো আমি জন্মসূত্রে একজন হিন্দু। বাঙালি হিন্দুর কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। বেদ-গীতা আর্যদের, সংস্কৃত ভাষায় লেখা। তারা আমাদের এদেশে আসেনি। মুসলমানের জন্যে কোরান আছে, খ্রিস্টানের জন্যে বাইবেল। তা পড়ে তাঁরা সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতে পারেন। শান্তি পান। আমার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ওই বইটি লিখে গেছেন। যা আমার সব কষ্ট মুছিয়ে দেয়।' আবার হাসল শমীক। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল শবনম। নীলার অভিযোগগুলো কি এই মানুষকে জানানো সম্ভব?

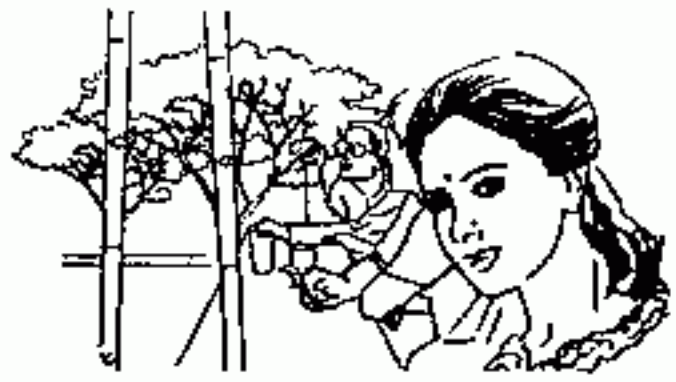

বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইল শবনম। যে মানুষটি মনে করেন গীতবিতান তাঁর একমাত্র ধর্মগ্রন্থ তিনি এরকম আচরণ করছেন কেন? শুধু নীলা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলার সুযোগ পেলে বাংলাদেশের অনেক রমণী এগিয়ে আসবেন। আসছেন না লোকলজ্জার ভয়ে। অথচ শমীক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। পাঠিকাদের কাছে তাঁর চাহিদা এতো প্রবল যে,

www.allbdbooks.com

প্রকাশকরা আগাম টাকা দিয়ে অপেক্ষা করেন একখানা বই পাওয়ার আশায়।

অবশ্য শমীক কী করছেন না করছেন তাতে তার কী আসে যায়! আগামিকাল অফিসে গিয়ে মিন্টুভাইকে দরখাস্ত দিয়ে অনুরোধ করবে যাতে ঘরটি দ্রুত তাকে দেওয়া সম্ভব হয়। যদি কালই তিনি ব্যবস্থা করে দেন তাহলে তো খুবই ভালো হয়। তার এই যাওয়ার ব্যাপারটা শমীক ভাইকে জানানো কর্তব্য। আর এখান থেকে চলে গেলে শমীক ভাইয়ের সঙ্গে আকস্মিক দেখা হওয়া ছাড়া যোগাযোগের কোনো সম্ভাবনা নেই। সে লক্ষ্য করেছে শমীক ভাই কোনো পত্রিকা অফিসে যান না। তাদের ওখানে তো নয়ই। মানুষ একটা স্তরে উঠে যাওয়ার পর তাকে ঘিরেই ভিড় জমে, তার কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কথাটা মনে আসতেই চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। মনকাড়ার নীল আকাশের অনেক উঁচুতে একটা চিল ভেসে বেড়াত। তার দিকে তাকিয়ে একসময় শবনমের মনে হত, কেউ যত উপরে উঠবে তত সে একা হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ ভাবল শবনম। তারপর ঘড়ির দিকে তাকাল। শমীক ভাই কি তাঁর প্রতি সন্ধ্যার অনুষ্ঠান শুরু করে দিয়েছেন?

দরজা খুলে বাইরে এল শবনম। কিচেনের সামনে দাঁড়িয়েছিল করিম, জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কিছু বলবেন আপা?'

'শমীক ভাই কোথায়?'

'তাঁর ঘরে।'

'একটু কথা বলতে চাই।'

করিমের মুখে অস্বস্তি ফুটল। সে ওপারে বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে সেখানে পৌঁছে দরজায় আলতো চাপ দিল। আধ ইঞ্চিটাক ফাঁক হলো দুটো পাল্লা। উঁকি দিলো করিম। তারপর হাসিমুখে ফিরে এসে মাথা নেড়ে নিচু গলায় বলল, 'যান। দরজায় শব্দ করবেন। উনি ভেতরে যেতে বললে আপনি যাবেন।'

শবনম এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াতেই শুনতে পেল ভেতরে গান বাজছে, 'বসিয়া আছ কেন আপন মনে,/ স্বার্থনির্মাণ কি কারণে/ চারিদিকে দ্যাখো চাহি হৃদয় প্রসারি/ ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি/ প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে...।'

দরজায় আলতো শব্দ করল শবনম। প্রথমবারে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু দ্বিতীয়বারে গানের আওয়াজ কমে গেল অনেকটা, শমীকের গলা ভেসে এল, 'কী হলো?' গলার স্বরে প্রবল বিরক্তি।

www.allbdbooks.com

দরজা ঠেলল শবনম, 'আমি—!'

'অ। কী ব্যাপার?' শমীক সোফায় বসে ঘুরে তাকাল।

'কিছু কথা ছিল।' নিচু গলায় বলল শবনম।

শবনম কয়েক পা এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল। সে লক্ষ্য করল শমীকের সামনের মদের বোতল অথবা গ্লাস নেই। স্বস্তি পেল সে। শমীক ভাই এখনো যে তার রুটিন অনুযায়ী পান শুরু করেননি জেনে শ্বাস ফেলল সে।

'কী বলতে চাও বলো।'

'আমি অফিসের ওপরে একটা ঘর পাওয়ার আশ্বাস পেয়েছি। হয়তো আগামিকালই পেয়ে যাব। তাই আপনাকে জানালাম।' শবনম বলল।

'ও। ঠিক আছে। ভালোই। তোমার যাতায়াতের ঝামেলা কমে যাবে।' বেশ নিরাসক্ত গলায় বলল শমীক।

শবনম তাকাল। যা বলার তা বলা হয়ে গেছে। গানটা তখনো বেজে জলেছে, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। সে বলল, 'যাই!'

'দাঁড়াও।'

শবনম ফিরে তাকাল।

'করিমের কাছে শুনলাম নীলা এ-বাড়িতে এসেছিল। তোমার সঙ্গে তার কথা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, উনি এসেছিলেন।' শবনম বলল।

'সে ব্যাপারে তুমি আমাকে কিছু বললে না তো!'

'কী বলব। আমার মনে হয় সেটা অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে।'

শুনে হাসল শমীক। তারপর বলল, 'আমি অনুমান করছি আজ তোমাকে অনেক তেতো শব্দ গিলতে হয়েছে। এই বাড়িতে না থাকলে তোমাকে ওই শাস্তি পেতে হতো না। যা তোমার প্রাপ্য ছিল না কিন্তু নিতে বাধ্য হলে, তার জন্যে অভিযোগ নেই?'

'কী হবে অভিযোগ করে! আপনি আমাকে গ্রাম থেকে তুলে এনে শহরে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন, থাকার জায়গা দিয়েছেন। আমার কোনো পরিচিতি ছিল না, আপনি সেটা আমাকে দিয়েছেন। আমার কৃতজ্ঞতাবোধ অভিযোগ তুলতে দেয়নি।' শবনম বলল।

'বসো।' হাত দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে দিলো শমীক।

'আমার মনে হয় এবার চলে যাওয়া উচিত।'

'কেন?'

www.allbdbooks.com

'এ সময় আপনি রুটিন কাজ শুরু করেন।'

'ঠিকই। কিন্তু আজ শরীরটা সেটা চাইছে না। দুপুরে বিশ্রী খাবার খেয়েছি। হয়তো অ্যাসিড হয়ে গিয়েছে। বসো।'

শবনম বসল।

শমীক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'নীলা তোমাকে যা বলেছে তা মিথ্যে নয়, অন্তত ওর কাছে সেগুলো খুব সত্যি।'

'সত্যি কি এক একজনের কাছে একই রকম থাকে না?'

'সবসময় নয়, এই যে সূর্য উঠলে ভোর হয়, সূর্য ডুবলে সন্ধে নামে, এটা পৃথিবীর সব মানুষের কাছে সত্যি। এই যে একটু আগে গানটা বাজছিল, ক্ষুদ্র দুঃখগুলোকে তুচ্ছ মনে করে হৃদয় প্রসারিত করো, অর্থাৎ আর একটু বড় হও দেখবে শূন্য জীবন আবার ভালোবাসায় ভরে যাবে, এই কথাগুলো আমাকে শক্তি জোগালো কিন্তু আর একজনের কাছে স্রেফ একটা গান হয়ে থাকল। অর্থাৎ আমার কাছে যা পরম সত্যি, তা আর একজনের কাছে নয়। ভালোবাসার ক্ষেত্রেও একটি পুরুষ তার নারীকে জড়িয়ে যা ভাবে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি নারী ভাবে। তাই দুজনের সত্যি কখনো এক হতে পারে না। নীলার সন্তান-স্বামী থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে এসে ওর মনে হয়েছিল ও ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে সে জোরালো স্বপ্ন দেখতে লাগল। তারপর ফিরে গেল যখন তখন স্বামী-সন্তানকে পাশে রেখেও আমাকে হারাবার ভয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।' শমীক থামল, 'তুমি মহাভারত পড়েছ?'

'ছোটদের মহাভারত পড়েছি।'

'না না, কাশীরাম দাসের বইটা পড়বে। দেখবে দ্রৌপদী একসঙ্গে পাঁচজন স্বামীর মনোরঞ্জন করেও কখনো কর্ণের কথা ভাবছেন, কখনো কৃষ্ণের কথা। সেটা ওঁর কাছে সত্যি। নীলা স্বামীর সঙ্গে থেকেও একই ভাবনা ভাবছে আমাকে নিয়ে। সেটা তো নীলার কাছে সত্যি। আবার এই কাজটা বেশিরভাগ মহিলা ঘৃণার চোখে দ্যাখেন। তাঁরা ভাবতেই পারেন না এমন দ্বিচারিণীত্ব। তাঁদের কাছে ওই আবেগ মিথ্যে।'

'নীলা আপাকে আমি বুঝতে পেরেছি।' শবনম বলল।

'তো?' তাকাল শমীক।

'আপনাকে বুঝতে আমার অসুবিধে হচ্ছে।'

মাথা নাড়ল শমীক, 'শবনম, আমি আজ অবধি নিজেকেই বুঝতে পারলাম না। একমাত্র লিখতে যখন বসি তখন আমি অন্য মানুষ। সেই মানুষ অসৎ

www.allbdbooks.com

নয়, জীবনের প্রতি দায়বদ্ধ, সাজানো বানানো কথা লিখতে যে পারে না। তার বাইরের আমি নিয়মছাড়া, কিন্তু বেলেল্লাপনায় অক্ষম। আমার কাছে যে নারী আত্মসমর্পণ করে এবং তাকে দেখে যদি আমার রক্তে উন্মাদনা আসে তাহলে আমি সাড়া না দিয়ে পারি না। তুমি যদি একে লাম্পট্য বলো তাহলে আমি আপত্তি করব। আমি তাদের পরিষ্কার বলি, আমাদের এই ভালোবাসাটা সম্পূর্ণ শারীরিক। যেদিন ভালোলাগাটা থাকবে না সেদিন আমাদের কোনো সম্পর্ক বয়ে বেড়াতে হবে না, কারণ আমরা কোনো সম্পর্ক তৈরি করছি না। এত স্পষ্ট কথা শুনেও যদি কেউ পিছিয়ে না যায় তাহলে আনন্দিত হতে আমার আপত্তি নেই। নিজেকে লম্পট ভাবার কারণ দেখি না।' কথার শেষদিকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছিল শমীক। ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে ওপাশের দরজা দিয়ে যখন ভেতরে চলে গেল তখন ওর হাঁটার ধরন ভালো লাগল না শবনমের।

বুকের মধ্যে অনেক কথা জমে যাচ্ছে, প্রশ্নগুলো মাথা তুলছে। কিন্তু শবনমের মনে হলো আজ কথায় পেয়েছে শমীক ভাইকে। উনি যতক্ষণ কথা শেষ না করবেন ততক্ষণ কোনো প্রশ্ন করবে না সে।

মিনিট তিনেক চলে গেল কিন্তু শমীককে ফিরতে দেখল না শবনম। জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। ওটা নিশ্চয়ই বাথরুম।

পাঁচ মিনিটের মাথায় সে উঠে দাঁড়াল। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ডাকল সে, 'শমীক ভাই!' কোনো সাড়া এলো না। জল পড়েই যাচ্ছে।

আরো দুবার ডাকল শবনম। এই সময় উনি স্নান করবেন কেন?

দরজায় শব্দ করল সে। কোনো আওয়াজ নেই। তারপরে জোরে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে আটকানো হয়নি। উঁকি মারতেই চিৎকার করে উঠল শবনম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। দৌড়ে বাইরে বের হতেই দেখল করিম ছুটে আসছে, 'কী হয়েছে আপা?'

'শমীক ভাই—শমীক ভাই—!' কথা বলতে পারছিল না শবনম।

ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল করিম। ততক্ষণে দরজার কাছে চলে এসেছে শবনম। শমীক বাথরুমের মেঝের ওপর পাশ ফিরে পড়ে আছে। কল থেকে জল বেরিয়ে পড়ছে তার পায়ের ওপর। সারা শরীর ভিজে গেছে ওর মধ্যে। করিম বলল, 'পা দুটো ধরুন আপা।'

ভেজা কাপড়েই শমীককে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। তারপর করিম ছুটে

www.allbdbooks.com

গেল টেলিফোনের কাছে। কাচের নিচে রাখা নাম্বারগুলো থেকে একটা নাম্বার দেখে নিয়ে ডায়াল করল, 'আমি করিম বলছি শমীক সাহেবের বাসা থেকে। সাহেব বাথরুমে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন।'

ওপাশের উত্তর শুনে করিম বলল, 'আপনি বাইরে যান আপা। আমি সাহেবকে শুকনো পোশাক পরিয়ে দিই।'

দৌড়ে বেরিয়ে এলো শবনম। এবং তারপরেই তার শরীর কাঁপিয়ে কান্না ছিটকে বের হলো। মেঝেতে পড়ে থাকা শমীকের মুখটা কী অসহায় দেখাচ্ছিল। দুটো চোখ খোলা। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে তার এমন অবস্থা হতে পারে। সে আল্লাকে ডাকতে লাগল। আল্লা, শমীক ভাইকে বাঁচিয়ে দাও।

ডাক্তার এবং অ্যাম্বুলেন্স প্রায় একসঙ্গে চলে এল। শমীকের তখনো জ্ঞান ফেরেনি। পরীক্ষা করে ডাক্তার জানালেন, তখনি নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হবে। করিমকে বাড়িতে রেখে শবনম শমীকের পাশে বসে নার্সিংহোমে আসছিল। মাঝে মাঝে হাত নাড়ছিল শমীক, ঠোঁট কাঁপছিল। মানুষটাকে এমন অসহায় দেখাচ্ছিল যে শবনম তাঁর হাত না ধরে পারেনি।

নার্সিংহোমে পৌঁছাতেই ওরা ওকে আইসিইউতে নিয়ে গেল। সেখানে কারো যাওয়া চলবে না। ডাক্তার বলে গেলেন, আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে ওঁর শরীর সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না। রিসেপশনের চেয়ারে পাথরের মতো বসেছিল শবনম। এখন রাত সাড়ে নটা।

খারাপ খবর বাতাসের আগে ওড়ে। এক ঘণ্টার মধ্যে নার্সিংহোম ভরে গেল মানুষে মানুষে। প্রকাশক, সম্পাদক, লেখক থেকে সাধারণ মানুষ চলে এসেছেন শমীকের অসুস্থতার খবর পেয়ে। টিভির চ্যানেলগুলো, রেডিও খবরটা ইতোমধ্যে প্রচার করেছে। ভিড় বেড়ে যাওয়ায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ সবাইকে ঢুকতে দিচ্ছে না ভেতরে।

কেউ একজন পাশের চেয়ারে বসতেই শবনম ক্লান্ত চোখে তাকিয়েই সোজা হয়ে বসল। মিন্টুভাই বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কী হয়েছিল?'

'কথা বলতে বলতে বাথরুমে গিয়ে কল খুলেছিলেন। তারপর আর শব্দ নেই। মেঝের ওপর পড়ে গিয়েছিলেন।' শবনম ধীরে ধীরে জানাল।

'সেন্স ছিল?'

'না।'

'কথা বলার সময় কি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন?'

www.allbdbooks.com

'না। শান্ত গলায় কথা বলছিলেন।'

'কী কথা?'

'নিজের সম্পর্কে।'

এই সময় গেটে খুব চিৎকার হচ্ছিল। জড়ানো গলায় কেউ বলছিল, 'শমীক ভাই অসুস্থ আর আমি ভেতরে যেতে পারব না? এই যে আমি বেঁচে আছি তা কার জন্যে জানেন? শমীক ভাইয়ের জন্যে!'

মিন্টুভাই বললেন, 'একটু আসছি।'

মিনিট খানেকের মধ্যে মিন্টুভাই ফিরে এলেন শাহিনকে নিয়ে। শাহিন ঠিকঠাক হাঁটছিল না। সামনে এসে শবনমকে দেখে শাহিন আচমকা কেঁদে উঠল। তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হলো।

শমীকের শুভানুধ্যায়ীরা আলোচনা করছিলেন কীভাবে শমীকের আত্মীয়দের খবর দেওয়া যায়। তারা কে কোথায় আছেন তা ওঁরা জানেন না।

মিন্টুভাই বলেন, 'শবনম, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। এখানে বসে থেকে কোনো লাভ নেই। আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত আমাদের কারো কিছু করার নেই। আমি আমার ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে। আর, কাল অফিসে আসতে ইচ্ছে না করলে এসো না।'

ভিড় ঠেলে নার্সিংহোমের বারান্দায় বেরিয়ে ড্রাইভারের খোঁজে মিন্টুভাই এগিয়ে যেতে শবনম দেখতে পেল কিছুটা দূরে একা দাঁড়িয়ে আছে নীলা আপা। চোখাচোখি হতে মুখ নামিয়ে নিল।

সে কথা বলবে কি না ভাবতেই মিন্টুভাইয়ের গলা শুনতে পেল, 'যাও, গাড়ি এসে গেছে।'

নার্সিং হোম থেকে বাড়িতে কোন রাস্তা দিয়ে গাড়িটা পৌঁছলো শবনম জানে না। পুরোটা পথ সে চোখ বন্ধ করে ছিল। একটা মানুষ কথা বলতে বলতে বাথরুমে গেলেন, যাওয়ার সময় জানতেন না তিনি পড়ে যাবেন একটু বাদেই। পড়ে যাওয়ামাত্র তাঁর চৈতন্য লোপ পাবে। তখন অর্ধমৃত হয়ে অন্যের দয়ায় পড়ে থাকতে হবে তাঁকে। যদি শমীকভাই ওই সময় একা বাড়িতে থাকতেন তাহলে কেউ ডাক্তারকে ফোন করত না, অ্যাম্বুলেন্স আসত না। কাল সকালে

www.allbdbooks.com

কেউ এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাঁকে আবিষ্কার করত বাথরুমের মেঝেতে। অক্সিজেন, স্যালাইন, ওষুধ শরীরে না যাওয়ায় তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করতে হতো। আর এসব যাওয়া সত্ত্বেও ওঁর শরীর সম্পর্কে ডাক্তাররা স্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন না আটচল্লিশ ঘণ্টা না গেলে। সুস্থ থাকার সময় মানুষ কল্পনাও করতে পারে না অসুস্থ হয়ে গেলে সে কোথায় পৌঁছাবে!

বেল বাজতেই করিম দরজা খুলল। তাকে দেখে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'সাহেব—!'

ঘরে ঢুকল শবনম, 'এখনো জ্ঞান ফেরেনি। চিকিৎসা শুরু হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার বলেছেন যে আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে কিছু বলা যাবে না!'

'তার অর্থ সাহেব মরে যেতে পারে—!' গলায় কান্না পরিষ্কার হলো করিমের।

শবনম কোনো কথা না বলে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। করিম চেঁচিয়ে বলল, 'আপা, আজ তো সাহেব ওইসব খাননি। তাহলে কেন এরকম হলো?'

দরজার কাছে গিয়ে শবনম একটু ভাবল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কখন কার এরকম হবে তা আন্দাজ করা যায় না।'

'আমি জানি কেন সাহেবের এই অবস্থা হয়েছে!' বেশ জোর দিয়ে বলল করিম।

'তুমি জানো?'

'হ্যাঁ আপা। ওই মেয়েমানুষটার খবর কেন যে সাহেবকে দিলাম! সেটা শোনার পরে সাহেব আপনার সঙ্গে কথা বলতে গেল। ফিরে যখন নিজের ঘরে গেল তখন ওর মুখ একদম অচেনা মনে হলো। প্রত্যেক সন্ধ্যায় যে লোক বোতল খোলে সেই লোক ঘরে চুপচাপ বসে রইল। ওই মেয়েমানুষটাই এইসবের জন্যে দায়ী। সাহেবকে এত বিরক্ত করে যে সাহেব আর মাথা ঠিক রাখতে পারেনি।'

শবনম ঘরে ঢুকে গেল। দরজা ভেজিয়ে সে খাটের ওপর বসতেই আচমকা শরীরে কাঁপুনি শুরু হলো। তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। তখনই কান্নাটা ছিটকে বেরুল গলা থেকে। বালিশে মুখ চেপে তাকে থামাল শবনম। মিনিট তিনেক পরে শরীর শান্ত হলো। আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকার পর কানে আওয়াজটা পৌঁছলো। বাইরের দরজার বেল বাজছে। শমীক পছন্দ করেন না বলে এই বাড়িতে সন্ধ্যার পর কেউ আসেন না। শবনম উঠে বসল। ওঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে যদি কোনো শুভানুধ্যায়ী এসে থাকেন তাহলে তাঁর

www.allbdbooks.com

সঙ্গে কথা বলা দরকার। দরজায় টোকা পড়ল এবং করিমের চাপা গলা কানে এলো, 'আপা, আপা?'

দরজা খুলল শবনম। করিমকে দেখে অবাক হলো সে। মুখটাকে হিংস্র দেখাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে করিমভাই?'

সেই মেয়েমানুষটা এসেছে। কি সাহস সাহেবকে আধমরা করেও শান্তি পায়নি, বাকিটা মারতে এসেছে।'

'ঠিক আছে। দরজা খুলে দাও।' শবনম শান্ত গলায় বলল।

'খুলব। খুলে শালীকে এমন ঝাড় দেব যে পালাবার পথ পাবে না।'

'না! তুমি কিছুই করবে না। মনে রেখ তোমার সাহেবের সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাছাড়া তোমার সাহেব এখন অসুস্থ, মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। এই সময় শত্রুমিত্র সবাই একসঙ্গে আল্লার কাছে দোয়া চাইলে আল্লা ওঁকে রক্ষা করবেন।' শবনম বলল। 'তুমি দরজা খুলে তোমার ঘরে চলে যাও।'

একবার শবনমকে দেখে নিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল করিম। তারপর কে এসেছে তা না দেখে চলে গেল চোখের বাইরে।

শবনম নীলাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে মহিলাকে। ঘরে ঢুকে তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। সে এগিয়ে গেল, 'আসুন।'

'আমি এই সময় এসে অসুবিধা করলাম না তো!'

'বিন্দুমাত্র না। বসুন।'

সোফায় বসলেন নীলা। তারপর কুণ্ঠিত গলায় বললেন, 'এক গ্লাস পানি—!'

'নিশ্চয়ই।' ডাইনিং টেবিলের জগ থেকে গ্লাস ভর্তি করে নিয়ে এগিয়ে দিলো শবনম। ভদ্রমহিলা যে খুব তৃষ্ণার্ত ছিলেন তা গ্লাস শেষ করার ভঙ্গিতে বোঝা গেল।

হাত থেকে গ্লাস নিয়ে টেবিলে রেখে শবনম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কীভাবে খবরটা পেলেন? আপনাকে আমি নার্সিংহোমে দেখেছি।'

'টিভিতে বলেছে। শুনেই নার্সিংহোমে ছুটেছিলাম। মুশকিল হলো ভেতরে যেতে না পারায় ওঁর শরীরের অবস্থার কোনো খবর পাইনি। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষে একজন নার্সকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম আইসিইউতে আছেন।' নীলা দুহাতে মুখ ঢাকলেন। তাঁর আঙুল কাঁপছিল।

'সবাই তো রিসেপশন পর্যন্ত গিয়েছিল। ওই অবধি গেলে অনেক আগেই খবর পেয়ে যেতেন।' সহজ গলায় বলল শবনম।

www.allbdbooks.com

'যেতে পারলাম না।' মুখ থেকে হাত সরালেন না নীলা। একটু থেমে বললেন, 'কেবলই মনে হচ্ছে ওঁর এই অবস্থার জন্যে আমি দায়ী। আমি যদি ওরকম বাড়াবাড়ি না করতাম তাহলে শমীকভাই অসুস্থ হয়ে পড়ত না।'

শবনম কথা বলল না। কিন্তু প্রতিবাদ করার তো কিছু নেই। নীলাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় থেকেই তো এই ঘটনা ঘটে গেল।

'আপা, দোয়া করুন। আটচল্লিশ ঘণ্টার পরে ডাক্তারেরা নিশ্চয়ই আমাদের বলবেন উনি বিপদমুক্ত। আমাদের সবার দোয়াকে আল্লা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হতে দেবেন না।'

'আটচল্লিশ ঘণ্টা! উঃ! এই আটচল্লিশ ঘণ্টা আমি চোখ বন্ধ করতে পারব না।' মুখ থেকে হাত সরিয়ে মাথা নাড়লেন নীলা।

শবনম বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেছে। আপনি এবার বাড়ি যান।'

'হাঁ। যাব। কিন্তু আটচল্লিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলে কেন? এরকম পেশেন্ট তো ওরা অনেক দেখেছে। শরীরের কন্ডিশন দেখে তো ওরা বুঝতে পারে পেশেন্ট কী অবস্থায় আছে।' নীলা বলল।

'হয়তো পারে কিন্তু ঝুঁকি নিতে চায় না বলে অপেক্ষা করতে বলে।'

হঠাৎ নীলার স্বর বদলে গেল, 'তুমি একটা কাজ করতে পারবে ভাই?'

'বলুন।'

'ডাক্তাররা যদি মনে করেন শমীকভাইয়ের অবস্থা ভালো নয় তাহলে আমি ওঁকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে চাই। তুমি রাজি করাতে পারবে?'

অবাক হয়ে গেল শবনম। কোনোরকমে বলল, 'কাকে রাজি করাবো?'

'ডাক্তারদের, ওঁর বন্ধুদের। আমি জানি শমীকভাইয়ের নিকট আত্মীয় বলতে কেউ নেই।'

'কিন্তু ওঁর যা অবস্থা তাতে কি নিয়ে যা সম্ভব? আমেরিকা তো অনেক দূরে। তাছাড়া তার খরচ নিশ্চয়ই খুব বেশি হবে।'

'হোক। ওঁকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে। এয়ারলাইন্সের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ওঁকে শুইয়ে নিয়ে যেতে হবে। একজন ডাক্তার সঙ্গে গেলে কোনো ভয় নেই।'

'আপনি এসব খরচ একা করবেন?'

'আমি নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ও বলেছে খরচের কথা চিন্তা না করতে।'

www.allbdbooks.com

'ঠিক আছে। আগে আটচল্লিশ ঘণ্টা কাটুক, তারপর বলব!'

নীলা ব্যাগ থেকে একটা টুকরো কাগজ বের করে দ্রুত লিখে বললেন, 'এটা আমার নাম্বার। কী হচ্ছে না হচ্ছে তা আমাকে জানিও ভাই।'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে প্রশ্নটা না জিজ্ঞাসা করে পারল না শবনম, আপা, আপনি যে শমীকভাইকে এতটা ভালোবাসেন তা আগে বুঝতে পারিনি। যদি ভালোই বাসেন তাহলে ওরকম ব্যবহার করতেন কেন?'

নীলা শবনমের সামনে উলটোমুখে দাঁড়িয়েছিলেন, ফিরে দেখলেন না। কয়েক সেকেন্ড ওইভাবে দাঁড়িয়ে দ্রুত নিচে নেমে গেলেন।

পরদিন অফিস যাওয়া হলো না শবনমের। শমীক হাসপাতালে, করিমের পক্ষে বাড়ি ছেড়ে দুবেলা সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। সকাল সকাল বেরিয়ে নার্সিংহোমে গিয়ে শমীকের খবর নিয়ে অফিসে পৌঁছে যায় শবনম। সকালে তেমন ভিড় হয়নি। কিন্তু বেলা বাড়ার পর শমীকের খবর নিতে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। দুপুরে মিন্টুভাই শবনমকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। বললেন, 'তোমাকে তিনদিন অফিসে আসতে হবে না।'

'কেন?' হকচকিয়ে গেল শবনম।

'নার্সিংহোমের লোকজন বলছে ওখানে আমাদের কারো থাকা উচিত। সবাই শমীকভাইয়ের খবর জানতে চাচ্ছে। কাল রাত্রে একটা ঘটনা ঘটে গেছে।'

'কী ঘটনা?'

'কিছু করার ছিল না বলে তুমি চলে যাওয়ার পরে আমরাও ফিরে এসেছিলাম। শাহিন বলেছিল ও রাতটা ওখানেই থাকবে। আমরা চলে আসার পর সে তার কষ্ট ভুলতে কোথাও গিয়ে মদ খেয়ে ফিরে যায় নার্সিংহোমে। সেখানে পৌঁছে শমীকভাইয়ের জন্যে কান্নাকাটি শুরু করে নার্সিংহোমের লোকজন অনেক বুঝিয়েও ঠাণ্ডা করতে পারে না। শমীকভাই যে ওকে কত ভালোবাসত তাই কেঁদে জানাতে থাকে। শেষপর্যন্ত ওরা আমাকে খবর দেয়। আমি গিয়ে ওকে জোর করে তুলে নিয়ে আসি।' মিন্টুভাই হাসলেন।

'এখন সে কোথায়?'

'সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের বাসায় চলে গেছে।' মিন্টুভাই বললেন, 'এরকম ঘটনা আর ঘটা উচিত নয়। তুমি বিকেল অবধি ওখানে থেকো।'

একটু দ্বিধা নিয়ে শবনম বলল, 'আমার আজ থেকে এখানে চলে আসার কথা ছিল—।'

www.allbdbooks.com

'জায়গাটা থাকছে। শমীকভাই সুস্থ হলে চলে এসো।'

নার্সিংহোমে পৌঁছে শবনম দেখল বেশ কিছু মানুষ বারান্দায় অপেক্ষা করছেন। ওঁরা যে শমীকের খবর নিতে এসেছেন তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। সে ভেতরে ঢুকে সোজা রিসেপশনে চলে এলো। রিসেপশনের পাশে একটা বোর্ডে লেখা রয়েছে, 'সাহিত্যিক শমীকভাইয়ের চিকিৎসা চলছে। অনুগ্রহ করে এখানে অপেক্ষা করবেন না।'

শবনমকে চিনতে পারল রিসেপশনের মেয়েটি। বলল, 'এতলোক আসছে যে আমরা সামলাতে পারছি না। বেশিরভাগই জানতে চাইছে বাঁচবেন কি না।'

শবনম বলল, 'আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এখানে থাকতে। আপনারা চিন্তা করবেন না। আমি কথা বলব।' তারপর গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কেমন আছেন উনি?'

'রেসপন্স করছেন। তার মানে আশাপ্রদ।'

গোটা দিন দর্শকদের সামলাতে হলো শবনমকে। শমীক কেমন আছে—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো বারংবার।

বিকেলের একটু আগে শাহিন এলো। উস্কোখুস্কো চুল। তাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না দারোয়ান। সে খেপে গেল, 'আশ্চর্য! এখন তো কোনো সমস্যা নেই। আমি পান করে আসিনি। তাহলে ভেতরে যাব না কেন?'

শবনম দারোয়ানকে ইশারা করে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল শাহিনের সামনে। শাহিন সরল গলায় বলল, 'দ্যাখো, এরা আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না।'

শবনম সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'কাল রাত্রে এখানে মাতলামি করা হয়েছে?'

'আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওরা সেটাকে মাতলামি ভেবেছে।'

'মিথ্যা কথা। নিজেকে স্তোক দিয়ে কী লাভ হয়?'

'আমি নিতে পারছিলাম না। এখন কেমন আছে?'

'যখন ওঁর পাশে দাঁড়ানো জরুরি ছিল তখন নেশা করে চৈতন্য হারিয়ে এখন এই প্রশ্ন করার কোনো যুক্তি আছে?'

'আমি ক্ষমাপ্রার্থী।' শাহিন চোখ তুলে বলল।

'এখনো আটচল্লিশ ঘণ্টা কাটতে অনেক দেরি আছে।'

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল শাহিন, 'এটা

www.allbdbooks.com

শমীকভাইয়ের বালিশের নিচে রেখে দিতে বলবেন?'

'কী এটা?'

'পড়ে দেখুন।'

ভাঁজ খুলল শবনম, গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, 'বাংলা ভাষায় লিখি নাম/আমার মায়েরে আমি/মাটি থেকে বুকে মোর তুলিয়া নিলাম।' অবাক হয়ে তাকাতেই শাহিন বলল, 'সুফিয়া কামাল।' বলে হাসল, 'এই লাইনগুলো ওঁর আত্মাকে স্নিগ্ধ করবে।'

'এতই যদি বোঝা হয় তাহলে ওসব গেলার কী দরকার।'

'শমীকভাইও তো গিলতেন।'

'কিন্তু কখনই মাতলামি করতেন না।' ভেতরে চলে এল শবনম। একটু দ্বিধা হচ্ছিল, কিন্তু সেটা অতিক্রম করল সে। রিসেপশনিস্টকে বলল, 'আচ্ছা, এই কাগজটাকে শমীকভাইয়ের বালিশের নিচে রাখা সম্ভব?'

ভাঁজ করা কাগজটা হাতে নিয়ে রিসেপশনিস্ট বলল, 'কী এটা?' তারপর নিজেই ভাঁজ খুলে পড়ল। অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুঠে উঠল ওর মুখে। একটু গাঢ় গলায় বলল, 'ডাক্তার সাহেব যদি অনুমতি দেন তাহলে—।'

শবনম সরে এল।

বিকেলে মিন্টুভাইরা চলে এলেন। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার পর ওঁরা জানতে পারল অসুখটাকে যতটা কঠিন ভাবা হয়েছিল ততটা নয়। জানার পর একটু স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হলো। তবে আটচল্লিশ ঘণ্টা না শেষ হওয়া পর্যন্ত শমীককে আইসিইউতেই রাখা হবে।

সন্ধের পরে কাউকে নার্সিংহোমে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে মিন্টুভাই বললেন, 'শবনম, আজ তোমাকে গাড়ি দিতে পারছি না। তুমি একা বাসায় যেতে পারবে তো?'

শবনম মাথা নাড়ল, 'পারব।'

'সন্ধে হয়ে আসছে। তুমি একটা রিকশা নিয়ে যাবে।' মিন্টুভাই চলে গেলেন।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই নীলাকে দেখতে পেল শবনম। ওর সঙ্গে কথা বলছে শাহিন। এমন মার্জিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে শাহিন যে কে বলবে এই ছেলেই গত রাত্রে মাতলামি করেছিল। নীলা হাত তুললে শবনম এগিয়ে গেল।

নীলা জিজ্ঞাসা রলেন, 'এখনো সেন্স ফেরেনি?'

www.allbdbooks.com

'বোধহয় না।'

'তোমাকে একটা খবর দিই। আমার স্বামী আজ ঢাকায় আসার জন্যে প্লেন ধরেছেন। কালই পৌঁছে যাবেন। ও আসা মানে আমার সমস্যার সমাধান।' নীলা হাসলেন।

'কী সমস্যা?' শবনম বুঝতে পারল না।

'বারে! শমীকভাইকে নিয়ে যেতে তো কিছু সমস্যা হবেই।'

রাগ হয়ে গেল শবনমের। এরকম কথা সে কখনো শোনেনি। প্রেমিককে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যেতে স্ত্রী স্বামীকে ডেকে পাঠিয়েছে! সে বলল, 'তার দরকার হবে না। ডাক্তার বলেছেন, শমীকভাইয়ের শরীর দ্রুত উন্নতি করছে।' কথা বলেই দ্রুত হেঁটে নার্সিংহোমের বাইরে দাঁড়ানো সিএনজিতে উঠে বসে শবনম গম্ভীর গলায় বলল, 'চলুন ভাই।'

নীলার স্বামী মোহম্মদ আবু ইসলাম একটু বেশি মাত্রায় ভালোমানুষ এবং ভালো মানুষেরা সবসময় আকাঙ্ক্ষিত হন না বলে আমেরিকাপ্রবাসী বাংলাদেশের পরিচিতদের ধারণা চালু আছে। ভদ্রলোকের ধ্যানজ্ঞান তাঁর ব্যবসা এবং সে ব্যাপারে তিনি বেশ সফল। প্রথমে পুরনো বাড়ি কিনে নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে বিক্রি করে মোটা লাভ করতেন। কিন্তু আমেরিকায় অর্থনীতির তারতম্য ঘটলে প্রথমে বাড়ির দামের ওপর তার প্রতিফলন পড়ে। গত বছরে যে বাড়ির দাম ছিল আট লাখ টাকা, এ বছরে সেটা সাড়ে চারে নেমে যাওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। আবু ইসলাম ভাগ্যবান মানুষ, তাই বড় লোকসান হওয়ার আগেই ওই ব্যবসা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ব্রুকলিনে অত্যন্ত অভিজাত রেস্তোরাঁ খুলেছিলেন। নিজে ভালো রান্না জানতেন কিন্তু সেগুলোকে আমেরিকান গ্রাহকদের স্বাদ অনুযায়ী পরিবর্তন করে নেওয়ায় তাঁর রেস্তোরাঁ জমে উঠল খুব তাড়াতাড়ি। রেস্তোরাঁর সমস্ত কর্মচারী বাংলাদেশ থেকে জীবিকার সন্ধানে আসা যুবক। ভাগ্যগুণে দুজন ভালো কুক পেয়ে যাওয়ায় খাবারের দাম অন্যান্য বাঙালি রেস্তোরাঁর থেকে একটু বেশি রাখতে পেরেছিলেন। তাছাড়া ব্রুকলিনের যে পাড়ায় আবু ইসলামের রেস্তোরাঁ তার এক মাইলের মধ্যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী

www.allbdbooks.com

নেই। দেখা গেল সাদা বা কালো চামড়ার আমেরিকানগণ রেস্তোরাঁটিকে পছন্দ করছেন এবং ভারতীয় বা বাংলাদেশিদের খুব একটা দেখা যেত না। আবু ইসলাম এই কারণে বেশ অহংকার প্রকাশ করতেন। প্রকাশ্যেই বলতেন, তাঁর রেস্তোরাঁর মান এত উঁচু যে আমেরিকান ছাড়া কেউ পা বাড়াতে সাহস পায় না।

ব্রুকলিনের রেস্তোরাঁ জমে যাওয়ায় কুইন্স বুলেভার্ডে তাঁর দ্বিতীয় রেস্তোরাঁ খুললেন। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলে বোঝাই যাবে না প্রথমটির থেকে দ্বিতীয়টির কোনো পার্থক্য আছে। ভাগ্যগুণে এটিও চমৎকার জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

আবু ইসলামের বদ্ধমূল ধারণা রেস্তোরাঁ-ব্যবসায় তাঁর সাফল্যের অন্যতম কারণ হলো নীলা। ব্রুকলিনের রেস্তোরাঁর নাম রেখেছিলেন নীলা। কুইন্সেরটার নাম নীলা-টু। স্ত্রীর নাম তাঁর ভাগ্য খুলে দিয়েছে। প্রতিমাসে মোটা রোজগার হচ্ছে। মনে মনে বেশ দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি। রেস্তোরাঁর কাজে বেশ সময় দিতে হয় বলে নীলাকে সঙ্গ দিতে পারেন না তিনি। এ ব্যাপারে প্রথম প্রথম অপরাধবোধ কাজ করত। এখন আর সেটা তেমন প্রবল নেই। সন্তানকে নিয়ে নীলা তার ইচ্ছেমতন জীবনযাপন করুক কিন্তু তাঁদের সম্পর্ক যেন নষ্ট না হয়, এই হলো তার বাসনা। তবে নিউইয়র্কের কোনো পুরুষের সঙ্গে নীলা যে কোনোভাবেই জড়িত নয় তা তিনি জানেন। শহরটা এত ছোট যে, এরকম কোনো সম্পর্ক তৈরি হলে হাওয়ার আগে খবর দৌড়ায়। কিছুকাল হলো নীলা দেশে যাচ্ছে একটু ঘনঘন। টেলিফোনের বিল বাড়ছে এবং সেটা যে দেশে ফোন করার কারণে তা জানার পর নিজেই দশ ডলারের অনেকগুলো কার্ড কিনে দিয়েছিলেন ওকে। তাতে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারবে স্বচ্ছন্দে। ফোনে কথা বললে যেটুকু সতীত্ব চলে যায় তা মেনে নিতে পারছেন আবু ইসলাম। অবশ্য নীলাই তাঁকে বলেছেন যে, বিখ্যাত লেখক শমীকের ফ্যান। তাঁর লেখার ভক্ত। আবু ইসলামের মনে হয়েছে, এটা হতেই পারে। তিনি নিজে বইপত্র পড়েন না বলে তাঁর স্ত্রীকে সাহিত্যপাঠ থেকে বঞ্চিত করবেন কেন? তাছাড়া লেখক তো আর অল্পবয়সে বিখ্যাত হন না। শমীকভাই নিশ্চয়ই প্রবীণ মানুষ। নীলার একাকিত্ব যদি একজন প্রবীণ লেখকের সঙ্গে কথা বলে কিছুটা দূর হয় তাহলে কোনো ক্ষতি নেই।

নীলা যখন দেশ থেকে টেলিফোনে শমীকের অসুস্থতার খবর দিয়ে ওঁকে

www.allbdbooks.com

আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর প্রস্তাব দিলেন তখন একটু ফাঁপরে পড়লেন আবু ইসলাম। ইনস্যুরেন্স ছাড়া ওদেশে চিকিৎসা করানো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ঘটনা। সেই বিল যদি তাঁকে পেমেন্ট করতে হয় তাহলে ব্যবসার লাভের অঙ্কে ধস নামবে। এইরকম ভাবামাত্র আবু ইসলাম ঢোক গিললেন। নীলার নামে রেস্তোরাঁ হওয়ায় তাঁর ভাগ্য খুলে গেছে। সেই নীলার ইচ্ছাপূরণ না করলে ভাগ্য যদি বিরূপ হয়। এই কার্পণ্যের কারণে তাঁকে হয়তো বড় মূল্য দিতে হবে। তিনি স্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন যে, ঢাকায় আসছেন।

রেস্তোরাঁ-ব্যবসায় কাঁচা ডলারের আয় এবং ব্যয় থাকায় বিশ্বাসী লোক না পেলে মালিকের পক্ষে ছুটি নেওয়া মুশকিল। আবার না পাওয়ার কারণে রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখলে খদ্দের হারানোর সম্ভাবনা প্রবল। সেটা করা যাবে না। আবু ইসলাম বাধ্য হলেন তাঁর রেস্তোরাঁর এক সহকারী ম্যানেজারের ওপর আস্থা রাখতে। ছেলেটি চট্টগ্রামের,আমেরিকায় থাকার বৈধ কাগজ আছে। স্ত্রী মারা গিয়েছে সম্প্রতি। এইসময় মানুষের মনে দুঃখ বেশি জমে থাকে বলে অন্য চিন্তা ছোবল মারে না।

ঢাকায় জিয়া এয়ারপোর্টের কাস্টমস পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই নীলাকে দেখতে পেলেন আবু ইসলাম। দেখেই মনে হলো, বেচারা খুব রোগা হয়ে গিয়েছে। খুব মানসিক চাপে থাকলে এইরকম চেহারা হয়।

গাড়িতে স্যুটকেস তুলে দিল ড্রাইভার। পেছনের সিটে পাশাপাশি বসে আবু ইসলাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনি কেমন আছেন?'

'শুনেছি, এখন ভালো।' নীলা বললেন।

'শুনেছি মানে? তুমি হাসপাতালে যাওনি?'

'আইসিইউতে আছেন। গেলে তো দেখা করতে দেবে না, গিয়ে লাভ কী।' শ্বাস ফেললেন নীলা, 'এখন মনে হচ্ছে তোমাকে মিছিমিছি কষ্ট দিলাম।'

'কী যে বলো?' হাসলেন আবু ইসলাম, 'তোমার জন্যে তো কিছুই করতে পারি না। আঠারো ঘন্টা ব্যবসায় ডুবে থাকি। আচ্ছা, শমীকভাই কি বিবাহিত?'

'না।'

'আত্মীয়-স্বজন? বাবা-মা—?'

'যতদূর শুনেছি উনি একাই থাকেন।' নীলা উদাস গলায় বললেন।

'তুমি কি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছ?'

www.allbdbooks.com

'বললাম তো, শুনেছি এখন একটু ভালো আছেন।'

'আমি সেকথা বলছি না। ওঁকে কতদিন পরে প্লেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, এটা ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নেওয়া দরকার।'

'যদি এখানেই উনি ভালো হয়ে ওঠেন, তাহলে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার!'

স্ত্রীর দিকে তাকালেন আবু ইসলাম। তাঁর মনে হলো নীলা তাঁকে যাচাই করছেন। বললেন, 'চিকিৎসা তো ওখানেই ভালো হবে। তাছাড়া নিয়ে যাওয়ার কথা তো তুমিই বলেছিলে!'

'বলেছিলাম। কিন্তু তখন ভেবে বলিনি। যাওয়া-আসার খরচ ছাড়াও ওখানে চিকিৎসার খরচ তো বিশাল। তুমি কেন খামোকা এই বোঝা বইবে?' নীলা বাইরে তাকালেন।

চলন্ত গাড়িতে বসে মনে মনে আহ্লাদিত হলেন আবু ইসলাম। বেঁচে যাবে, প্রচুর টাকা বেঁচে যাবে তাঁর। কিন্তু তারপরেই মনে হলো, নীলা তাঁকে পরীক্ষা করছে না তো! সঙ্গে সঙ্গে উদার হলেন তিনি, 'তোমার প্রিয় লেখককে সুস্থ করতে যদি খরচ করতেই হয় তো করা যাবে। আমার চেন অফ রেস্টুরেন্টের নাম আমি রাখব নীলা, নীলা টু, নীলা থ্রি—! তোমার নামে নাম বলেই ব্যবসা ক্লিক করেছে। তাই লাভের ফিফটি পার্সেন্ট তো তোমার। এ নিয়ে ভেব না।'

আড়চোখে স্বামীকে দেখলেন নীলা। টেলিফোনের বিল বেশি আসত বলে এই লোকই একসময় গজগজ করত! কী হলো লোকটার?'

গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। আবু ইসলাম দেখলেন সামনে প্রচুর গাড়ি স্থির হয়ে আছে। ড্রাইভার নেমে গেল। আবু ইসলাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার?'

নীলা কোনো কথা বললেন না।

একটু পরে ড্রাইভার ফিরে এসে বলল, 'বিশাল মিছিল।'

'কীসের মিছিল?'

'মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল হচ্ছে।'

'উঃ! এরা আর টাইম পায় না।' আবু ইসলাম বললেন।

'কোন টাইমে করবে বলুন? সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তো মিছিল করার জন্যে লোক পাওয়া যাবে না।' ড্রাইভার হেসে বলল।

'সমস্যা!' বিড়বিড় করলেন আবু ইসলাম।

'কোনো সমস্যা নেই।' ছেলেটা চটপট গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে পাশের গলিতে

www.allbdbooks.com

ঢুকে গেল, 'গলি দিয়ে চলে যাই। একটু ঘুরতে হবে কিন্তু আগে বাসায় পৌঁছবেন।'

বিকেলবেলায় নীলাকে নিয়ে নার্সিংহোমে গেলেন আবু ইসলাম। নীলার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। বস্তুত শবনমের সঙ্গে ওইসব কথা হওয়ার পর তাঁর মনে হয়েছিল এ ব্যাপারে চুপ করে থাকাই শোভন হবে। সত্যি তো, শমীককে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবার কী অধিকার তাঁর আছে? কেন নিয়ে যাচ্ছেন, কী সম্পর্ক তাঁদের—এরকম প্রশ্ন উঠবেই। উঠলে কী জবাব দেবেন? তাছাড়া শমীক সেটা চাইবে কি? ইদানীং শমীক তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছিল। তিনি বুঝতেই পারছিলেন, তাঁর প্রতি শমীকের আর আগের সেই টান নেই। এই পরিস্থিতিতে নির্লিপ্ত হয়ে যাওয়াই ভালো। কিন্তু তিনি বলামাত্র আবু ইসলাম নিউইয়র্ক থেকে চলে আসবেন ভাবতে পারেননি নীলা। যখন জানলেন তখন আর নিষেধ করতে পারেননি। আর এখন লোকটা নার্সিংহোমে যাচ্ছে শমীকের খবর নিতে, ওঁর সঙ্গী না হয়ে উপায় নেই।

MUBCHONA.ORG

রিসেপশনে আজ তেমন ভিড় নেই। শাহিন এবং দুটো ছেলে কথা বলছিল। নীলাকে দেখে শাহিন মুচকি হাসল। এই মহিলা যে শমীকভাইয়ের সঙ্গে প্রেম করেছেন তা ওর জানা। দু-তিনবার একে শমীকভাইয়ের ফ্ল্যাটে দেখেছে। কিন্তু কখনই মহিলা তার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলেননি, শমীকভাইও পরিচয় করিয়ে দেননি। শাহিন দেখল ওরা রিসেপশনে গিয়ে কথা বলছে। রিসেপশনিস্ট নিশ্চয়ই ওদের বলতেন তার সঙ্গে কথা বলতে। এমনই বলা আছে। কিন্তু সে অবাক হলো। রিসেপশনিস্ট তা না করে ওদের ভেতরের দরজা দেখিয়ে দিল। ওরা ভেতরে ঢুকে গেলে শাহিন এগিয়ে গেল রিসেপশনিস্টের কাছে।

'ওঁরা কি শমীকভাইয়ের খবর নিতে এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী আশ্চর্য! আপনাকে বলা হয়েছিও যে আসবে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

'উনি বললেন আজই শমীকভাইয়ের জন্যে আমেরিকা থেকে এসেছেন। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। আমি সিরিয়াস ভেবে—!' রিসেপশনিস্ট থেমে গেল।

'মুশকিল কি জানেন? আমেরিকা শুনলে আপনাদের সব গোলমাল হয়ে যায়।' বিরক্ত গলায় কথাটা বলে সরে এলো শাহিন।

www.allbdbooks.com

ডক্টর নুরুদ্দিন আহমেদ আবু ইসলামের প্রস্তাব শুনে মাথা নাড়লেন, 'দেখুন, পেশেন্টকে যে অবস্থায় এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল তা থেকে মির‍্যাকলি ইমপ্রুভড। দুটো ব্লকেজ ছিল, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিতে সেগুলো দূর হয়েছে। মনে হয় তিনদিনের মধ্যে ওঁকে আমরা ছেড়ে দেব। আজ তো হালকা খাবার খেয়েছেন। কাল সকালে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হবে। আপনাদের ইচ্ছে থাকলে মাসখানেক বাদে ওঁকে চেকআপের জন্যে নিয়ে যেতে পারেন। তবে তার দরকার নেই বলেই আমার ধারণা।'

আবু ইসলাম প্রফুল্ল গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে আর কোনো ভয় নেই?'

'এখনই না।'

'অনেক ধন্যবাদ।' ওঁরা উঠে দাঁড়ালেন।

'বাই দ্য ওয়ে, আপনারা শমীকভাইয়ের কে হন?'

'ওয়েল উইশার।'

ওঁরা রিসেপশনের সামনে আসতেই নীলা দেখতে পেলেন শাহিনের পাশে শবনম দাঁড়িয়ে আছে। অফিস থেকে বেরিয়ে খবর নিতে এসেছে।

শাহিন এগিয়ে এসে আবু ইসলামকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমেরিকা থেকে এসেছেন শুনলাম। ডাক্তার কী বললেন?'

'উনি ভালো আছেন। শিগগির ছেড়ে দেওয়া হবে।'

'খবরটা আপনার মুখেই প্রথম শুনলাম।' শাহিন বলল।

নীলার সঙ্গে চোখাচোখি হলো শবনমের। এবার নীলা হাসল, 'শবনম, এসো, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমার স্বামী, আবু ইসলাম। আজই নিউইয়র্ক থেকে এসেছেন। আর ইনি শবনম। কবিতা লেখেন। শমীকভাইয়ের বাড়িতে আছেন।'

'ও সালাম আলেকুম।'

'ওআলাকুম আস্‌সালাম।'

'আপনি শমীকভাইয়ের আত্মীয়া?' আবু ইসলাম প্রশ্ন করলেন।

শবনম কিছু বলার আগেই শাহিন বলল, 'আমরা যারা লেখালেখি করি এবং সেই লেখা যাঁরা পড়েন, তাঁরা পৃথিবীর যে দেশেই থাকুন, পরস্পর পরস্পরের আত্মীয়।'

www.allbdbooks.com

সামান্য একটা প্রশ্নের উত্তরে এতটা রহস্য কেন করল শাহিন বুঝতে পারলেন না আবু ইসলাম। নীলা তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে গেল, 'আমরা ডাক্তারের মুখে শুনলাম শমীকভাইয়ের বিপদ কেটে গেছে। আর কোনো ভয় নেই।'

আবু ইসলাম বললেন, 'আমরা ঠিক করেছিলাম প্রয়োজন হলে ওঁকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করব। নীলার ফোন পেয়ে আমি চলে এসেছি ওই কারণে। কিন্তু ওঁর যখন আর কোনো সমস্যা নেই তখন—।' হাসলেন তিনি।

'তখন ফিরে যাবেন?' শবনম জিজ্ঞাসা করল।

'থেকে কী করব? প্রচুর কাজ পড়ে আছে ওখানে!' আবু ইসলাম বললেন।

'এই না। আমরা সামনের সপ্তাহে ফিরব।' নীলা বললেন।

একটু অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন আবু ইসলাম। এরকম গলায় কথা বলতে শেষ কবে শুনেছেন তা আজ মনে নেই।

'আমরা কক্সবাজারে যাব। ওখান থেকে সেন্টমার্টিন, তিন রাত।'

মাথা নাড়লেন আবু ইসলাম। তারপর শাহিনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে গেলেন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। শবনম লক্ষ করল যেতে যেতে নীলা কিছু একটা বলতে গিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়লেন।

শাহিন বলল, 'এখন ওদের দেখলে যে-কেউ বলবে মেড ফর ইচ আদার।'

'ভালোই তো।' শবনম বলল।

'কিন্তু ওই মহিলার আর একটা চেহারা আমি জানি। শমীকভাইয়ের জন্যে কী পাগলামি না করেছেন! খুব বদনাম হয়ে যাচ্ছিল শমীকভাইয়ের। উনিও যে কেন তখন এ মহিলাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন। তা আমার বোঝার বাইরে।' শাহিন বলল।

'কিন্তু এখন শমীক ভাইয়ের অসুস্থতার খবর পেয়েই ছুটে এসেছেন, ওঁকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে চান বলে স্বামীকে ডেকে এনেছেন ওদেশ থেকে, আপনি এটাকে কী বলবেন? যদি শমীকভাইয়ের সঙ্গে ওঁর

www.allbdbooks.com

গোপন সম্পর্ক তৈরি হয়ে থাকত তাহলে কি উনি প্রকাশ্যে এই উদ্যোগ নিতেন?' শবনম জিজ্ঞাসা করল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে শাহিন মাথা নাড়ল, 'তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন শমীকভাইয়ের প্রতি ওঁর ভালোবাসা এত গভীর যে লোকলজ্জার ভয় পাননি, এমনকী স্বামীকেও বাধ্য করেছেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে?'

'আমি জানি না। আপনি তো কবিতা লেখেন—।' হাসল শবনম।

'কবিতা তো আপনিও লেখেন।'

'দূর। ঢাকায় আসার পর সেসব মাথায় উঠেছে।'

'কবিরা তো সাইক্রিয়াটিস্ট নয়!'

'একটু আগে ওদের রকমসকম দেখে আপনি বললেন, মেড ফর ইচ আদার। স্বামীর সঙ্গে কক্সবাজারে বেড়াতে যাচ্ছেন হাসিমুখে। শমীকভাই সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন খবর পেয়ে ওঁর মনে স্বামীর ওপর দুর্বলতা বেড়ে গেল?'

শাহিন অস্বস্তিতে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'আপনি যাই বলুন, আমি বলব, এটা দ্বিচারিতা। এই আবু ইসলাম লোকটা একটা ভেড়ুয়া।'

বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন শমীক। তাঁর বিছানার পাশে একটিমাত্র চেয়ার যেটায় মিন্টুভাই বসেছেন, শাহিন এবং শবনম দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। মিন্টুভাই বললেন, 'আজ আপনার কাছে কোনো ভিজিটারকে অ্যালাউ না করতে রিসেপশনে বলে দিয়েছি। আগামিকাল সকালে আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হবে। ওখানেও অন্তত দিন দশেক যে যাবে তার সঙ্গে দেখা করবেন না। এখন কথা বেশি বলা বারণ।'

'এখানে না হয় হলো, ওখানে কে আটকাবে? আমার কাজের লোক বেল শুনলে দরজা খুলে দিতে ভালোবাসে।' শমীক বললেন।

'আমি ওকে ভালো করে বুঝিয়ে দেব।' শবনম বলল।

'দিও। তোমার জায়গাবদল হয়ে গেছে?' শমীক তাকালেন।

'না। আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাই—।' শবনম কথা শেষ করল না। মিন্টুভাই বললেন, 'শবনম চাইছে আপনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলে ও অফিসের ওপরের ঘরে চলে আসবে। আমার মনে হয় শবনম, তুমি মাসটা শেষ করেই এসো। তদ্দিনে শমীকভাই আগের মতো হয়ে যাবেন। এখন নিশ্চয়ই কয়েকদিন একগাদা ওষুধ ঠিকঠাক সময়ে খেতে হবে। একা থাকলে ঘড়ি দেখে ওষুধ খেতে ইচ্ছে করে না।'

শবনম দেখল শমীকভাই তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন সে মাথা

www.allbdbooks.com

নাড়ল, 'আপনারা যেমন বলবেন।' সঙ্গে সঙ্গে শমীকভাইয়ের মুখটাকে সহজ হতে দেখল শবনম।

মিন্টুভাই চলে গেলেন তাঁর কাজে। যাওয়ার আগে শবনমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাকে কোথাও নামিয়ে দিতে হবে কি না। হেসে মাথা নেড়েছিল শবনম।

ওঁর গাড়ির চলে যাওয়া দেখতে দেখতে শাহিন বলল, 'আমি একটা কথা ঘোষণা করছি। তোমাকে এখন থেকে আর আপনি বলব না। তুমিও আমাকে আপনি বলবে না।'

'হঠাৎ?' শবনম অবাক।

'তোমাকে বন্ধু ভাবছি। আমাকে বন্ধু ভাবতে কি অসুবিধে আছে?'

'বন্ধু?'

'হ্যাঁ। হয়তো বলবে আমি মদ খাই, মাঝে মাঝে মাতলামি করি কিন্তু সুনীল গাঙ্গুলির মতো কবিতার জন্যে সাত অমরাবতী দান করে দিতে পারি।'

'কিন্তু আমি মাতালদের খুব ভয় পাই।'

'তুমি কখনো মাতাল হয়েছ?'

'আমি?' চোখ বড় হলো শবনমের, 'হ্যাঁ।'

'অ্যাঁ? বাহ্। তুমি কোথায় মদ খেলে?'

'আমি কখনো মদ খাইনি।'

'তাহলে কী করে মাতাল হলে? ও, আবেগের কথা বলছ? হ্যাঁ, সেরকম মাতাল আমি অনেকবার হয়েছি। প্রথম যে রাতে জীবনানন্দ পড়েছিলাম সেদিন মন এমন উথাল-পাতাল হয়েছিল যে, মনে হয়েছিল মাতাল হয়ে গেছি।'

'তাহলে মদ খেয়ে মাতলামি করতে হয় কেন?'

'মদ না খেলে মনে রাগ আসে না। এলেও তা প্রকাশ করতে নানান ধরনের ভদ্রতাবোধ বাধা দেয়। মদ খেলে সেসব বেমালুম উধাও হয়ে যায়। তখন যা সত্যি তা প্রাণ খুলে বলতে পারি। শক্তি চ্যাটার্জির কবিতা মনে আছে? 'মাতাল হলেই বলা যায়, চোয়ালে থাপ্পড় যদি কম হয়, পোঁদে মারো লাথি। হা হা হা।'

'বাহ। এসব শুনলে মদের কোম্পানিগুলো লুফে নেবে। আরো মদ খান, খেয়ে মাতাল হন, আপনার ছবি আর কথা ওরা বিজ্ঞাপনে ছাপাবে।' শবনম অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

www.allbdbooks.com

'বুঝলাম। জানতে ইচ্ছে করছে, তুমি তাহলে শমীকভাইকে সহ্য করছ কী করে?'

'উনি যে মদ খান তা কাউকে জানতে দেন না। এতদিন ওঁর বাসায় আছি কিন্তু কখনো ওঁকে মাতলামি করতে দেখিনি। আমি যখন ওঁর আচরণে তফাত দেখছি না তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে উনি মদ খাচ্ছেন না কফি পান করছেন তা নিয়ে মাথা ঘামাব কেন? আচ্ছা, আমি এবার যাব।' শবনম পা বাড়াল।

'দাঁড়াও। প্লিজ! হ্যাঁ, তাহলে কি আমরা বন্ধু হতে পারব না?' শাহিন বেশ কাতর গলায় শবনমের পাশে এসে জিজ্ঞাসা করল।

শবনম আকাশের দিকে মুখ তুলল, 'অসম মানসিকতার দুজন মানুষ কি পরস্পরের বন্ধু হতে পারে? বন্ধুত্ব আমার কাছে খুব মূল্যবান সম্পর্ক। আমরা ভালো পরিচিত, এই পর্যন্ত থাকলেই আমি খুশি।'

'আমি যদি কখনো তোমার সামনে পান না করে আসি—।'

'আপনি ছেলেমানুষি করছেন।'

'আমি যদি বলি আর কখনো পান করব না।'

'আমি বিশ্বাস করব না। অন্তত এই মুহূর্তে। তার জন্যে অনেক সময় দরকার।' ঠিক তখনই একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ফুটপাত ঘেঁষে। গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল আলতাফ, শাহিনকে বলল, 'কী রে, পুরস্কার পাওয়ার পর তোর আর দেখাই নেই?'

'না রে। শমীক ভাই এ নার্সিং হোমে আছেন, তাঁকে দেখতে রোজ আসছিলাম।'

'নীলার সঙ্গে তোর কথা হয়েছে?'

'না।'

'তোরা কি কোনো কাজে যাচ্ছিস?'

'কেন?'

'আমি নিউমার্কেটে যাচ্ছি। ওখানে নীলার নতুন অফিস। যদি কাজ না থাকে তাহলে তোরা চল, কথা হয়ে যাবে।' আলতাফ বলল।

শাহিন তাকাল শবনমের দিকে, 'আলতাফের বোন নীলা গল্প-কবিতা-উপন্যাস ছাপার জন্যে প্রকাশনা খুলেছে। ওদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল স্কুল-বইয়ের। যদি তোমার খুব আপত্তি না থাকে তাহলে চল, আলাপ করে আসি।'

'আমি গিয়ে কী করব?' শবনম বলল।

'কিছুই না। একজন প্রকাশকের সঙ্গে আলাপ হয়ে থাকবে।'

www.allbdbooks.com

শবনম একটু ভাবল। অনেকক্ষণ ধরে সে শাহিনকে বিমুখ করছে। এটুকু অনুরোধ রাখলে তার তো কোনো ক্ষতি নেই। সে মাথা নাড়ল।

শাহিন আলতাফের সঙ্গে শবনমের পরিচয় করিয়ে দিল।

আলতাফ গাড়ির সামনের দরজা খুলে শবনমকে বলল, 'আপনি এখানে বসুন।'

শবনম মাথা নাড়ল, 'আমি পেছনেই বসছি।'

আলতাফ কাঁধ নাচিয়ে শাহিনকে বলল, 'ওঠ।'

শাহিন সামনের আসনে বসল। শবনম পেছনে উঠলে আলতাফ গাড়ি চালু করল। 'আপনি কোথায় থাকেন?' গাড়ি চালাতে চালাতে আলতাফ জিজ্ঞাসা করল।

'আমি ঢাকার বাইরে থাকি। সম্প্রতি ঢাকায় চাকরির প্রয়োজনে এসেছি।'

'কোথায় চাকরি করছেন?'

'দিনরাত পত্রিকায়।'

'ও। আমরা বাড়িতে আপনাদের পত্রিকা বহুদিন ধরে রাখি।' আলতাফ বলল।

শাহিন হাসল, 'শবনম চাকরি পেয়েছে ভালো কবিতা লেখায়।'

আলতাফ আবার কাঁধ নাচালো, 'আমি এখনকার বাংলা কবিতার কিছুই বুঝতে পারি না। সেদিন একটা লাইন চোখে পড়ায় কবিতাটা পড়ার চেষ্টা করলাম। বিশ্বাস করুন, কারো আকাশ যে ঈর্ষাকাতর তাঁতের শাড়ি কী করে হয় তা আমার মাথায় ঢোকেনি। হয়তো আমার বোন নীলা এসব বোঝে।'

শবনম কথা না বলে বাইরে তাকাল। রিকশার দঙ্গলে আটকে গিয়েছে গাড়ি। সন্ধে হয়ে আসছে। শবনমের মনে হলো, এই গাড়িতে ওঠা ঠিক হয়নি। খারাপ লাগাটা দ্রুত বাড়তে লাগল। সে অসহিষ্ণু চোখে চারপাশে তাকাল। তারপর বলল, 'আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আমার এখনই বাড়িতে ফেরা দরকার। আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি এখান থেকে রিকশা নিয়ে চলে যেতে পারব।'

গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল শবনম। শাহিন আপত্তি জানাতে চিৎকার করলেও শবনম ফিযর তাকাল না। দ্রুত রিকশার ফাঁক গলে উলটোদিকের ফুটপাতে পৌঁছে গেল। সামনে একটা খালি রিকশা পেয়ে উঠে বসে শমীকের ঠিকানা বলে ফেলল একশ্বাসে। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। ধীরে ধীরে স্বস্তি ফিরে পেল শবনম। এখন বেশ হালকা লাগছে তার।

www.allbdbooks.com

'অদ্ভুত মেয়ে!' বিড়বিড় করল শাহিন।

'মেয়েটি তোর কেউ হয়?'

'মানে?' রিকশা চলতে শুরু করায় গাড়ি এগোলে।

'তুই যেভাবে চিৎকার করলি তাতে মনে হলো খুব আপসেট হয়ে পড়েছিস। তোদের মধ্যে বেশ প্রেম চলছে, তাই না?' আলতাফ হাসল।

'আমার ওকে ভালো লাগে কিন্তু শবনমের দিক থেকে কোনো সাড়া পাইনি। আসলে ও বোধহয় ভয় পাচ্ছে খুব। এই শহরের সঙ্গে মানাতে পারছে না।'

'গ্রামের লোকদের পক্ষে সময় লাগবেই। তবে আমি তোকে বলব ওর ব্যাপারে বেশি না এগোতে। তোর সঙ্গে ওর জমবে না।' আলতাফ বলল।

'কার সঙ্গে জমবে?' শাহিন তাকাল।

'ইউ আর দ্য বেস্ট জাজ। কবিদের একটা সুবিধে, মেয়েরা তাদের চারপাশে ভিড় করে। পেয়ে যাবি—!' জোরে হেসে উঠল আলতাফ।

নীলার অফিসে এখন নতুন নতুন গন্ধ। সাজিয়েছে চমৎকার। আলতাফ পরিচয় করিয়ে দিলে শাহিন বলল, 'তোমাকে কতো ছোট দেখেছিলাম, রাস্তায় দেখলে চিনতে পারতাম না।'

নীলা লম্বা, পরনে জিনস এবং টপ। লম্বা চকচকে চুল নিতম্ব পর্যন্ত নেমে গিঁটে বিদ্ধ হয়েছে। মেয়েটার গায়ের রং ফর্সা নয়, কিন্তু শ্যামলা চামড়ায় একটা ঔজ্জ্বল্য রয়েছে।

হাসল নীলা। হাসতেই গজদাঁত দেখা গেল। নীলা বলল, 'বসুন। আপনাকে যে এত তাড়াতাড়ি দেখতে পাব ভাবিনি। পুরস্কারের জন্যে আন্তরিক অভিনন্দন।'

'ধন্যবাদ।' শাহিন বলল।

আলতাফ বলল, 'আর একজন মহিলা কবি শাহিনের সঙ্গে আমার গাড়িতে আসছিলেন; কিন্তু হঠাৎ মত বদলে মাঝপথে নেমে গেলেন।'

নীলার চোখে বিস্ময়, 'কে?'

'শবনম।' শাহিন বলল, 'নতুন লিখছে।'

'আরে! আমি ওঁর কবিতা পড়েছি। একেবারে অন্যরকম লেগেছে। কিন্তু উনি নেমে গেলেন কেন?' নীলা জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়ল শাহিন, 'জানি না।'

আলতাফ ঘড়ি দেখল, 'তুই ফোনটা কর।'

www.allbdbooks.com

'এখন ওখানে কটা বাজে।'

'সকাল নটা।'

নীলা মোবাইলের বোতাম টিপল। কানে চেপে সে বলল, 'বাজছে'।

'একটু ভালো করে বুঝিয়ে বল।' আলতাফ বলল।

'সালাম আলেকুম মুনীর ভাই, ঢাকা থেকে নীলা বলছি। থ্যাঙ্কু, থ্যাঙ্কু। আপনি আমার ভাইয়ের সব কাগজপত্র পেয়েছেন? হুঁ হুঁ! ও চাইছে আপনি যেন একটু তাড়াতাড়ি কাজটা করে দেন। হুঁ। থ্যাঙ্কু। আচ্ছা—!'

মোবাইল রেখে দিয়ে নীলা বলল, 'সব কাগজ পেয়ে গেছেন। কয়েকদিনের মধ্যে স্পনসরশিপ পাঠাতে চেষ্টা করবেন।'

'আচ্ছা, তুই বললি আমি চাইছি, তুই চাইছিস বললি না কেন?'

'কারণ আমি চাইছি না।'

'অ।'

'আমি চাই না তুই আমাদের ব্যবসা ছেড়ে আমেরিকায় গিয়ে সেট্‌ল করিস। মুনীর আমার সম্পর্কে দুর্বল, আমি নই। তবু তোর অনুরোধে আমি ওর ফেভার নিতে এই যে ফোন করছি তা আমার ভালো লাগছে না।' নীলা বলল।

'ও কে। তোকে আর বিরক্ত করব না। আমি চলি, কাজ আছে।' আলতাফ দরজার দিকে পা বাড়াল।

শাহিন ওকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, নীলা হাত তুলে নিষেধ করল। আলতাফ চলে গেলে নীলা বলল, 'শাহিন ভাই, আমাদের পারিবারিক প্রকাশনা ছিল পাঠ্যবই বা রিসার্চ করা পাণ্ডুলিপি নিয়ে। আমি ঠিক করেছি কবিতা-উপন্যাসে নামব। আপনি আমাকে আপনার নতুন কবিতার বই কতদিনে দিতে পারবেন?'

অফিসে পৌঁছেই শবনম জানতে পারল তাকে কেউ ফোন করেছিল। নেই শুনে লাইন কেটে দিয়েছে। ঢাকা শহরের কেউ তাতে ফোন করতে পারে? শাহিনের মুখ মনে পড়ল। কিন্তু শাহিন নিজের নাম না বলে লাইন কেটে দেওয়ার ছেলে না।

www.allbdbooks.com

নিজের চেয়ারে বসে সে দেখল সামনের ফাইলের ওপর মিন্টুভাইয়ের একটা নোট আলপিন দিয়ে আটকানো রয়েছে। মিন্টুভাই লিখেছেন, 'ঈদ সংখ্যার কাজ শুরু করতে হবে। গতবারের সংখ্যা দেখে উপন্যাস-গল্প-কবিতা কার কার কাছে চাওয়া হবে তার তালিকা তৈরি করো। গতবারে কোনো চমক ছিল না, এবার সেটা আনতে হবে। তালিকা তৈরি করে আমার সঙ্গে দেখা করবে বারোটার মধ্যে।'

শবনম হাসল। তালিকা তৈরি করার তো কিছু নেই। গতবারে যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের কাছে লেখা চাইলেই হয়ে যায়। তারপরেই খেয়াল হলো, মিন্টুভাইয়ের মতে গতবারে কোনো চমক ছিল না, এবার সেটা আসতে হবে। কীভাবে চমক আনা যায়? কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিকে দিয়ে, যিনি হয়তো কবি, উপন্যাস লেখেন না, তাঁকে দিয়ে উপন্যাস লেখাব? সেটা কি সম্ভব? যিনি যা লিখতে অভ্যস্ত নন তাঁকে দিয়ে লেখালে সেটা কি ভালো হতে পারে?

লাইব্রেরি থেকে গত বছর ঈদ সংখ্যাটা বের করে নিজের টেবিলে নিয়ে এলো শবনম। উপন্যাস লিখেছেন বিখ্যাত লেখকরা। তাঁদের মধ্যে দুজনের লেখার সঙ্গে সে পরিচিত নয়। এঁরা কেমন লিখেছেন তা পড়ে ফেলা দরকার। তিনটে নাম মাথায় এলো যাঁরা গতবার লেখেননি। সেই তিনটে নাম গত বছরের ঔপন্যাসিকদের পাশে লিখল সে।

আখতার এসে দাঁড়াল সামনে। বছর চৌত্রিশের এই মানুষটি সবসময় সিরিয়াস ভাবনা ভাবেন। বাংলা সাহিত্যের কেউ কিছু লিখতে পারবেন না বলে মনে করেন এবং সেটা প্রকাশ্যে বলতে দ্বিধা করেন না।

'চিন্তিত?' আখতার জিজ্ঞাসা করলেন।

শবনম ওঁকে মিন্টুভাইয়ের নোট দেখাল। হাসলেন আখতার, 'ক্ষুধার্তদের আপনি যা দেবেন তাই গোগ্রাসে গিলবে। থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। একই লেখা সবাই ফেনিয়ে লিখবেন নতুন নাম দিয়ে। অবশ্য একজন এবার পারবেন না।'

'কে?' অবাক হলো শবনম।

'শমীকভাই। এতবড় অসুস্থতার পর কি এখনই লেখা শুরু করতে পারবেন?'

কথাটা মাথায় আসেনি। আখতার বললেন, 'উনি চমক চেয়েছেন। খোঁজ নিন না, হুমায়ুন আজাদ কোনো আত্মজীবনী বা ডায়েরি লিখে গেছেন কি না। আমার মতে, যেকোনো উপন্যাসের চেয়ে সেটা আকর্ষণীয় হবে। আর

www.allbdbooks.com

হ্যাঁ, ইন্ডিয়ার লেখকদের লেখা নেওয়ার সময় বলে দেবেন বাঁ হাতের লেখা হলে ছাপবেন না।' বলেই হাসলেন আখতার, 'জানি এটা পারবেন না।' চলে গেলেন আখতার।

সাড়ে এগারোটার সময় মিন্টুভাইয়ের চেম্বারে ফাইল নিয়ে গেল শবনম।

একবার তাকিয়ে নিয়ে মিন্টুভাই বললেন, 'একি! তুমি তো গতবারেরটাই নকল করে এনেছ!'

'আপনার সঙ্গে কথা বলে তারপর—!'

'বলো, কী কথা বলতে চাও?'

'গতবারে হুমায়ুন আহমেদ এবং সৈয়দ শামসুল হকের লেখা ছিল না।'

'হুমায়ূনভাই তাঁর ছবি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সৈয়দ শামসুল হক লিখতে চাননি।'

'ওঁদের এবার বললে কেমন হয়? ওঁরাই তো জনপ্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় লেখক।'

'বলতে তো কোনো অসুবিধে নেই, রাজি করিয়ে তাগাদা দিয়ে লেখা আনার দায়িত্ব তোমার। ওঁরা যে সম্মানদক্ষিণা চাইবেন সেটা আমাদের কাগজের পক্ষে দেওয়া সম্ভব কি না তাও দেখতে হবে।'

'আমি কি ওঁদের সঙ্গে কথা বলব?'

হাসলেন মিন্টুভাই, 'বলো, আমি যা পারিনি তা যদি তুমি পারো তাহলে খুব খুশি হব।'

বাংলাদেশের লেখক-কবিদের একটা তালিকা তৈরি হলো। মিন্টুভাই বললেন, 'প্রবন্ধটা আমি আখতারের ওপর ছেড়ে দিতে চাইছি।'

'ঠিক আছে।'

'গতবারে ইন্ডিয়ার যে-লেখকরা লিখেছেন তাঁদের এখনই চিঠি দাও এবং সেইসঙ্গে ফোন করবে। বলবে, লেখাটা একটু আগে আমাদের চাই।'

'একটা কথা বলব?'

মিন্টুভাই তাকালেন। সাহসী হলো শবনম, 'একটু আগে ইন্ডিয়ার দুই বিখ্যাত লেখকের উপন্যাস পড়লাম। ওঁরা যে লেখা পাঠিয়েছেন তার চেয়ে অনেক ভালো এখানকার তরুণ লেখকরা লেখেন। তাই ওঁদের কাছে লেখা চাইবার সময় খুব বিনীতভাবে যদি বলা যায়, লেখার মানের দিকে যেন একটু খেয়াল রাখেন, তাহলে কেমন হয়?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন মিন্টুভাই। তারপর হাসলেন, 'এই এক কথা কি আমরা হুমায়ূন আহমেদ বা ইমদাদুল হক মিলনকে বলতে পারব? বলা যায়? ওঁরা যদি খারাপ লেখেন তাহলে পাঠকরা ওঁদেরই

www.allbdbooks.com

বদনাম করবে, পত্রিকার নয়। অনেকে আমাকে বলেছেন, কী দরকার ইন্ডিয়ার লেখকদের লেখা নিয়ে? আমি বলি, আমার পত্রিকা বাংলা ভাষায় বাঙালি পাঠকের জন্যে। ওঁরাও বাংলা ভাষায় লেখেন। আমাদের শহরের বইয়ের দোকানে ওঁদের বইয়ের পাইরেট কপি হু-হু করে বিক্রি হচ্ছে। সেটা তো কেউ বন্ধ করতে এগিয়ে যায়নি? বাংলাদেশের পাঠক ভালো বাংলা লেখা পড়তে চান। কে কোথায় থাকেন তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না তাঁরা।'

আখতারের বলা হুমায়ুন আজাদের ডায়েরি বা আত্মজীবনীর প্রসঙ্গ উঠতেই মিন্টুভাই বললেন, 'দ্যাখো না খোঁজ করে। সেরকম কিছু থাকলে নিশ্চয়ই ছাপব। তাতে আমাদের যাঁর সম্পর্কে মানুষের ধারণা ভালোর চেয়ে খারাপ বেশি, আবার যাঁকে অস্বীকারও করা যায় না, তাঁকে দিয়ে খোলাখুলি আত্মজীবনী লেখাবো।'

'কেউ কি খোলাখুলি লিখবেন?'

'সেটাই সমস্যা।'

'আপনি কি কোনো তালিকা করেছেন?'

'হ্যাঁ।' ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে এগিয়ে দিলেন মিন্টুভাই।

শবনম দেখল একজন মুক্তিযোদ্ধা, একজন ব্যবসায়ী, একজন ফিল্ম-অভিনেত্রী, একজন রাজনৈতিক নেতা এবং একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের নাম তালিকায় রয়েছে।

শবনম হেসে ফেলল। মিন্টুভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি হাসছ কেন?'

'নাহ্।' তারপর একটু ভেবে বলল, 'যদি খোলাখুলি কথা বলেন তাহলে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লেখা হবে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের।'

'ঠিক বলেছ, কিন্তু উনি নিজে লিখবেন বলে মনে হয় না। তুমি চেষ্টা করো ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। উনি রাজি হলে যেমন যখন সময় দেবেন তখন টেপরেকর্ডার নিয়ে ওঁর কাছে যাবে। তোমাকে বেশ হোমওয়ার্ক করে নিতে হবে। কারণ ওঁর কাছ থেকে নতুন তথ্য বের করতে হলে তোমাকে প্রশ্ন করতে হবে।' মিন্টুভাই উত্তেজিত।

'কিন্তু আমি ওঁর কাছে পৌঁছাব কী করে? আমার সঙ্গে উনি দেখা করবেন কেন?'

'সেই ব্যবস্থা আমি করব। দাঁড়াও।' মিন্টুভাই ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। ওপাশ থেকে সাড়া পেয়ে বললেন, 'সেলাম আলেকুম

www.allbdbooks.com

আশরাফভাই। কেমন আছেন?' মিনিটখানেক খোশগল্প করে কাজের কথায় এলেন মিন্টুভাই, 'প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী রকম?' লোকটি যা বলল তা শুনে মিন্টুভাই বললেন, 'আহা এত চটে যাচ্ছেন কেন? আরে মিঞা মাথা গরম করলে সব কাজ ভেস্তে যায়। আপনি যতই গালাগাল দিন, তাঁকে আপনার দরকার।'

মিন্টুভাইয়ের কথা একতরফা শুনে শবনমের ধারণা হলো, ওই আশরাফ লোকটা প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের কাছে অনেক টাকা পাবেন, যা তিনি দিচ্ছেন না। আশরাফ তাই প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের প্রসঙ্গ উঠলেই তেলেবেগুনে চটে যাচ্ছেন।

শেষ পর্যন্ত মিন্টুভাইয়ের অনুরোধে রাজি হলেন আশরাফ। দিন আটেকের মধ্যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দিনরাত পত্রিকার সাংবাদিকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দেবেন বলে কথা দিলেন। রিসিভার রেখে দিয়ে মিন্টুভাই বললেন, 'তুমি এঁদের লেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি তৈরি করে তিনদিন জাতীয় গ্রন্থাগারে যাবে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সম্পর্কিত সমস্ত খবর তাঁর সময়ের খবরের কাগজ খুলে নোট নেবে। প্রাক্তন হয়ে যাওয়ার পর ওঁর সম্পর্কে যে-লেখা বেরিয়েছে সেগুলোও পড়বে। এই তিনদিন অফিসে আসতে হবে না। তোমাকে। ওহো, শমীকভাইকে আরো তিনদিন পরে ছাড়বে, জানো তো?'

'আজ জেনেছি।'

মিন্টুভাই হাসলেন, 'আজ তোমার বেতন পাওয়ার দিন।'

'একটা কথা বলতে পারি?'

'বলো।'

'আমি কি আজ একটু আগে বের হতে পারি?'

'কোথাও যেতে চাও?'

'হ্যাঁ! মনকাড়ায় যাব।'

'ওঃ।'

'অনেকদিন ঢাকায় আছি। খুব ইচ্ছে করছে। কাল ছুটি আছে। পরশু ভোরের বাস ধরে চলে আসব। ভাইটাকে দেখিনি অনেকদিন।'

'পরশু ভোরের বাস ধরতে হবে না। দুপুরের পরে বাসে উঠো। পরশু দিনটা তোমাকে ছুটি দিলাম। কিন্তু যে-অ্যাসাইনমেন্ট আজ তোমাকে দিলাম সেটা ঠিকঠাক করতে হবে। যাও, আমি বলে দিচ্ছি, ক্যাশিয়ার যেন এখনই তোমাকে টাকা দিয়ে দেয়।'

www.allbdbooks.com

শবনম ফাইল নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মিন্টুভাই ডাকলেন, 'শোনো। এদিকে এসো।'

শবনম ফিরে এলো।

'ফাইলটা খোলো।'

শবনম ফাইল খুলে এগিয়ে ধরতে মিন্টুভাই কবিদের নামের ওপর আঙুল চালালেন, 'এই তালিকায় তোমার নাম নেই; কেন?'

শবনম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমাকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল ভালো কবিতা লেখার কারণে। তোমার মনকাড়া গ্রামে বসে যে-কবিতা লিখতে তা যদি ঢাকায় এসে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বলব এই শহরবাস তোমার ক্ষতি করেছে। এই ক্ষতি আমি পছন্দ করছি না।' কলম খুলে কবিদের তালিকার শেষে শবনমের নামটা লিখলেন তিনি। তারপর বললেন, 'সাতদিনের মধ্যে ঈদসংখ্যার কবিতা আমার কাছে জমা দেবে। যাও।'

অফিস থেকে আগে বেরুলেও ভাইয়ের জন্যে জামা-প্যান্ট আর মিন্টুভাইয়ের জন্যে ভালো মিষ্টি কিনতে একটু সময় লাগল। বাস যখন ঢাকা শহর থেকে বেরিয়ে এলো তখন বিকেল। ইটকাঠের জঙ্গল ছাড়াবার পর সবুজ মাঠ, চাষের ক্ষেত আর কলঙ্কহীন আকাশ চোখে পড়তেই মনটা কী রকম ভালো হয়ে গেল। বুকভরে শ্বাস নিল সে বাসের জানালায় বসে।

হঠাৎ পুরনো লাইনগুলো মনে এলো,

'কার মন কে কাড়ে/কাড়লেই মন বাড়ে/বেড়ে যাওয়া মনে নেই শান্তি/কি করে ঘোচাই এই ভ্রান্তি।'

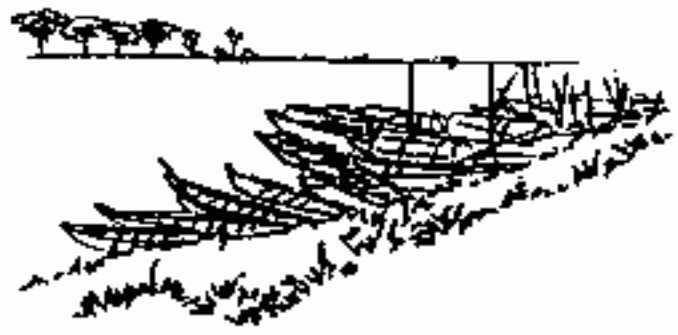

ধীরে ধীরে দিনের আলো নিভে গেল। বাসের জানলায় বসে শবনম দেখল কেমন করে দিগন্ত থেকে একটা কালো ঢেউ পা টিপে-টিপে এগিয়ে এসে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়া চরাচর অন্ধকারে ঢেকে দেয়। সবুজ মাঠ, গাছ-গাছালি, চাষের ক্ষেত যা চোখকে আরাম দিচ্ছিল, তা যেন পৃথিবীতে এখন নেই।

দূরে, বহুদূরে টিমটিমে আলো জ্বলে উঠতেই বাস থামল হ্যারিকেন-জ্বালা

www.allbdbooks.com

কয়েকটা দোকানের সামনে। কন্ডাক্টর চেঁচালো, 'গহিন গাঙ, গহিন গাঙ, নেমে যান। কি আশরাফ ভাই, লোডশেডিং নাকি?'

একটা দোকান থেকে গলা ভেসে এল, 'আলো আর কতক্ষণ থাকে!'

গহিন গাঙ। নড়েচড়ে বসল শবনম। মনকাড়ার আগের গ্রাম। একটা গান মিন্টু বাউল খুব গাইত, 'তুমি হইও গহিন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি।' কিন্তু এই নাম যে-গ্রামের তার ধারে কাছে কোনো গাঙ নেই। শান্তি নদীও এই গ্রাম ছুঁয়ে বয়ে যায়নি। সোনাভাই বলেন, 'ছিল। একদিন ছিল বলেই তো নামটা দেওয়া হয়েছিল। খুব গভীর ছিল সেই গাঙ। ওই যে বলে না কাল-মহাকাল, তার গর্ভে চলে গেছে গাঙ।'

গহীন গাঙে লোডশেডিং হলে মনকাড়ায় আলো জ্বলার কোনো কারণ নেই। আজ হাটবারও নয়। দূর থেকে যে আলো দেখতে পেল সে, তার তেজ বেশ কম। ঢাকা শহরেও লোডশেডিং হয়। তবে ঘন্টার পর ঘন্টা নয়। যখন আলো জ্বলে তখন চারদিকে দিন হয়ে যায়। লোকে বলে, প্রদীপের নিচেই অন্ধকার। ঢাকা শহর যদি প্রদীপের ওপর হয় তাহলে মনকাড়া, গহিন গাঙ নিশ্চয়ই তার নিচের দিক।

বাস থামল। কন্ডাক্টর হাঁকল, 'মনকাড়া। লাস্ট স্টপ। নেমে যান সব।'

ব্যাগ নিয়ে নিচে নামল শবনম। মাটিতে পা পড়তেই শরীর শিরশির করে উঠল যেন। অথচ পায়ে জুতো আছে, স্পর্শের কোনো সুযোগ নেই।

সে ব্যাগ নিয়ে এগোতেই পাশের চায়ের দোকান থেকে ছিটকে আসা চিৎকার শুনতে পেল, 'এ কি চা বানিয়েছ মিঞা, এটা চা না ঘোড়ার পেচ্ছাপ?'

অন্য গলা আরও ওপরে উঠল। 'ওই ঘোড়ার পেচ্ছাপ যে খেতে অভ্যস্ত তার তো সত্যিকারের চায়ের স্বাদ জানা থাকার কথা নয়।'

'কি? আমি ঘোড়ার পেচ্ছাপ খেতে অভ্যস্ত? এত বড় অপমান করলে তুমি? আর কখনও তোমার দোকানে চা খেতে ঢুকব না। এই নাও দাম।'

'থাক। দাম দিতে হবে না। আমি ভিক্ষে নিই না।' লোকটা গলা নামাল, 'মেয়েমানুষ চা বানিয়ে দিলে মুখে এসব কথা ফুটত না।'

'কী বললে? কী বললে তুমি?'

'কিচ্ছুই বলিনি। তুমি যাও।'

গলাটা খুব চেনা। শবনম দাঁড়িয়েছিল আধা অন্ধকারে। দোকান থেকে যে লোকটা বেরিয়ে এল সে এখনও গনগন করছে। কাছে আসতেই শবনম বলল, 'এত রাগ করার কী দরকার? সবদিন কি একরকম চা হয়?'

www.allbdbooks.com

'অ্যাঁ?' দু'পা এগিয়ে এল চরণ মণ্ডল, 'আরে বা! তুমি? এই বাসে এলে বুঝি! এতদিনে গ্রামের কথা মনে পড়ল?'

'কাজে গিয়েছিলাম, ছুটি না পেলে কী করে আসব? আপনারা সবাই কেমন আছেন? মিন্টুকাকা, সোনাভাই, তনিমা—?'

'ওদের কথা পরে হবে। তুমি কেমন আছ?'

'কেমন দেখছেন?'

'ধ্যেৎ, এই অন্ধকারে তোমাকে ভালো দেখতেই পাচ্ছি না। একটু আলোয় চলো তো!'

'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি! চলি!'

'যাবে মানে? একা একা এতটা পথ যাবে? দাও, ব্যাগটা আমাকে দাও।'

'এমন কিছু ভারী নয়, আমি নিয়ে যেতে পারব।'

'তা তো পারবেই। যে বোঝা তুমি বইছ এই বয়সে তার কাছে তো এ কিছুই নয়। তবু দাও আমাকে। তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই।' চরণ মণ্ডল জোর করেই ব্যাগ নিয়ে এল। হাঁটা শুরু করে চরণ মণ্ডল জিজ্ঞাসা করল, 'এবার বলো তো মা, ঢাকা শহর কেমন? সেখানে থাকতে তোমার কেমন লাগছে?'

'কিছু পেতে হলে কিছু ছাড়তেই হয় চাচা।'

'ভালো উত্তর। তবে কিছু ছাড়লেই যদি কিছু পাওয়া যেত! একাই থাকো?'

বলতে গিয়েও সামলে নিল শবনম। বলল, 'এতদিন একটি পরিবারে ছিলাম, ফিরে গিয়ে একা আলাদা বাসায় থাকব।'

'এই দ্যাখো। তার কী দরকার? তোমার বয়সি মেয়ের একা থাকা কি উচিত? যাদের সঙ্গে ছিলে তারা কি চলে যেতে বলেছেন?'

'না। কারও বোঝা হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না যে।'

'ও। হ্যাঁ। সেই বৈরাগীর খবর কী? হাট দেখতে এসে রাত কাটিয়ে গিয়েছিল। শুনলাম সে-ই নাকি তোমার চাকরির ব্যবস্থা করেছে?'

'তাঁর খবর ভাল নয় চাচা।'

'কেন?'

'উনি খুব অসুস্থ! এখনও নার্সিংহোমে আছেন। হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, কোনোমতে বেঁচে গেছেন। এখন অবশ্য বিপদ কেটে গেছে।'

'দ্যাখো। ওই যে কথা বলে, খারাপ মানুষের ধারে কাছে ঘেঁষে না, ভালোমানুষ পেলেই আঁচড় কাটে। লোকটাকে আমার বড় ভাল লেগেছিল

www.allbdbooks.com

গো। তা ভাল হয়ে আবার বই লিখতে পারবে তো?' চরণ মণ্ডলের গলার স্বর পালটে গিয়েছিল।

'আমরা সবাই তাই আশা করছি। আপনিও দোয়া করবেন।'

চরণ মণ্ডলের সঙ্গে প্রথমে বাসায় গেল শবনম। ঘরে তালা বন্ধ। আশপাশের সবাই তাকে দেখে উচ্ছ্বসিত। শবনম জানল, ভাই এখন মিন্টু বাউলের বাসায় থাকে। চরণ বলল,

'তুমিও ওখানে চলো। এখানে একা কী করবে?'

মিন্টু বাউলের বাসায় যাওয়ার দুটো পথ। একটা নদীর ধার দিয়ে গিয়েছে। এতক্ষণে অন্ধকার পাতলা হয়েছে। কুমড়োর ফালির মতো চাঁদ সেঁটে গেছে আকাশে। শবনম বলল, 'চলুন চাচা, নদীর ধার দিয়ে যাই। কতদিন শান্তির জল দেখিনি।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল চরণ মণ্ডল, 'না। ওই পথ দিয়ে আমি যাব না।'

'কেন?' অবাক হল শবনম।

'সব কথা জানতে চেও না মা।' মুখ ঘুরিয়ে নিল চরণ।

'নদী কী দোষ করল চাচা?'

'নদী কখনও দোষ করে না। তার ঢেউ সব আবর্জনা বয়ে নিয়ে যায় সমুদ্রে। নদী তো সবসময় সাফাইয়ের কাজ করে। এই যে নদীতে যখন পানি বাড়ে, ফুলে-ফেঁপে উঠে দু কূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখন জেনো, তার কোনো দোষ নেই। মানুষ যদি তার বুক থেকে পলি না সরায়, দুদিকে বাঁধ না বাঁধে, তাহলে মানুষকেই ফল ভোগ করতে হবে। নদীর কী দোষ?' চরণ মণ্ডল বলল।

'তাহলে?'

'দোষী হলাম আমরা। মানুষেরা।'

'আপনি আলতা চাচির কাছে যান না?'

'না।'

'সেকি, কেন?' অবাক হল শবনম।

'ওর নাম আমার সামনে মুখে এনো না মা।'

'আপনি এসব কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।'

'পরে শুনো। তুমি অনেকদিন পরে এলে, মন খারাপ করার কথা নাইবা শুনলে।' গম্ভীর মুখে দ্বিতীয় পথ দিয়ে মিন্টু ভাইয়ের বাসায় শবনমকে নিয়ে এল চরণ মণ্ডল। তখন মন্দিরের আরতি শেষ হয়ে গেছে। ভোগও বিতরিত হয়েছে। ফলে মন্দিরের চাতাল ফাঁকা।

www.allbdbooks.com

শুধু মিন্টু বাউলের বারান্দায় যে হ্যারিকেন জ্বলছে তার আলোয় সোনাভাইকে চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকতে দেখা গেল। ওদের দেখে সোনাভাই গলা তুললেন, 'কে?'

'আমি চরণ।'

'অ। আসুন। সঙ্গে কে?'

ততক্ষণে পৌঁছে গিয়ে সোনাভাইয়ের পায়ে হাত ছুঁইয়েছে শবনম, 'আমি।'

'আরে! মা, তুই? এখন এলি?' উত্তেজিত সোনাভাই উঠে দাঁড়ালেন।

'হ্যাঁ। কেমন আছেন?'

'আর আছি। ভালো নেই রে।'

'কেন?'

'চারধারে সব খারাপ খবর।'

'খারাপ খবর?'

'মিন্টু ভাইয়ের গলায় কিছু একটা হয়েছে। গান গাইতে গেলে লাগে। জ্বর হচ্ছে প্রায়ই। গ্রামের ডাক্তার করিমভাই তো ওষুধ দিচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে না। বলছে, ঢাকায় নিয়ে গিয়ে দেখাতে। এদিকে তনিমার এক কথা, সে বিয়ে করবে না। ওকে নিয়ে মহা চিন্তায় পড়েছি মা।' সোনাভাইকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

'মিন্টুচাচা কোথায়?'

'একটু আগে ভেতরে গেল। আমিই বললাম একটু বিশ্রাম নিতে।' সোনা ভাইয়ের কথা শেষ না হতেই মিন্টু বাউল বেরিয়ে এলো বাইরে। শবনমকে দেখে বললেন, 'মন বলছিল তুমি আসবে। ঠিক এসে গেলে।'

শবনম অবাক হয়ে দেখল মিন্টু বাউলকে। এরই মধ্যে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছেন তিনি। গলার স্বরও স্বাভাবিক নয়।

'আপনার কী হয়েছে?' নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল শবনম।

'কেন? তোমার কি মনে হয়েছে কিছু হয়েছে?' হাসলেন মিন্টু বাউল।

সোনাভাই হাত নাড়লেন, 'দূর! কি সব কথা হচ্ছে! কদিন জ্বরে ভুগলে যে কোনো মানুষের চেহারা একটু খারাপ দেখাবেই। বসুন মিন্টুভাই।'

মিন্টুভাই বসলেন। তারপর বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি তোমাকে ছুটি দিল?'

'আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়েছি, কাল ছুটি। পরশু বিকেলে ফিরে যাব।' কথা বলতে বলতে মিন্টু বাউলকে ভালো করে লক্ষ্য করছিল শবনম।

'ও।'

www.allbdbooks.com

শবনম এগিয়ে গেল মিন্টু বাউলের সামনে, 'আপনি পরশু আমার সঙ্গে ঢাকায় যাবেন।'

'আমি! কেন?' তাকালেন না মিন্টু বাউল।

'ওখানকার ডাক্তারকে দিয়ে আপনাকে চিকিৎসা করানো উচিত।'

'আমাদের করিম ডাক্তার কী দোষ করল?'

সোনাভাই উশখুশ করছিলেন, 'তা যদি বলেন তাহলে বলব করিম ডাক্তারের—!'

হাত নেড়ে তাঁকে থামিয়ে দিলেন মিন্টু বাউল, 'থাক এসব কথা, মেয়েটা এল, ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম করুক। কিছু খেয়ে নিক।'

দাঁড়াল না শবনম। সোজা ভেতরে চলে এল সে। মিন্টু বাউলের স্ত্রী স্বপ্নাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কদিন ধরে চাচার এরকম হয়েছে?'

'তুমি চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই। প্রথমে গলা ভাঙল, তারপর থেকে মাঝে মাঝেই জ্বর আসছে। করিম ডাক্তারের ওষুধে কিছুই কাজ হচ্ছে না।'

'ঢাকায় নিয়ে যাননি কেন?'

'যাবে না। আমরা চেষ্টা করেও রাজি করাতে পারিনি। তুমি দ্যাখো, পারো কি না!'

'কেন যেতে চাইছেন না?'

'মুখে বলছেন না, কিন্তু আমি জানি। ওখানে ছেলে আছে। ঢাকায় গেলে ছেলে আসবেই সাহায্য করতে। উনি সেটা নিতে চান না।'

'আশ্চর্য! ছেলের ওপর রাগ করে—!'

'কী বলব, বলো!'

শবনম দেখল ভাইকে। দূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। সে হাত নেড়ে ডাকতেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। মাথায়, গালে হাত বুলিয়ে দিতে শবনম জিজ্ঞাসা করল, 'কীরে' কেমন আছিস? সবার কথা শুনছিস তো?'

স্বপ্না বললেন, 'ও খুব ভালো ছেলে। এখন তো সন্ধের পরে তনিমার কাছে পড়ছে। তনিমাও ওর প্রশংসা করে।'

এইসময় ভাই জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কতদিন তোমাকে ছেড়ে থাকব?'

থমকে গিয়েও সামলে নিল শবনম, 'বেশি দেরি হবে না। আমি একটু গুছিয়ে নিই।'

'না। আমাকে এখনই নিয়ে চল।'

www.allbdbooks.com

'এখন ওখানে গিয়ে কী করবি? বছরের মাঝখানে কোনো স্কুলে তো তোকে ভর্তি করবে না।'

স্বপ্না বললেন, 'শবনম, হাতমুখ ধুয়ে নাও। তোমাদের বাড়ি তো অনেকদিন তালাবন্ধ। ওখানে তো আজ থাকতে পারবে না। এখানেই থাকবে তুমি। আমি খাবার দিচ্ছি।'

'আমি এখন কিছু খাব না চাচি। আর একটু পরে একেবারে রাত্রের খাবার খাব।'

ভাই প্যাকেটটা হাত থেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এর মধ্যে কী আছে?'

শবনমের খেয়াল হলো ওর জন্যে কাপড় কিনে এনেছে। কিন্তু এখন এই বাড়ির এমন পরিবেশে ওকে দিতে ভালো লাগল না।

সে বলল, 'যা, এগুলো ঘরে রেখে আয়।'

ভাই দৌড়াল।

মুখে হাতে জল দিয়ে বাইরে আসতেই তনিমার দেখা পেল সে। হাসতে হাসতে তনিমা বলল, 'তুমি এসেছ শুনে দেখতে এলাম। পত্রিকায় চাকরি করছ?'

'হ্যাঁ। শমীকভাই ব্যবস্থা করো দিয়েছেন।'

'গুণীর কদর সবাই করে।'

'কেন? তুমি কি কম গুণী?'

'দূর!'

'সোনাভাই খুব দুঃখ করছিলেন।'

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হলো তনিমা, 'কী করি বল তো! আব্বুকে এতবার বলছি তবু বুঝছে না। আমি স্কুলে পড়াচ্ছি, সারাজীবন তো দুবেলা খেতে পাব!'

স্বপ্না শুনছিলেন, 'মেয়ে সংসার করছে দেখে যেতে সব বাবা-মা-ই চায় তনিমা।'

'যে লোকটার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করবে আব্বু, তার সঙ্গে যদি সংসার করতে না পারি? যদি বিয়ের পর আবার এখানে চলে আসতে হয়?'

'তাহলে তো কোনো ছেলেমেয়েরই বিয়ে করা উচিত নয়।'

'আমি বলিনি বিয়ে করব না। কিন্তু কখন করব তা বলতে পারছি না।' হাসল তনিমা, 'আমার পাঁচমিশেলি মন খারাপের পরেও রে তোর সঙ্গে আছি, এটা তো সব মানুষকে বলা যায় না। বলো, যায়?'

www.allbdbooks.com

'তার মানে?' চেঁচিয়ে উঠল শবনম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে মিন্টু বাউলকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল। স্বাভাবিক হতে চাইল।

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'রাত্রে দুধভাত খাবে, না একটু পায়েস করে দেব?'

শবনম জিজ্ঞাসা করল, 'দুধভাত কেন?'

স্বপ্না বললেন, 'গিলতে কষ্ট হয়। গলা খাবার খাচ্ছেন আজকাল।'

মিন্টু বাউল বললেন, 'ওটা খেলে ভালো হজম হয়।' ভেতরে যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, 'শবনম। নতুন কটা কবিতা লিখেছ? দুটো দাও, মন বলছে সুর করতে পারব। গাইতে না পারি সুর করতে তো পারব!'

শবনম নিচুগলায় বলল, 'ঢাকায় গিয়ে আমি কবিতা লিখতে পারিনি।'

'সেকী!' আঁতকে উঠলেন মিন্টু বাউল। তাঁর গলা আরও খসখসে শোনাল, 'তাহলে মনকাড়া ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে তোমার কী লাভ হলো?'

মিন্টু বাউল শবনমের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাননি। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি। সোনাভাই পাশ থেকে বললেন, 'নতুন জায়গার সঙ্গে মানিয়ে নিতে তো সময় লাগে। কবিতা কি চাইলেই লেখা যায়?'

মাথা নাড়লেন মিন্টুভাই, 'এসব কথা আমি বিশ্বাস করি না। যার ভেতর অমন অনায়াসে কবিতার লাইন আসত সে নতুন জায়গার দোহাই দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।' কথা শেষ করে মিন্টু বাউল ভেতরে চলে গেলেন।

স্বামীকে ওইভাবে চলে যেতে দেখে স্বপ্না এগিয়ে গিয়ে শবনমের হাত ধরলেন, 'কিছু মনে কোরো না, আজকাল পান থেকে চুন খসলেই মেজাজ হারিয়ে ফেলেন উনি। শরীর যত ভাঙছে তত এটা বাড়ছে। কদিন ধরে আমার খুব ভয় করছে শবনম।'

শবনম চারপাশে তাকাল। দূরে মন্দিরের চাতালে বসে আছে চরণ মণ্ডল। সে তার সামনে গিয়ে বলল, 'চাচা, আমার সঙ্গে একটু যাবেন?'

'কোথায়?'

'করিম ডাক্তারের কাছে।'

'সেকি! কার অসুখ হলো?' উঠে দাঁড়াল চরণ।

www.allbdbooks.com

শবনম সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'আমি এখনই ঘুরে আসছি।'

তনিমা গলা তুলে বলল, 'আমি সঙ্গে যেতে পারি?'

'এসো।'

মনকাড়াতেও রাত নামে হুড়মুড়িয়ে। আটটা বাজতে না বাজতে রাস্তাঘাটের চেহারা দেখে মনে হয় মধ্যরাত। ওরা তিনজন হাঁটছিল। শবনম জিজ্ঞাসা করল, 'করিম ডাক্তার কী বলেছেন?'

তনিমা বলল, 'একটাই কথা, ঢাকায় নিয়ে যান। প্রথম দিকে আকু সঙ্গে যেত। ঢাকায় যাওয়ার কথা শোনার পর থেকে আবুকে সঙ্গে না নিয়েই আসেন উনি। চাচিকে বলেছিলাম ছেলেকে খবর দিতে। কিন্তু চাচি ভয় পান, জানলে চাচা রেগে গিয়ে কী করবেন তা কেউ জানে না।'

চরণ বলল, 'সব বন্ধ, বুঝলে? এ-মাসে অন্তত আটটা গান গাইবার ডাক ছিল। মোটা টাকা রোজগার হতো। মুশকিল হলো, ওঁকে না নিয়ে গেলে কেউ টাকা দেবে না। কী গলা ছিল মানুষটার, মাইকের দরকার পড়ত না।'

'ছিল না, এখনও আছে। ঠিকঠাক ওষুধ খেলে সেই গলাতেই গান গাইবেন মিন্টুচাচা।' যেন নিজেকেই কথাগুলো শোনালো শবনম।

করিম ডাক্তারের বাড়ির বাইরের ঘরই তাঁর চেম্বার। তিন-চারজন বৃদ্ধ সেখানে বসে আছেন। করিম ডাক্তার নেই। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে একজন বলল, 'ডাক্তার রোগী দেখতে গিয়েছে। আমরা সেই তখন থেকে বসে আছি।'

একটা খালি বেঞ্চিতে ওরা বসল। এক বৃদ্ধ উশখুশ করে শেষ পর্যন্ত বললেন, 'ও চরণ, অসুখটা কার?'

'কার আবার? কারো নয়।' চরণ মুখ ফেরালো।

'মাঝরাত্তিরে ডাক্তারের কাছে কেউ অসুখ ছাড়া আসে?'

'আসে।'

আর এক বৃদ্ধ বললেন, 'দেখছ বলতে চাইছে না তবু খোঁচাচ্ছ। সব অসুখের কথা সবাইকে বলা যায় না।'

'কী রকম?' প্রথম বৃদ্ধ হাসলেন।

'ধরো মেয়েমানুষদের অসুখ। তুমি আমি শুনে কী করব? দেখছ তো চরণ একা আসেনি। মাস্টারনিকে চেনো তো? সোনার মেয়ে।'

'আরে বাবা, মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প শোনাচ্ছ তুমি? বিলক্ষণ চিনি। আর ওটি তো গদাইয়ের মেয়ে। ওর হাতের তৈরি চাও খেয়েছি। তখন একদম পুরুষমানুষের সামনে বের হতো না। ভাই চা এনে দিত। শুনেছি এখন ঢাকায়

www.allbdbooks.com

থাকে। চাকরি করে। তা সেখানেই কোনো অসুখ-বিসুখ বাধাতে পারে। শহর বলে কথা। অত লাজলজ্জার তো বালাই নেই।'

ওঁরা প্রথমে নিচু গলায় কথা বলছিলেন। বলতে বলতে গলার স্বর বাড়ল। চারজনেই ভুলে গেলেন যাদের নিয়ে কথা বলছেন শ্রবণসীমার মধ্যে তারা আছে।

শবনম উঠে দাঁড়াল, 'চাচা, চলো বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।'

তনিমা বলল, 'কেন আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াব?' সে এগিয়ে গেল বৃদ্ধদের দিকে, 'আপনারা কি ডাক্তারচাচার কাছে ওষুধ নিতে এসেছেন?'

চতুর্থ বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'না না। ডাক্তার তো বেশিরভাগ সময়ে একাই থাকে, তাই সঙ্গ দিতে আসি আমরা, গল্পগুজব করি।'

'তার মানে আপনারা কেউ অসুস্থ নন?'

'না-না।'

'সঙ্গে টর্চ আছে?'

'টর্চ? না না, চেনা পথ, চোখ বন্ধ করেও চলে যেতে পারি।'

'আজ বোধহয় সেটা উচিত হবে না!'

'কেন?'

'আসার সময় শুনলাম দু-দুটো কাল কেউটে বেরিয়েছে। কেউ পাথর ছুড়েছিল বলে খেপে গেছে সাপদুটো। যাওয়ার সময় সাবধানে যাবেন। তাই টর্চ আছে কি না জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

প্রথম বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন, 'আমার যাওয়ার পথে আবার ফণিমনসার গাছগুলো পড়ে। টর্চ কোথায় পাই?'

তনিমা বলল, 'একসঙ্গে যদি শব্দ করতে করতে যান তাহলে সাপ ভয় পেয়ে পথ থেকে সরে যাবে। কাছাকাছি যাঁর বাড়ি তাঁর ওখান থেকে টর্চ বা লণ্ঠন নিয়ে যাবেন, বিপদ হবে না।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'ভালো কথা বলেছে ও। চলো, আর রাত বাড়িয়ে লাভ নেই। তোমার ওখান থেকে আলো নিয়ে যাব।'

চারজন বৃদ্ধ সুড়সুড় করে বেরিয়ে গিয়ে আট হাতে তালি বাজাতে বাজাতে চললেন। সেটা কম হয়ে যাচ্ছে ভেবে মুখে বিচিত্র শব্দ করতে লাগলেন। তনিমা হাসতে হাসতে বেঞ্চিতে বসে পড়ল।

শবনম বলল, 'মানুষগুলোর কোনো পরিবর্তন হলো না।'

চরণ হাসল, 'ওদের সাপের ছোবল খাওয়াই উচিত।'

www.allbdbooks.com

করিম ডাক্তার এলেন আরো কিছুক্ষণ পরে। এতরাত্রে এদের দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার চরণ, কার শরীর খারাপ হলো?'

চরণ মণ্ডল হাতজোড় করল, 'চিন্তা তো একজনকে নিয়েই। শবনম আজই ঢাকা থেকে এসেছে। মিন্টু ভাইয়ের শরীরের অবস্থা দেখে আপনার কাছে ছুটে এসেছে।'

শবনম সোজা হয়ে বসেছিল। এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর কী হয়েছে?'

'অনুমানে বলা ঠিক হবে না। আমি তো ওষুধ দিয়েছি। কিন্তু সেই ওষুধে বোধহয় কাজ হচ্ছে না। প্রথম প্রথম তিন-চারদিন পরপর এসে রিপোর্ট দিতেন। এখন তাতেও ঢিলে পড়েছে। আমি ওঁকে বারংবার বলেছি এক্স-রে করানো দরকার। কয়েকটা প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষারও খুব প্রয়োজন। ঢাকায় না যেতে চান, শহরে গেলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ওসব হয়ে যায়। উনি কর্ণপাত করছেন না। ঢাল-তলোয়ারবিহীন নিধিরাম সর্দার হয়ে আমি কী করে রোগের সঙ্গে লড়াই করব মা।' করিম ডাক্তারের মুখ বিষণ্ণ হলো।

শবনম বলল, 'আমি জোর করে ওর ওই পরীক্ষাগুলো করব। আপনি কি যা যা করতে হবে তা লিখে দিয়েছেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি যদি আবার লিখে আমাকে দেন—!'

একটুও আপত্তি না করে করিম ডাক্তার তাঁর প্যাডের পাতায় বিস্তারিত লিখে এগিয়ে দিলেন। সেটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল শবনম, 'অনুমানে বলা ঠিক হবে না বললেন। কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতা তো অনেক দিনের। বললে খুব ভুল হবে বলে মনে হয় না।'

একটু ভাবলেন করিম ডাক্তার। তারপর বললেন, 'এক্স-রে রিপোর্ট পেলে বলতে অসুবিধে হতো না। আমার অনুমান ওঁর কণ্ঠনালীর নিচের দিকে একটা টিউমার হয়েছে। সেটা একটু বেড়ে যেতেই নালীতে চাপ পড়ছে। টিউমার যদি নির্দোষ হয় তাহলে অপারেশন করে বাদ দিলে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। আবার গান গাইতে পারবেন।'

'আর যদি নির্দোষ না হয়?' শবনমের গলা চেপে গেল।

'তাহলে জেনো উনি কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ওই ধরনের টিউমারকে ম্যালিগন্যান্ট বলে। তবু জেনো, একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় যদি ওই টিউমার থাকে, যদি অন্য জায়গায় ছড়িয়ে না পড়ে তাহলে অপারেশনের পর আর

www.allbdbooks.com

বিপদ থাকে না। এসব কথা এক্স-রে প্লেট না দেখে বলা উচিত হচ্ছে না। কিন্তু তোমরা মানসিকভাবে তৈরি থেকো।' করিম ডাক্তার বললেন।

শবনম চরণের দিকে তাকাল। নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কত দিতে হবে?'

করিম ডাক্তার বাক্যটি শুনতে পেলেন, 'একটি পয়সাও নয়। আমি তো কোনো রোগী দেখিনি। কালই ওঁকে নিয়ে চলে যাও। নিয়ে এসে আমাকে রিপোর্ট দেখিও।'

তনিমা চুপচাপ শুনছিল, এবার জিজ্ঞাসা করল, 'এক্স-রে প্লেট দেখেই বোঝা যাবে ওই টিউমার ম্যালিগন্যান্ট কি না?'

'না।' মাথা নাড়লেন করিম ডাক্তার, 'বোঝা যাবে আদৌ টিউমার আছে কি না! না থাকলে অন্য কোনো কারণে গলা জখম হয়েছে। আর টিউমার থাকলে বায়োপসি করাতে হবে। সেই রিপোর্ট বলবে ওটা কী ধরনের। চিন্তা কোরো না, আল্লাকে ডাকো।'

বাইরে বেরিয়ে এসে তনিমা বলল, 'কর্কটরোগ মানে—!'

চট করে তাকে থামিয়ে দিলো শবনম, 'হ্যাঁ। চরণচাচা, করিম ডাক্তার যেসব কথা বললেন তা আপনি অন্য কাউকে বলবেন না।'

'না না। এইসব রোগের কথা পাঁচজনকে বলব কেন?'

'এমনকি মিন্টুচাচাকেও না।'

'অ। আমরা যে ডাক্তারের কাছে এসেছিলাম তা নিশ্চয়ই জেনে গেছে। যদি জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার কী বলল তাহলে কী বলব?'

'বলবেন, করিম ডাক্তার বলেছেন শহরে গিয়ে এক্স-রে করাতে।'

'ব্যস! এর বেশি কেউ আমার মুখ থেকে শুনবে না। কিন্তু মা যদি এক্স-রে করে জানা যায় সত্যি ওঁর কর্কটরোগ হয়েছে তাহলে কী হবে?'

'আপনি এমন কাউকে জানেন যার কর্কটরোগ হয়েছে?'

'দুজনকে জানি। কেউ বেঁচে নেই। শেষদিকে ভয়ংকর কষ্ট পেয়ে গেছে। চোখে দেখা যায় না। তবে আমার বিশ্বাস মিন্টু ভাইয়ের ওই রোগ হয়নি।'

হাঁটছিল ওরা। তনিমা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন মনে হচ্ছে?'

'যে দুজনকে জানি তারা প্রতিদিন ডজন ডজন বিড়ি সিগারেট খেত। সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে ধূমপান করলেই মৃত্যু অবধারিত কিন্তু কে শোনে ওই কথা। মিন্টুভাই কখনো ধূমপান করেছেন বলে দেখিনি। ওঁর কেন ক্যানসার হবে!' চরণ মণ্ডল বেশ বিশ্বাস নিয়ে কথাগুলো বলল।

www.allbdbooks.com

সোজা হয়ে দাঁড়াল শবনম। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'চাচা, দোয়া করুন। আপনি যা বললেন তা যেন সত্যি হয়।'

বাসায় ফিরে ওরা দেখল সোনাভাই একা বসে আছেন। মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সোনাভাই বললেন, 'যাও শবনম, খেয়ে নাও। অনেক রাত হয়ে গেছে। চলো মা।'

তনিমা বলল, 'চাচা কোথায়?

'শুয়ে পড়েছে। দুধ-ভাত ছাড়া কিছু খেতে পারেনি। চরণ, তুমি কী করবে?'

'আমিও যাই।'

'কোথায় যাবে? চলো, আজ আমার ওখানেই থেকে যাও।'

'আপনার ওখানে আর চাতালের তফাত কোথায়! মন ভালো নেই যে।'

'কেন? মন ভালো নেই কেন?'

'না। মুখ খুলব না। মুখ খুললে কথাগুলো আর আমার বশে থাকবে না।'

চরণের কথার মধ্যে স্বপ্না বেরিয়ে এলেন, 'কী বলল করিম ডাক্তার?'

শবনম তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'ভয়ের কিছু নেই।'

চরণ সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, 'আমি তো বললাম ভয়ের কিছু নেই, বিড়ি সিগারেট যখন খেত না তখন নির্ভয়ে থাকো।'

শবনম বিরক্ত হলো, 'আর, কি আজেবাজে বলছেন। চাচি, চাচাকে কালই শহরে নিয়ে যেতে হবে। ওঁর এক্স-রে আর রক্ত পরীক্ষা করানো দরকার। সেসব করে রিপোর্ট দেখে ওষুধ দিলে ওঁর অসুখ সেরে যাবে।'

'দ্যাখো, নিয়ে যেতে পার কি না। আপনারা সবাই এখানে খেয়ে যান না।'

সোনাভাই বললেন, 'না ভাবি, আজ থাক। আমি চরণকেও নিয়ে যাচ্ছি, কাল সকালে আসব।'

ওঁরা চলে গেলে স্বপ্না মুখে আঁচল চেপে কেঁদে ফেললেন। শবনম তাকে নিঃশব্দে জড়িয়ে ধরল। স্বপ্না কান্না-জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি বলো তো, ডাক্তার কি বলল?'

'অনুমানে কি সত্যি বলা যায়? উনি পরীক্ষা করাতে বললেন। কাল ওঁকে রাজি করাতেই হবে।'

www.allbdbooks.com

শোয়ার ঘরে ঢুকে শবনম দেখল ভাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল। এই পৃথিবীতে আত্মীয়-স্বজন বলতে সে ছাড়া ওর কেউ নেই। অথচ ওকে থাকতে হচ্ছে অন্যের আশ্রয়ে। নাঃ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে নিয়ে যেতে হবে ঢাকায়।

নিঃশব্দে ভাইয়ের পাশে শুয়ে পড়ল শবনম। স্বপ্নাচাচি একটু আগে খেতে বসে বললেন, 'তোমার চাচার মাথায় একবার যে কথা ঢুকে যায় তা কিছুতেই বের হতে চায় না।'

'যেমন?' শবনম জিজ্ঞাসা করেছিল।

'ওই যে, ঢাকায় গিয়ে তুমি কবিতা লেখোনি শোনার পর থেকে কিছুতেই মানতে পারছে না। ও কষ্ট পেতে পারে এমন কথা আজকাল আমি তাই বলি না।'

বিছানায় শুয়ে মাথা নাড়ল শবনম। সে কবিতা না লেখায় মিন্টুচাচা কষ্ট পাচ্ছে। কতখানি টান থাকলে এটা সম্ভব! না, যেমন করেই হোক এই মানুষটিকে সুস্থ করে তুলতে হবে। পরশু দুপুরের বাসে তার ঢাকায় ফিরে যাওয়ার কথা। কালই শহরে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষাগুলো করাতে হবে। সে পাশ ফিরতেই অজান্তে মা শব্দটি বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

হাসল শবনম। মা, মাগো। তারপরেই কিছু অস্পষ্ট শব্দ যেন মাথার মধ্যে ঠোকাঠুকি করতে লাগল। সে অন্য চিন্তা করতে চাইল। মিন্টু বাউল গান ছাড়া বেঁচে থাকতে পারেন না। তিনি কি বুঝতে পেরেছেন তাঁর কী ধরনের অসুখ হতে পারে? মানুষটির বেশি পড়াশোনা হয়তো নেই কিন্তু একেবারে অশিক্ষিত নন। তিনি কী ভাবছেন এখন? এটা মনে করতেই মাথা ভেতরটা অদ্ভুতরকমের শান্ত হয়ে গেল।

মাগো আমার আলোর বেলা যায়
অন্ধকারে নাগকেশরের ফুল
মাগো আমার আঁধার বেলা এলে
অথৈ জলে কোথায় পাব কূল!

উত্তেজনায় উঠে বসল শবনম। তার মনে হলো নিবেদনের এই আর্তিতে যে-কোনো অসহায় মানুষের অনুভূতি জড়িয়ে আছে। লাইনগুলো মনে রাখতে রাখতে সে শেষ পর্যন্ত লিখে ফেলার জন্যে খাট থেকে নেমে পড়ল। জানলার কাছে আসতেই বাইরে নজর গেল তার। অবাক হয়ে শবনম দেখল মন্দিরের

www.allbdbooks.com

দরজার সামনে কেউ একজন বসে আছে। ছায়া ছায়া সেই মূর্তি একটুও নড়ছে না।

শবনম ভয় পেল। সেই ভয় গলায় নিয়ে সে চেঁচাল, 'কে, কে ওখানে?'

মূর্তিটি ঘুরে তাকাতেই আকাশের আলো পড়ল তার মুখে। চোখ বড় হয়ে গেল শবনমের! দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চাতাল পেরিয়ে মন্দিরের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল, 'আ-আপনি ঘুমাননি?'

'শরীর খারাপ সহ্য করতে পারি, মন খারাপ পারি না।' মিন্টু বাউল বললেন।

ধীরে ধীরে পাশে বসে শবনম জিজ্ঞাসা করল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে গলায়?'

'তুমি ঢাকায় গিয়ে কবিতা লেখার কথা কী করে ভুলে গেলে?'

'কী করব? কবিতা মনে না এলে কী করে লিখব?'

'বিশ্বাস করি না। আসলে তুমি মন দাওনি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ওরা। শবনম বলল, 'আমার অনুরোধ আপনাকে শুনতেই হবে। কাল সকালে শহরে যাবেন আমার সঙ্গে।'

'কেন?'

'প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী পরীক্ষাগুলো করাতে হবে।'

'কোনো লাভ হবে না।' হাসলেন মিন্টু বাউল।

'আপনি যেন সব জেনে বসে আছেন।' অভিমান ঝরল শবনমের গলায়।

'মাগো, চোখের সামনে ধীরে ধীরে আলো মুছে যেতে দেখছি। এই অনুভব চোখ বন্ধ করলেও হচ্ছে। কই, আগে তো কখনো হয়নি।'

শিরশির করে উঠল শরীর। সর্বাঙ্গে কাঁটা ফুটল শবনমের। সে থরথরে গলায় বলল, 'আজ আমি একটা কবিতার শুরু করেছি।'

'অ্যাঁ। সেকি? কী ভেবেছ শুনি?' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মিন্টু বাউল।

'মাগো, আমার আলোর বেলা যায়।' বলেই থেমে গেল শবনম। হঠাৎ কান্না এল বুক থেকে গলায়। কান্নাটা গিলতে চেষ্টা করল সে।

'বাঃ। এ তো আমার কথা। তারপর?'

www.allbdbooks.com

'মাগো আমার আলোর বেলা যায়
অন্ধকারে নাগকেশরের ফুল
মাগো আমার আঁধারবেলা এলে
অন্ধকারে কোথায় পাব কূল?'

মিন্টু বাউলের দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এলো। ডান হাত বাড়িয়ে শবনমের মাথা স্পর্শ করে বললেন, 'এই লাইনগুলো কী করে লিখলে মা। এ তো আমার প্রশ্ন। না, খুব অন্যায় করেছি আমি। অনর্থক তোমাকে বকেছি তখন।

কিন্তু দ্যাখো, যেন তুমি মনকাড়ার মাটিতে পা রাখলে, এখানকার জল-বাতাসের সংস্পর্শে এলে, তখনই তোমার মনে কবিতা এল। ঠিক কি না?'

মাথা নাড়ল শবনম।

'আমার হারমোনিয়ামটা এনে দেবে এখানে?'

'হারমোনিয়াম?' অবাক হলো শবনম।

'সুর করব। সময় বড় কম। এই লাইনগুলো শুনতে শুনতে মনে সুর গুনগুন করছে। হারমোনিয়ামে সেটা ধরে রাখি। গাইতে তো পারব না।'

শবনম উঠে ভেতরে গেল। সে অবাক হয়ে দেখল স্বপ্না দরজার দাঁড়িয়ে আছেন। মুখোমুখি হতেই স্বপ্না জিজ্ঞাসা করলেন,

'কী হয়েছে?'

'উনি সুর করবেন।'

'সেকি? এখন?'

'হ্যাঁ। বোধহয় আপত্তি না করাই ঠিক হবে।'

'আপত্তি? আমি তো ভাবতেই পারিনি উনি আবার সুর করবেন।'

'ওঁকে ওঁর ইচ্ছে মতন কাজ করতে দিলে কাল আমাদের ইচ্ছেমতো কাজ করতে রাজি করাতে পারব। আপনি আসুন না!'

'না। সুর হয়ে যাক, তারপর যাব।' স্বপ্না হারমোনিয়াম দেখিয়ে দিল।

হারমোনিয়ামের রিড টিপলেন মিন্টু বাউল। তাঁর চোখ বন্ধ। সুরের পাখি যেন ডানা মেলল আকাশে। কিছুক্ষণ বাজিয়ে বললেন, 'লাইনটা বলো।'

'মাগো, আমার আলোর বেলা যায়—!'

কয়েক সেকেন্ড পরে হারমোনিয়ামের সুর বাজল। কিন্তু নিজেরই পছন্দ হলো না তাঁর। আবার নতুন সুর। তৃতীয়বারে সেই সুরে গলা মেলাতে গিয়ে

www.allbdbooks.com

কিছুক্ষণ কাশলেন তিনি। মাথা নাড়লেন। চাপা গলায় বললেন, 'যে সুরে বাজাচ্ছি সেই সুরে গাও তো।'

'আমি?'

'হ্যাঁ। প্রত্যেক মানুষের মনে গান থাকে, তোমারও আছে। গাও।'

গলা কাঁপল। শবনম তবু নিচু গলায় গাইবার চেষ্টা করল। মাথা নেড়ে উৎসাহ দিচ্ছিলেন মিন্টু বাউল। অন্ধকারে নাগকেশরের ফুল। সুর হলো। মাগো আমার আঁধার বেলা এলে, অন্ধকারে পাব কোথায় কূল?' লাইনটায় যে-আর্তি ফুটে উঠল তা কিছুতেই গলায় তুলতে পারছিল না শবনম।

মিন্টু বাউল হারমোনিয়াম থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শক্ত হচ্ছে? ঠিক বুকের ভেতর ঢুকছে না, না?'

'না না। আসলে আমি গায়িকা নই বলে গাইতে পারছি না।'

আবার নতুন সুর করলেন মিন্টু বাউল। আজ রাত্রে যেন তাঁকে সুরের নেশায় পেয়েছে। হারমোনিয়ামে চারটি লাইনকে সুরে ফেলে বললেন, 'পরের লাইনগুলো বলো। এখনই।'

'ওমা। এখনই কী করে বলব?'

'ভাবো। ভাবতেই এসে যাবে!'

'অসুখলতায় পারিজাত যদি ফোটে
তোমাকে দেব না সেই ফুল অর্ঘ্য
এই পৃথিবীর মায়া স্নেহ ভালোবাসা
যা দিয়েছ তুমি তাই হয়েছে স্বর্গ।'

বলেই মাথা নাড়ল সে, 'ঠিক হলো না। কবিতা হলো না।'

'অসুখলতা! বাঃ সুন্দর শব্দটি।'

'চাচা। এবার আপনি বিছানায় যান। কাল ভোরে উঠতে হবে।'

'কেন? ও! তুমি আবার কবিতা লিখেছ তাই তোমার আদেশ মান্য করব। বেশ, চলো, শুয়ে পড়া যাক।' মিন্টু বাউল উঠে দাঁড়ালেন।

সাতসকালে মিন্টু বাউলকে নিয়ে বের হলো শবনম। বেরুবার আগে মুখ বুজে ছিলেন তিনি। শুধু মন্দিরে প্রণাম সেরে শবনমের কাছে এসে নিচু গলায় বললেন, 'কী করতে এসেছিলে, কী করতে হচ্ছে। দুদিনের জন্যে এসেও বিশ্রাম পেলে না।'

শবনম জবাব দেয়নি। স্বপ্না মুখে আঁচল চেপে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পাশে বাড়ির সবাই। শেষ সময়ে তনিমাকেও দেখা গেল ছুটে আসতে। হেসে

www.allbdbooks.com

ফেললেন মিন্টু বাউল, 'অবস্থা দ্যাখো, মনে হচ্ছে অগস্ত্যযাত্রায় যাচ্ছি, আর ফিরব না।'

মনকাড়ার বয়স্ক মানুষগুলো বোধহয় আলো ফোটার জন্যে মুখিয়ে থাকেন। যেই পূব আকাশ ফর্সা হলো, অমনি বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। তাই বাসস্ট্যান্ডে আসার পথে বারে বারে দাঁড়াতে হচ্ছিল। 'আরে মিন্টু যে, কোথায় যাওয়া হচ্ছে।'

'এই একটু কাজ পড়ে গেছে।' মিন্টু বাউল খসখসে গলায় জবাব দেন।

'গলায় কী হয়েছে?'

'কিছু না। ঠান্ডা লেগেছে।'

তৃতীয়বারের পর শবনম বলল, 'এবার কেউ জিজ্ঞাসা করলে আপনি জবাব দেবেন না।'

'বেশ। তবে ওঁদের তো কোনো দোষ নেই, অপমান কোরো না।'

বাসস্ট্যান্ডে এসে শুনতে পেল কন্ডাক্টর চেঁচাচ্ছে, 'ঢাকা, সুপারফাস্ট।' এ সময়ে সোনাভাই আর চরণকে দেখা গেল।

শবনম হেসে বলল, 'আপনিও এসে গেছেন?'

'বাঃ বাউল যাবেন আর আমি বিছানায় এসে পড়ে থাকব? চলুন বাসে উঠি।' শেষ কথাগুলো মিন্টু বাউলকে বললেন সোনাভাই।

'চলুন মানে, আপনি যাবেন নাকি?'

'অবশ্যই, নাহলে এই সকালে বিছানা ছাড়লাম কেন? শোনো মা, এদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম আমরা সকাল আটটার মধ্যে ঢাকায় পৌঁছে যাব। কাল রাত্রে আমি করিম ডাক্তারের কাছে গিয়ে কোথায় এক্স-রে করা হবে, কোথায় রক্ত দিতে হবে তার ঠিকানা নিয়ে এসেছি। তা ধরো বেলা এগারোটার মধ্যে সব কাজ হয়ে গেলে তোমরা মনকাড়ায় চলে এসো।'

'দুপুর দুপুর ফিরে আসতে পারবে।' সোনাভাই বললেন।

'আপনি?'

'আরে, রিপোর্টগুলো নেওয়ার জন্যে একজনকে তো থাকতে হবে।'

কথাটা ঠিক বলে মনে হলো শবনমের। কিন্তু মিন্টুভাই বললেন, 'শবনম, তুমি কাল একবারও বলোনি ঢাকায় যাওয়ার কথা। শহর বলতে আমি ফরিদপুর ভেবেছিলাম।'

'আপনি যদি ঢাকায় না যেতে চান তাহলে ফরিদপুরেই যাব। কিন্তু আপনি যে ঢাকায় যাচ্ছেন তা আর কেউ তো জানতে পারছে না। কাজ হয়ে গেলেই

www.allbdbooks.com

চলে আসব আমরা। একথা তো ঠিক, ফরিদপুরের চেয়ে ঢাকায় উন্নতমানের পরীক্ষা হবে।

এটাই তো আশা করা যায়। শবনম বলল।

'যা বলছ ভেবে বলছ না। পরীক্ষার পদ্ধতি তো এক! মান আলাদা হবে কেন? যাক গে, আমি তো হাল ছেড়েই দিয়েছি। চলো, যেখানে নিয়ে যাবে, যাচ্ছি।'

সোনাভাই চরণ মন্ডলকে বিদায় করলেন। বললেন, 'বাসায় গিয়ে বলো আমি দুপুরে খাব না। আর যত কাজই থাক আজ আমরা না ফেরা পর্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না।'

বাস ছাড়ার আগে চরণের চলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু সোনাভাই তাকে তাড়া দিয়ে ফেরত পাঠালেন। তারপর বললেন, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি তা আর কেউ জানবে না।'

মিন্টুভাই টিকিটের দাম দিলেন। বাস ছাড়ল ঠিক সোয়া ছটায়।

মীরপুরের প্যথলজি খুলে যায় সকাল সকাল। করিম ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে সেখানে মিন্টুভাই রক্ত দিলেন পরীক্ষার জন্যে। তখন সকাল দশটা। শহরে ব্যস্ততা আজ কম কারণ দিনটি ছুটির। একটা মিষ্টির দোকান দেখে সোনাভাই বললেন, 'চলুন, খুব খিদে পেয়ে গেছে।'

ভেতরে ঢুকে নিমকি সিঙাড়ার অর্ডার দিলেন তিনি। মিন্টুভাই হাসলেন, 'আমি তো ওসব গিলতে পারব না। মিষ্টি হয়তো খেতে পারব কিন্তু শবনম, দ্যাখো তো দুধ পাওয়া যায় কি না!'

শবনম জিজ্ঞাসা করে জানল দুধ পাওয়া যাবে না। কিন্তু রসগোল্লার পায়েস পাওয়া যেতে পারে। তাই নেওয়া হলো মিন্টুভাইয়ের জন্যে। সিঙাড়া খেতে খেতে শবনম দেখল চামচে করে রসগোল্লার টুকরো মুখে দিয়ে বেশ কষ্টের সঙ্গে গিলছেন মিন্টুভাই। সোনাভাই তা দেখে বললেন, 'দু মিনিট দাঁড়ান।' বলে খাওয়া ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মিন্টুভাই পকেট থেকে টাকা বের করে শবনমকে দিয়ে বললেন, 'এসবের দাম এখান থেকে দিয়ে দেবে।' শবনম আপত্তি জানাল না।

সোনাভাই ফিরে এলেন একটা ঠোঙা নিয়ে। রসগোল্লার পায়েসের বাটি থেকে রসগোল্লা তুলে নিয়ে ঠোঙা থেকে পাউডারের মতো বস্তু ঢেলে দিলেন বাটিতে। শবনম জিজ্ঞাসা করল, 'কী এগুলো?'

'ছাতু। একটু রসে ভিজে গেলে খেতে অসুবিধে হবে না। পেটও ভরবে।'

www.allbdbooks.com

মিন্টুভাই হাসলেন, 'বেঁচে থাকলে কত নতুন অভিজ্ঞতা হয়।'

এক্স-রে করাতে সময় লাগল। ভিড় ছিল। তারপর যখন ডাক এল তখন শবনম মিন্টু ভাইয়ের সঙ্গে গেল। লোকটি প্রেসক্রিপশন দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে? গলায় ব্যথা?'

'সামান্য।'

'জামা খুলুন। খুলে ওখানে দাঁড়ান।'

ছবি তোলার পর বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন, প্লেট দেখে নিয়ে যেতে বলব।'

মিন্টুভাই জামা পরতে পরতে বললেন, 'এবার খুশি তো? যা চেয়েছিলে তা হলো।'

'আপনার ভালোর জন্যেই হলো।'

একটু বাদে লোকটি এসে বলল, 'ঠিক আছে। যেতে পারেন। সন্ধেবেলায় এসে রিপোর্ট নিয়ে যাবেন। নেক্সট?'

টাকা আগেই জমা দেওয়া হয়েছিল, ওরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন একজন বেয়ারা গোছের লোক এসে শবনমকে বলল, 'আপনাকে ভেতরে ডাকছে।'

শবনম ওঁদের দাঁড়াতে বলে প্যাসেজ দিয়ে ভেতরে যেতেই সেই লোকটি সামনে এসে দাঁড়াল, 'কে হন উনি?'

'চাচা।'

'গ্রাম থেকে এসেছেন, প্রেসক্রিপশনে দেখলাম।'

'হ্যাঁ।'

'ঢাকায় ভালো সার্জেন জানা আছে যিনি অপারেশন করবেন?'

'অপারেশন?'

'হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটা করা দরকার। এসব কথা আমার বলা উচিত নয়। রিপোর্ট সব পাবেন। কিন্তু সময় নষ্ট না করে এখনই ভালো সার্জেন ডাক্তারের সন্ধান করুন, টিউমারটা বেশ বড় হয়ে গেছে।' লোকটি ভেতরে চলে গেল। বাইরে বেরিয়ে এসে শবনম দেখল ওঁরা রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছেন। ওকে দেখে সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলল?'

মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হলো শবনম, 'রিপোর্ট বিকেলেই পাওয়া যাবে।'

'বাঃ। তাহলে আমি শেষ বাস ধরতে পারব।'

'না।' শবনম মাথা নাড়ল, 'রসিদগুলো আমাকে দিন।'

'কেন?' সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন।

www.allbdbooks.com

'আপনি চাচাকে নিয়ে ফিরে যান। এখন গেলে বাসায় দুপুরের ভাত খেতে পারবেন। আমি সব রিপোর্ট নিয়ে ফিরব।'

'সে কি। তুমি মেয়েমানুষ হয়ে অত রাত্রে বাসে ফিরবে?'

'একি কথা বললেন চাচা।'

'ঠিক। ঠিক বলছে শবনম!' মিন্টুভাই বললেন।

শবনম হাসল, 'রিপোর্ট তো পাওয়াই যাবে কিন্তু চিকিৎসা করবে কে? করিম ডাক্তারের পক্ষে তো ওই চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না। আমি আমার অফিসে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে ডাক্তার ঠিক করে রিপোর্ট নিয়ে যাব।'

'এরকম কথা ছিল না শবনম।' মিন্টুভাই বললেন।

'কী ছিল না?'

'আমাকে শুধু পরীক্ষার জন্যে তুমি আসতে বলেছিলে, চিকিৎসার জন্যে নয়।'

'আশ্চর্য! আপনি হয় ছেলেমানুষ, নয় শাইলকের কথা জানেন।'

'শাইলক?'

শেকস্‌পিয়রের একটি চরিত্র। তাকে বলা হয়েছিল মাংস কাটতে পার কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত না বের হয়! রিপোর্টে বলা হবে এ অসুখ হয়েছে, ডাক্তার বলবেন ওই চিকিৎসা করলে অসুখটা সেরে যাবে, কিন্তু আপনি আমাদের হাতে রিপোর্ট সরিয়ে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন না, তা কি হয়?' বেশ রাগের সঙ্গে কথাগুলো বলল শবনম।

বেশ। তাহলে আমি এখন মনকাড়ায় ফিরব না। অপেক্ষা করব রিপোর্টের জন্যে। যদি সেখানে লেখা থাকে যা চিকিৎসা হবে তার জন্যে ঢাকায় আসার দরকার নেই তাহলে তো তোমার কিছু বলার থাকবে না?'

'না। কিন্তু এতটা সময় আপনারা কোথায় থাকবেন?' শবনম চিন্তায় পড়ল।

'সোনাভাই বললেন, 'তুমি যেখানে থাকো সেখানে সময়টা কাটানো যাবে না!'

'ফাঁপরে পড়ল শবনম। সে যে এতদিন শমীকের বাসায় থেকে অফিস করেছে, তার জন্যে যে-জায়গা কাগজ থেকে দেওয়া হয়েছে সেখানে এখনো ওঠেনি, তা এঁদের কী করে বোঝাবে! সে বলল, 'জায়গাটা এখান থেকে অনেক দূরে।'

মিন্টুভাই বললেন, 'না না, দূরে গিয়ে লাভ নেই। এখানে কোনো হোটেল আছে কি না খোঁজ নিয়ে দেখুন।'

www.allbdbooks.com

কাছাকাছি যে হোটেল পাওয়া গেল তার নাম 'ক্ষণিকের অতিথি'। সাদামাটা ঘর কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন। সোনাভাই সেই ঘরে প্রথমে ঢুকলেন, 'হোটেলটির নামটা ভালো।'

মিন্টু বাউলের কথা মাঝেমাঝেই অস্পষ্ট হচ্ছে। বললেন, 'হোটেল কেন? এই পৃথিবীতে আমরা সবাই ক্ষণিকের অতিথি। যাক গে, খুব ক্লান্ত লাগছে, একটু শুয়ে থাকি।'

শবনম তাড়াতাড়ি তাঁর শোয়ার ব্যবস্থা করে দিল।

পাশ ফিরে শুয়ে মিন্টুভাই বললেন, 'তুমি কথা রাখলে না শবনম।'

'আপনি চুপ করে থাকুন। কথা বলবেন না।' শবনম ধমকালো।

'আর ক'টা দিন, কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছে মনকাড়ায় হয়তো ফিরে যেতে পারব না। শান্তিকে দেখতে পারব না।'

শ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করলেন মিন্টুভাই।

শবনম ইশারায় সোনাভাইকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে এলো, 'দুপুরে যা খেতে ইচ্ছে হবে খেয়ে নেবেন। বেল বাজালে বেয়ারা এসে অর্ডার নিয়ে যাবে।'

'তুমি কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

খোলা দরজা দিয়ে মিন্টুভাইকে একবার দেখে নিয়ে শবনম বলল, 'একজন ভালো সার্জেনের খোঁজ করা দরকার।'

'সার্জেন? মানে যারা অপারেশন করে।'

'হ্যাঁ। আপনি কথাটা ওঁকে একদম বলবেন না।'

'কিন্তু রিপোর্ট তো বিকেলে পাওয়া যাবে।'

'ঠিক। ওরা বলল ওঁর গলার নিচে টিউমার খুব বড় হয়ে গেছে। এক্ষুণি অপারেশন করানো দরকার। রিপোর্টে সেই কথাই থাকবে।'

www.allbdbooks.com

'সর্বনাশ।' সোনাভাই বিড়বিড় করলেন, 'টিউমার? বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না কেন?'

'ওঁরা এক্স-রে দেখে বলেছেন। আমি বিকেলের মধ্যে ফিরে আসব।'

অসাড়ে মাথা নাড়লেন সোনাভাই। তাঁকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল।

সি এন জি নিয়ে সোজা শমীক যে নার্সিংহোমে ছিল সেখানে চলে এল শবনম। ভিজিটার্সদের ভেতরে যাওয়ার সময় অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। রিসেপশনিস্ট তাকে দেখে হাসল, 'বেশিক্ষণ থাকবেন না কিন্তু, আর ওই ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে বেরুবেন। কোনো নিষেধ শুনছেন না।'

'কার কথা বলছেন?'

'ওই যে কবি, কবিতা লেখেন।'

পর্দা সরিয়ে কেবিনে ঢুকতেই শাহিনকে দেখতে পেল শবনম।

চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে। শমীকভাই বিছানায় শুয়ে পত্রিকা পড়ছেন। তাকে দেখে তিনি হাসলেন, 'অসময়ে এলে! ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো।'

শাহিনের দিকে তাকিয়ে শবনম বলল, 'একি!'

'ঘুমাতে দাও। কাল সারারাত কবিতা উৎসব করেছে। এখন ঘুম তো আসবেই। বলো, খবর কী?' শমীক জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি কেমন আছেন?'

'একদম ভালো। আজ বিকেলে ছেড়ে দেবে।' শমীক বলল, 'তোমার বাসস্থান ঠিক হয়ে গেছে জানি, তবু দু-চারদিন থেকে যাও।'

মাথা নাড়ল শবনম। তারপর বলল, 'আমি খুব সমস্যায় আছি।'

'বলো।'

'মনকাড়ার মিন্টু বাউলকে মনে আছে আপনার?'

'নিশ্চয়ই! চমৎকার মানুষ। তোমার লেখা কবিতায় সুর দিয়ে গান।'

'উনি খুব অসুস্থ।'

'তাই? কী হয়েছে?'

'বেশ কিছুদিন ধরে গলার স্বর ভেঙে গিয়েছিল, গান গাইতে পারছিলেন না। আমি জোর করে ওঁকে নিয়ে এসেছি ঢাকায়। সকালে এক্স-রে করা হয়েছে। আজ বিকেলে রিপোর্ট পাওয়া যাবে। কিন্তু যিনি এক্স-রে করেছেন তিনি বলেছেন অবিলম্বে অপারেশন করানো দরকার। টিউমার নাকি বেশ বড় হয়ে গেছে।'

'সর্বনাশ।' পত্রিকা সরিয়ে রাখলেন শমীক। একটু ভাবলেন। তারপর

www.allbdbooks.com

জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন উনি কোথায় আছেন?'

'এক্স-রে ক্লিনিকের কাছাকাছি হোটেলে রেস্ট নিচ্ছেন।'

'আঃ। ওঁকে হোটেলে তুললে কেন? সোজা বাসায় নিয়ে যেতে পারলে না?'

'উনি হয়তো রাজি হতেন না।'

'ও।'

শাহিনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে কথাবার্তা বোঝার চেষ্টা করছিল। শমীক তাকে বলল, 'রিসেপশনে গিয়ে খবর নাও তো এখানে যেসব সার্জেন আছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কে?'

'কার টিউমার হয়েছে?' শাহিন উঠে দাঁড়াল।

'আমার এক আত্মীয়ের।' শবনম বলল।

শাহিন বেরিয়ে গেলে শমীক বললেন, 'তুমি একদম চিন্তা করো না। ওঁর অপারেশন যাতে ভালোভাবে হয় তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'কিন্তু উনি অপারেশন করাতে রাজি হচ্ছেন না।'

'রাজি করাতেই হবে। গলার নিচে টিউমার এবং সেটা বড় হয়েছে বলেই ভোকাল কর্ড চোক্‌ড হয়েছে। প্রার্থনা করো, ওই টিউমার যেন ম্যালিগন্যান্ট না হয়।'

'ম্যালিগন্যান্ট?'

'ক্যান্সার।'

দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল শবনম। তার শরীর অস্থির হলো। শমীক ধমক দিলেন, 'আচ্ছা মেয়ে তো! বায়াপসি না করে বোঝাই যাবে না ওটা ম্যালিগন্যান্ট কি না আর তুমি কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে। তুমি যদি শান্ত না থাকো তাহলে ওঁকে সামলাবে কে? চোখ মোছো!'

চোখ মুছল শবনম। 'উনি না থাকলে আমার সব শেষ হয়ে যাবে।'

'উনি যখন আছেন তখন এসব ভাববে না। তুমি বরং ওঁকে এখানে ভর্তি করে দাও। আমি বলে দিচ্ছি।'

'এটা তো খুব দামি জায়গা। ওঁর পক্ষে অনেক বেশি হয়ে যাবে। যদি কাউকে অনুরোধ করে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো যায়—!'

'পাগল হয়েছ। আমি যা বলছি তাই করো।' বিরক্ত হলেন শমীক।

'আপনি বুঝতে পারছেন না!'

'বুঝিয়ে বলো।'

www.allbdbooks.com

'বাংলাদেশের একজন গ্রামের বাউলের ক্ষমতা নেই এইরকম নার্সিং হোমে চিকিৎসা করানোর। তারপর অপারেশন করাতে হবে, সেটা তো একেবারেই সম্ভব নয়।'

শমীক একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'দেখাই যাক না। একটা উপায় নিশ্চয়ই হবে।'

এইসময় শাহিন কেবিনে ফিরে এল, পেছনে মেট্রন। মেট্রন বললেন, 'আপনাকে অনেকবার বলা হয়েছে চলে যেতে অথচ যাচ্ছেন না। আপনি হাসপাতালের ডিসিপ্লিন নষ্ট করছেন। ভাই, আপনিও এখন চলে যান। ভিজিটিং আওয়ার্সে আসবেন।'

শাহিন বলল, 'তাজ্জব ব্যাপার। আপনি আমার কথা শুনতেই চাইলেন না।'

'বেশ বলুন, কী বলবেন?'

'শমীক ভাই আমাকে খোঁজ নিতে বলেছিলেন এখানে কোনো নামী সার্জন যুক্ত আছেন কি না। আমি সেই খবর নিচ্ছিলাম, কিন্তু রিসেপশনিস্ট কথাই শুনলেন না।'

মেট্রন হেসে ফেললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?' প্রশ্নটা শমীককে।

'এর এক নিকট আত্মীয়ের গলায় সম্ভবত টিউমার হয়েছে। রিপোর্ট বিকেলে পাওয়া যাবে। তবে এক্স-রে ক্লিনিক বলেছে অপারেশন করাতেই হবে। আমি ওকে বলেছিলাম খোঁজ নিতে কোন সার্জেনকে এখানে পাওয়া যাবে।' শমীক বললেন।

'ডক্টর রব আছেন। খুব ভালো হাত।'

'ওঁকে কখন পাওয়া যাবে?'

'আজ একটু বাদেই একটা অপারেশন করবেন। আপনি পেশেন্টকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নিয়ে আসুন। এবার যান ভাই।'

শমীক বললেন, 'শবনম, যাও, ওঁকে ঠিক সময়ে নিয়ে এসো। আর রিপোর্টটা যেন সঙ্গে থাকে।

শবনম ইতস্তত করছিল। 'কিন্তু, ওঁর পক্ষে—।'

'স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজ সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব। চিন্তা কোরো না।' হাসলেন শমীক।

বেরিয়ে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল শবনম। 'আপনি, আপনি—!'

'থাক। মনকাড়ায় যে রাতটা কাটিয়েছিলাম তা ওই বাউলের জন্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার কাছে। যাও।'

www.allbdbooks.com

বাইরে বেরিয়ে এসে শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কীরকম আত্মীয়?'

'আত্মীয় কত রকমের হয়?'

'লোকে বলে রাস্তার সম্পর্কে সম্পর্কিতরা পরস্পরের আত্মীয়। আমি আত্মার সম্পর্কে সম্পর্কিতরাই পরস্পরের আত্মীয়।'

'আমরা তাই।'

'কত বয়স?'

'জানি না। ছেলেবেলা থেকে ওঁকে একই রকম দেখে আসছি। চমৎকার গান গাইতেন। কখন যে টিউমারটা জন্মালো, বড় হলো আর ওঁর গলা থেকে শুধু গান নয় স্বরও কেড়ে নিল।' শবনম বলল।

মানুষ কখনো স্বস্তিতে থাকুক তা ওপরের মানুষটি চান না। অপারেশন হয়ে গেলে আবার গান গাইতে পারবেন উনি।

'কিন্তু আমার খুব খিদে পেয়েছে। কাল থেকে খাইনি কিছু! আপনার খিদে পায়নি?' শাহিন বলল।

'পেয়েছে।'

'বাঃ। কী ভালো। চলুন, ওই রেস্টুরেন্টে ঢুকি। আজ আমার পকেটে টাকা আছে।' অনেক খোঁজখবর নিয়ে দুটো মোগলাই পরোটা আর এক প্লেট মাংসের অর্ডার দিল শাহিন। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'নতুন কী লেখা হলো?' শাহিনকে চুপচাপ দেখছিল উল্টোদিকের চেয়ারে বসে। উত্তর না দিয়ে শবনম জিজ্ঞাসা করল, 'কাল কবিতা উৎসব করলেন?'

হাসল শাহিন, 'হ্যাঁ। খুব জমেছিল। রফিক আজাদ এসেছিলেন। ওঁর শরীর ভালো না বলে বেশিক্ষণ থাকেননি।'

'আপনারা একের পর এক কবিতা বলে গেলেন?'

'ওই আর কি।'

'সঙ্গে মদ্যপান?'

'ওটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার।'

'খাবার?'

'দূর ওইসময় বাদাম বা চানাচুরের বাইরে কিছু থাকে নাকি?'

'আচ্ছা, নিজেকে এভাবে নষ্ট করে কী লাভ হচ্ছে আপনাদের?'

'নষ্ট? নষ্ট করছি মানে?'

'সারারাত ধরে মদ গিলছেন কবিতা বলার বাহানা নিয়ে। পরদিন এত

www.allbdbooks.com

শরীর কাহিল হয়ে যাচ্ছে যে একজন পেশেন্টের কেবিনে বসে ঘুমাচ্ছেন। এটা তো এক ধরনের আত্মহত্যা।'

'আপনি ঠিক বুঝবেন না। কবি যে সে কোনো বাঁধা নিয়মে জীবনযাপন করে না। আপনার মতে যেটা সুস্থ জীবন, সেই জীবনে যেতে পারি; কিন্তু কেন যাব? একটাই দেশলাই তাকে আমি দুই দিকে জ্বালাবো। জানি তার আয়ু নয় বেশিক্ষণ তবু যেটুকু জ্বলবে—!'

'থাক। আমার ভালো লাগছে না। রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন?'

'যাচ্চলে', শাহিন হাঁ হয়ে গেল।

'সারারাত আপনাদের মতো মদ খেয়ে জীবনটাকে দুদিক দিয়ে জ্বালিয়ে দিতেন? যদি তাই করতেন তাহলে বাঙালি এখনো হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটত।'

'মাইকেল তো আমাদের পূর্বসুরি।'

'ভদ্রলোক যদি নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করতেন তাহলে বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছ থেকে অনেক বেশি সম্পদ পেতে পারত।' শবনম বলল।

'যাই বলুন আমরা যারা সংসারী কবিতা লিখতে চাই না তাদের নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনা না করাই ভালো।' শাহিনের কথার মধ্যেই খাবার এসে গেল। শাহিন বলল, 'আসুন গদ্য থেকে পদ্যে চলে আসি।'

বিকেল সাড়ে চারটের সময় রিপোর্ট পেল শবনম। সঙ্গে এক্স-রে প্লেট। পাশের প্যাথলজি থেকে রক্তের রিপোর্ট নেওয়ার পর পকেট একদম খালি হয়ে গেল। শাহিন তার সঙ্গ ছাড়েনি। এতক্ষণ সেটা পছন্দের ছিল না। এখন জিজ্ঞাসা করল,

'আপনার কাছে বাড়তি টাকা আছে?'

'তিনশো দিতে পারব।'

'দুশো হলেই চলবে।'

শাহিন টাকাটা ওর হাতে দিয়ে বলল, 'আমি চলে গেলে একটু ঘুমাতে পারতাম। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে এখন একটা কঠিন কাজ করতে হবে। যদি আমি কোনো উপকারে লাগতে পারি তাই থেকে যাচ্ছি।'

ওর কথা বলার ধরনে হেসে ফেলল শবনম।

ডাক্তারি শাস্ত্র জানা নেই, কিছু মেডিক্যাল পরিভাষা অবোধ্য, তবু যেটুকু বোঝা গেল এক্স-রে রিপোর্টে টিউমারটির অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়া হয়েছে।

হোটেলে পৌঁছে ওঁদের দেখে খুশি হলো শবনম। ওঁরা চা খাচ্ছিলেন। শাহিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল,

www.allbdbooks.com

'দুপুরে খেয়েছেন।'

সোনাভাই মাথা নাড়ালেন, 'হ্যাঁ।'

মিন্টু বাউল ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন, 'রিপোর্ট এনেছ?'

ব্যাগ থেকে সবগুলো খাম বের করে এগিয়ে দিলো শবনম। 'পড়ে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মনকাড়ায় ফিরে যাওয়ার আগে একজন ভালো ডাক্তারকে ওগুলো দেখিয়ে মতামত নিয়ে তবে যাওয়া উচিত।'

মিন্টু বাউল ফিসফিস করে বললেন, 'সেরকম ডাক্তার কোথায় পাবে?'

শাহিন বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না। কোনো সমস্যা নেই। ডক্টর রব সাড়ে পাঁচটার সময় আপনার রিপোর্ট দেখবেন। আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

মিন্টু বাউল বললেন, 'তাহলে তো শেষ বাসটা ধরতে পারব না। তার চেয়ে এখন ফিরে যাই, পরে ধীরেসুস্থে আসা যাবে।'

শাহিন বলল, 'আপনার ইচ্ছেমতো সময়ে উনি সময় নাও দিতে পারেন।' এতক্ষণ সোনাভাই চুপচাপ ছিলেন, এবার বললেন, 'আমাদের বয়স হয়েছে, এখন ছেলেমেয়েরা যা বলছে তাই আমাদের করা উচিত।'

মিন্টু বাউলের ইচ্ছের বিরুদ্ধে শবনম কোনোদিন যায়নি। আজ গেল। ওঁকে বোঝাতে বোঝাতে যখন নিয়ে আসা হলো তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। রিসেপশনে স্বাভাবিক পোশাকে বসেছিলেন শমীক। মিন্টু বাউল তাঁকে দেখে অবাক হয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এখানে?'

আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এরা আজ আমাকে ছেড়ে দিল। বুকে মৃত্যুযন্ত্রণা নিয়ে কয়েক সপ্তাহ আগে এখানে এসেছিলাম। চলুন, ডক্টর রব আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।' শমীক বললেন।

খুব যত্ন করে ডক্টর রব মিন্টু বাউলকে পরীক্ষা করলেন। তারপর এক্সরে রিপোর্ট আলোয় ফেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন, দেখা হয়ে গেলে চেয়ারে বসে মিন্টু বাউলের দিকে তাকালেন, 'আপনাকে কথা বলতে হবে না। আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর মাথা নেড়ে হ্যাঁ বা না বলবেন। আপনার কি

www.allbdbooks.com

খাওয়া-দাওয়া করতে খুব কষ্ট হয়?'

মিন্টু বাউল মাথা নেড়ে জানালেন।

'ঢোঁক গিলতে?'

আবার না জানালেন মিন্টুভাই।

—গলার স্বর ভেঙে গেছে। কথা পরিষ্কার হচ্ছে না তাই তো?

মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানালেন মিন্টুভাই।

'জ্বর আসে মাঝে মাঝে?'

মাথা নাড়লেন, না।

'যতদুর মনে হচ্ছে, প্রায় মাস চারেক আগে গলায় অস্বস্তি শুরু হয়েছিল?

মিন্টু বাউল ভাবলেন, তারপর মাথা নেড়ে হ্যাঁ বোঝাবেন।

ডক্টর রব শমীকের দিকে তাকালেন, 'ওঁর ভোকাল কর্ডের গায়ে একটা টিউমার চেপে বসেছে' বেশ বড় হয়ে গেছে। ইমিডিয়েট ওটাকে বাদ দেওয়া উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে না বললেন মিন্টু বাউল।

'ওটা বাদ না দিলে আপনার কষ্ট আরও বেড়ে যাবে।'

শবনম চুপচাপ শুনছিল। বলল, 'বাদ দিয়ে দিলে আপনি আবার স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে পারবেন, আবার গান গাইতে পারবেন।'

ডক্টর রব জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি গায়ক?'

শমীক বললেন, 'উনি একজন জনপ্রিয় বাউল। গানই ওঁর সবকিছু।'

ডক্টর রব বললেন, 'আপনি আজই এখানে ভর্তি হয়ে যান। ব্লাড রিপোর্ট তো ঠিকই আছে। সুগার বেশি। তেমন কোনো সমস্যা না থাকলে আমি কালই অপারেশনটা করে ফেলতে চাই।'

নার্সিংহোমে ভর্তি করার জন্য লিখে দিলেন ডক্টর রব।

ওঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে মিন্টু বাউল সোনাভাইকে নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে যে গলায় কিছু বলতে চাইলেন তা দূর থেকে শবনমরা শুনতে পারছিল না। সোনাভাই মাথা নাড়ছেন, মিন্টু বাউল তাঁর হাত শক্ত করে ধরলেন, শেষ পর্যন্ত সোনাভাই তাঁর হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে এলেন, 'উনি গ্রামে ফিরে যেতে চাইছেন।'

শবনম বলল, 'গ্রামে গেলে তো কোনো চিকিৎসা হবে না।'

'কী বলব! ওঁকে এমন বাচ্চার মতো বায়না করতে আগে কখনও দেখিনি।'

শমীক এগিয়ে গেল মিন্টু বাউলের সামনে। চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিলেন

www.allbdbooks.com

মিন্টু ভাই। শমীক ওঁর হাত ধরল, 'আপনার সমস্যাটা কী?'

চোখ খুললেন মিন্টু ভাই। ফিসফিস করে বললেন, 'আমার অসুখটা কি তা তো জেনে গিয়েছি। মনকাড়ায় গিয়ে শান্তি নদীর পাশে বসে আমি এই অসুখের সঙ্গে লড়াই করতে চাই, আপনারা আমাকে যেতে দিন।'

'লড়াই করতে গেলে অস্ত্র দরকার হয়। সেটা কোথায় পাবেন? শমীক জিজ্ঞাসা করল।

'আমার মতো দরিদ্র বাউলের অস্ত্র একটাই' নিজের বুকে হাত রাখলেন তিনি।

'আপনি নিজেকে দরিদ্র ভাবছেন কেন? আপনার মতো বাউল গাইতে পারে এমন কজন এদেশে আছে? আপনার অসুখ সারাবার খরচ যাতে সরকার বহন করে আমি তার চেষ্টা করব। আর সরকারি টাকা তো জনসাধারণের টাকা। সুস্থ হয়ে আপনাকে তাদের জন্যে গান গাইতে হবে।'

'অপারেশন করলে আমি গান গাইতে পারব?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। আমার যা কিছু টাকা-পয়সা সোনাদানা আছে তা নিয়ে আসি। অপারেশনের খরচ কত আমি জানি না। যদি আমার আনা টাকা সোনায় ওটা মিটে যায় তো ভাল, নইলে আপনি সরকারের দ্বারস্থ হবেন।'

'খুব ভাল কথা। তবে আজই তো টাকা দিতে হবে না। আপনি অপারেশনের পর সুস্থ হয়ে উঠলে জানা যাবে কত খরচ হল। তখন না হয় গ্রাম থেকে এনে দেবো।'

'এরা রাজি হবেন?'

শমীক হাসলেন, 'এঁরা আমার বহুদিনের পরিচিত।'

মিন্টু বাউল নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে গেলেন। সোনাভাই ঠিক কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না, শমীক বললেন, 'আমার বাসায় চলুন। হোটেলে থাকলে অনর্থক পয়সা খরচ হবে। শবনম তো অফিসের ওপরতলার ঘরে চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে। কিন্তু আমি বলছি, মিন্টু বাউল সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সে আপনার সঙ্গে আমার বাড়িতেই থাকুক। প্লিজ এনিয়ে আপত্তি করবেন না।'

শমীককে বাসায় নিয়ে গেল শবনম। সঙ্গে সোনাভাই এবং শাহিন। শমীককে

www.allbdbooks.com

দেখে করিম খুব খুশি। রিসেপশন থেকে নিয়ে আসা ডাক্তারের উপদেশ ভাল করে করিমকে বুঝিয়ে দিল শবনম। কী কী শমীককে খেতে দেওয়া হবে না। অন্তত মাসখানেক শমীকের কী কী করা বারণ! শোনার পর করিম ইশারা করল শবনমকে একটু ওপাশে চলে আসতে। শবনম এলে সে নিচুগলায় জিজ্ঞাসা করল। 'ডাক্তারটা ভাল?'

শবনম হেসে ফেলল, 'মানে?'

'সাহেব সন্ধের পরে যেটা পান করেন সেটা নিষেধ করে কিছু লেখেননি কেন?'

'সত্যিকথা। কাল নার্সিংহোমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে।'

ইজিচেয়ারে আধশোয়া শমীক জিজ্ঞাসা করলেন, কোন সমস্যা নিয়ে কথা বলছ? ডাক্তারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আপাতত খাওয়ার আগে এক পেগ খেলে কোনো ক্ষতি তো দূরের কথা, উপকারই হবে।'

শবনম জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা না খেলে কি চলবে না? নার্সিংহোমে তো খাননি।

ওখানকার বাতাসে এমন ওষুধের গন্ধ মিশে থাকে যে ওসব খাওয়ার ইচ্ছে চলে যায়।

শাহিন চুপচাপ শুনছিল। এবার মুখ খুলল। 'হাতের কাছে থাকলে খেতে ইচ্ছে করবে। যদি বলেন তাহলে আমি বোতলগুলো নিয়ে গিয়ে একে ওকে দান করে দিতে পারি।'

শবনম ঝাঁকিয়ে উঠল, 'থাক। এমনিতেই দিনভর ঢুলছেন, ওগুলো নিয়ে গেলেও চোখ খুলবেন না। এখানে যেমন আছে তেমনই থাকবে।'

শাহিন একটু হতাশ হয়ে চলে গেল। শমীককে বিশ্রাম করতে দিয়ে শবনম সোনা ভাইয়ের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে কথা বলছিল। সোনাভাই বললেন, 'তুমি তো সবই জানো। বাউল ভাই-এর রোজগার গান গেয়ে। জমি যা আছে তাতে যা ফসল ওঠে তা আমি গিয়ে দাঁড়াই বলে ঘরে আসে। ওঁর যদি কিছু হয় তাহলে পরিবারটা ভেসে যাবে। মন্দিরের পুজো বন্ধ হবে। ওই মন্দির তো শুধু হিন্দু দেবতার নয়, আমাদের সবার ভালবাসার মন্দির। বাউল ভাই বলেন, ওঁর কোন জাত নেই আবার আছেও। উনি হিন্দুও না মুসলমানও না, খৃস্টানও নন। উনি মানুষ। সেটাই ওঁর জাত। আমি যতই নামাজ পড়ি রোজা রাখি ততই আমারও মনে হয় আল্লা আমাদের বুকে যে হৃদয় দিয়েছেন তার আকার হওয়া উচিত আকাশছোঁয়া। আমরা স্বার্থপরের মতো সেই হৃদয়টাকে

www.allbdbooks.com

ছোট করতে এত ছোট করে ফেলি যে তার অস্তিত্ব বোঝা যায় না। বাউল তা করেননি। এই মানুষটাকেই তাহলে এত কষ্ট পেতে হচ্ছে কেন?'

শবনম বলল, 'আমার মন বলছে উনি ভাল হয়ে যাবেন।'

সোনাভাই বললেন, তাই হওয়া উচিত। নইলে তুমি হঠাৎ ঢাকা থেকে মনকাড়ায় যাবে কেন? তোমার এসময় তো যাওয়া কথা ছিল না। তুমি গিয়ে ওঁকে জোর করে ডাক্তার দেখিয়ে ঢাকায় নিয়ে আসতে পারলে, আর কেউ তা পারত না। হয়তো আল্লার ইচ্ছায় তুমি গিয়েছ, তাঁর আশীর্বাদে বাউলভাই বেঁচে যাবেন।'

মিন্টু বাউলের অপারেশন হল দুপুর সাড়ে বারোটায়। শমীক আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু শবনম আপত্তি করায় সেটা সম্ভব হয়নি। এত বড় একটা ধাক্কা সামলে সবে বাসায় ফিরেছেন, এখনই ছোটাছুটি করার দরকার নেই।

আড়াইটের পরে ডক্টর রব্ তাদের ডেকে পাঠালেন। শবনমের দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ় ডাক্তার জিজ্ঞাস করলেন, 'পেশেন্ট আপনার আত্মীয়?'

মাথা নাড়ল শবনম, হ্যাঁ।

'এক্সরে রিপোর্টে টিউমারের সাইজ যা মনে হয়েছিল ওপেন করে দেখলাম সেটা আরও কিছুটা বড়। চিকিৎসা শাস্ত্রমতে সঠিক হওয়ার জন্যে ওটা বায়াপসি করা হবে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলছে ওটা অবশ্যই ম্যালিগন্যান্ট। বাইরে থেকে বোঝা যায়নি কিন্তু অপারেট করতে গিয়ে দেখা গেল ওটা ভোকাল কর্ডে ছড়িয়ে গেছে। ওঁকে বাঁচানোর জন্যে ভোকাল কর্ড বাদ দিতে হয়েছে।'

ডক্টর রবকে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল, 'ওঁর পেশা গান গাওয়া কিন্তু ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে এ ছাড়া উপায় ছিল না।'

শবনম দুই হাতে মুখ ঢাকল। সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কেমন আছেন?'

'এখন সেন্স নেই। এলে ঘুমের ওষুধ দিতে হবে। পেইন কিলার। জ্ঞান ফিরে এলেও উনি চট করে বুঝতে পারবেন না। আপনারা যখন দেখা করবেন তখন এই ব্যাপারটা ওঁকে জানাবেন না।' ডক্টর রব্ বললেন।

'কিন্তু উনি তো জানতেই পারবেন—!' শবনম হাত সরাল মুখ থেকে।'

'ততদিনে ওঁর মন ধাক্কাটা সইতে পারবে।'

'উনি ভাল হয়ে যাবেন তো?'

'এটা নির্ভর করছে বায়াপসি রিপোর্টের ওপর। যদি ওটা ম্যালিগন্যান্ট হয়

www.allbdbooks.com

তাহলে তার চিকিৎসা শুরু করতে হবে। আমি যতটুকু পেরেছি, চেষ্টা করেছি, উৎখাত করতে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যদি আরও ছড়িয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ক্যানসারের চিকিৎসা শুরু করতে হবে।' ডক্টর রব্ বললেন, 'অবশ্য আমি সাজেস্ট করব, দিন সাতেক পরে, অপারেশনের সমস্যাগুলো কেটে গেলে উনি কিছুদিন নিজের বাড়িতে গিয়ে থাকুন। দিন সাতেক পরে এলেই হবে।'

'বায়াপসির রিপোর্ট কবে পাওয়া যাবে?' শবনম জিজ্ঞাসা করল।

'সময় লাগে। তবু আমি রিকোয়েস্ট করেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিতে।'

ডক্টর রব কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়ালে সোনাভাই জানতে চাইলেন একবার পেশেন্টকে দেখতে পারেন কি না! ডক্টর রব্ একজন নার্সকে ডেকে বললেন ওদের নিয়ে যেতে। তাকে অনুসরণ করে দোতলায় উঠে একটা হল ঘরে ঢুকতেই অনেকগুলো বেডে শায়িত অসুস্থ মানুষদের মধ্যে মিন্টু বাউলকে দেখতে পেল ওরা। গলা এবং মুখের নিচের অংশ ব্যান্ডেজে ঢাকা। স্যালাইন চলছে। মিন্টু বাউলের চেতনা এখন লুপ্ত। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে সোনাভাই বললেন, 'তুমি ওর জন্যে যা করলে তা নিজের ছেলেমেয়েরা কতটা করে জানি না। কিন্তু মা, এখন এখানে আমি থেকে তো কিছুই করতে পারব না। বরং মনকাড়ায় ফিরে গিয়ে টাকা পয়সার যোগাড় করা অনেক বেশি জরুরী, তাই না?'

শবনম সোনাভাই-এর মুখের দিকে তাকাল, 'চাচা। আপনি তো ওঁর কেউ হন না, আপনি মুসলমান আর উনি হিন্দুবাউল, তাহলে আপনাদের দুজনের এমন সম্পর্ক কী করে হল?'

'তোমরা কেউ জানো না, বাউল রোজার সময় ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত জলও স্পর্শ করে না। বলে, তোমরা না খেয়ে আছ, আমি খাই কী করে! আর আমি, আমরা তো ঠাকুরের প্রসাদ পেট ভরে খাই। এসব সম্ভব হয় তখনই যখন বুকের ভেতরটা একই কথা বলে। নইলে তুমি ওর মেয়ে হয়ে গেলে কী করে! যাক গে, তুমি একটু খোঁজ নাও তো, কত টাকা দিতে হবে!' সোনাভাই বললেন।

রিসেপশনে নেমে এল ওরা। রিসেপশনিস্ট বলল, 'খুব ভাল অপারেশন হয়েছে।'

'হ্যাঁ।' শবনম মাথা নাড়ল, 'আচ্ছা, এখনই কত টাকা দিতে হবে?'

মেয়েটি কম্প্যুটারের সামনে গিয়ে মাউস ঘুরিয়ে কিছু দেখে ফিরে এসে বলল, 'এখন কিছু দিতে হবে না।'

www.allbdbooks.com

'কেন?'

'জানি না। ম্যানেজমেন্ট সেইরকম ইন্সট্রাকশন দিয়েছেন।'

ওরা বাইরে বেরিয়ে এলে সোনাভাই হাজারখানেক টাকা শবনমের হাতে জোর করে দিয়ে বললেন, 'এটা বাউলভাই সঙ্গে করে এনেছিলেন। তুমি রাখো। যদি ছোট খাট প্রয়োজন হয়। আমি চললাম। দুদিন পরে ফিরে আসব। যদি তার আগে দরকার হয়, দরকার হবে না, তাই না?'

নীরবে মাথা নেড়ে না বলল শবনম। সোনাভাই চলে গেলেন।

কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিল না। কাল থেকে অফিসে গিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের ইন্টারভিউ নেওয়ার দিন কবে ঠিক হয়েছে তা জানার পর ওঁর সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা করে নিতে হবে। নার্সিংহোমের রিসেপশনে বসে ভাবছিল শবনম। এর আগে রিসেপশনিস্টকে অনুরোধ করেছিল শমীককে অপারেশনের খবরটা জানিয়ে দিতে। মেয়েটি কথা রেখেছে, বরং বলা যায়, শমীকের সঙ্গে কথা বলতে পেরে খুশি হয়েছে।

হঠাৎ পাশে কেউ এসে বসতেই চোখ খুলে শবনম শাহিনকে দেখতে পেল। শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুম পাচ্ছে?'

'না। অপারেশন ভালভাবে হয়ে গেছে।'

'খবর নিয়েছি। কিন্তু এখন এখানে বসে থেকে তো কোনো লাভ নেই।'

'জানি। তবু বসে আছি।'

'চলো, কোথাও গিয়ে কিছু খেয়ে নিই।'

'আপনি কি সবসময় খিদে নিয়ে চলেন?'

'ঠিক। এই প্রথম কেউ আমাকে বুঝতে পারল। চলো।'

শবনম উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে হাঁটতে শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'অফিসে জয়েন করবে কবে?'

'আগামিকাল।'

নার্সিংহোমের উল্টোদিকের রেস্টুরেন্টে ঢুকল ওরা। মুখোমুখি বসেই শবনম সোনাভাই-এর দিয়ে যাওয়া থেকে দুটো নোট বের করে শাহিনের সামনে রাখল।

শাহিন অবাক হল, 'কী ব্যাপার?'

'ঋণশোধ।'

'বাঃ। ভালই হল। কী খাবে বলো?'

www.allbdbooks.com

শবনম চা এবং টোস্ট ছাড়া অন্য কিছু খাবে না। শাহিন কাটলেটের অর্ডার দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্রলোক আবার গান গাইতে পারবেন তো?'

'না। ভোকাল কর্ড বাদ দিতে হয়েছে।'

'ও! তবু তুমি নিয়ে এলে বলে প্রাণে বেঁচে গেলেন।'

'এইভাবে বাঁচতে উনি চাইবেন না।'

'কোনো মানে হয় না। আদিমকালে যখন ভাষা ছিল না, মানুষ মূকাভিনয় করে ভাব প্রকাশ করত তখন তো কেউ মরে যেতে চায়নি।'

'বোকার মতো কথা বলছেন। যখন আগুন আবিষ্কৃত হয়নি তখন মানুষ যে জীবন যাপন করত সেই জীবনে আপনি এখন ফিরে যেতে পারেন?' শবনম রেগে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে শাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'শবনম, তুমি কি কাউকে ভালবাস?'

'মানে?' চোখ বড় হয়ে গলে শবনমের।

'প্রশ্নটা খুব সরল।'

হেসে ফেলল শবনম, 'প্রতি মুহূর্তে যাকে অভাবের সঙ্গে বড়াই করতে হয়েছে তার কাছে ওসব বিলাসিতা ছাড়া কিছু না।'

'তাহলে এত ভাল কবিতা লেখ কী করে?'

'জানি না। ভাল কি না তাও জানি না!'

সোজা হয়ে বসল শাহিন, 'আমি জানি আমার জীবন যাপনের ধারাকে তুমি পছন্দ করো না। মাঝে মাঝে নিজেকে হালবিহীন নৌকো বলে মনে হয়। যা করতে যাই তার উল্টোটা করে ফেলি। তোমাকে দেখার পর থেকেই একটা শূন্যতা আমাকে ঘিরে ধরেছে। শবনম, তুমি আমার জীবনে আসবে?'

অস্বস্তিতে রাস্তার দিকে তাকাল শবনম। তারপর বলল, 'আপনি ভুল জায়গায় কথাগুলো বললেন। আমি যে জগতে আছি সেখানে ওসব সম্ভব নয়। আর একটা কথা, আপনাকে ভাল বন্ধু বলে ভাবা যায়, আপনি তাই, কিন্তু তার বেশি কিছু আমার পক্ষে ভাবা সম্ভব নয়।'

খাবার এসে গেল। শাহিন আর এই প্রসঙ্গ না তোলায় মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিল শবনম।

ডক্টর রব্ যে সন্দেহ করেছিলেন তা সত্যি হল। টিউমারটি ম্যালিগন্যান্ট। তবু দিন সাতেকের জন্যে মনকাড়া থেকে ঘুরে আসতে অনুমতি দিলেন তিনি।

www.allbdbooks.com

অন্তত ন'টা কেমোথেরাপি করা দরকার। রোগটিকে নিয়ন্ত্রিত করতে।

এই কয়দিন শবনম অফিসে যাওয়া ও আসার সময় নিয়ম করে দেখে গিয়েছে মিন্টু বাউলকে। সে লক্ষ্য করেছে মিন্টু বাউল কথা বলার চেষ্টাই করেননি। তাঁর গলায় স্বর ফুটবে না জেনেও কান্নাকাটি দূরের কথা, মন খারাপ করেননি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সোনাভাই এলেন। আধবেলা ছুটি নিয়ে শবনম চলে এল নার্সিংহোমে। পেশেন্টকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় বিল মিটিয়ে দেওয়াই নিয়ম, কিন্তু রিসেপশনিস্ট জানাল, 'পেমেন্ট হয়ে গেছে। কোনো সমস্যা নেই।'

শবনম অনুমান করল স্বাস্থ্যমন্ত্রী শমীকের অনুরোধ রেখেছেন। বাংলাদেশের গ্রামের একজন বাউলের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে সরকারের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। সেইসঙ্গে আর একটি সন্দেহ উঁকি দিল, শমীক কি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছেন? না পারলে নার্সিংহোম থেকে কেন জানানো হল, বিল পেমেন্ট হয়ে গিয়েছে? মাথা কাজ করছিল না শবনমের।

সমস্যা হল, মিন্টু বাউলকে বাসে করে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি না। কিন্তু ঢাকা থেকে মনকাড়ায় ট্যাক্সি নিয়ে গেলে যে খরচ পড়বে তার পরিমাণ কম নয়। সোনাভাই বললেন, 'যেখান থেকে বাস ছাড়ে সেখানে চলো। খালি বাসে জানলার পাশে বসিয়ে দিলে যেতে অসুবিধে হবে না। বেশিক্ষণের পথ নয়।"

মিন্টু বাউল মাথা নেড়ে সমর্থন করলেন সোনাভাইকে—।

একটা বাস ছেড়ে যে বাসে ওরা উঠল সেটিই শেষ বাস। মনকাড়ায় পৌঁছাবে শেষ বিকেলে। মিন্টু বাউলের পাশে তাকে বসতে বললেন সোনাভাই, পেছনের সিটে তিনি। বাস ছাড়লে একটু ইতস্তত করে মানুষটির হাত ধরল শবনম। একটু যেন কেঁপে উঠল হাতটা। ব্যস, ওইটুকুই। গলায় গান দূরের কথা, শব্দ বাজবে না কখনও অথচ এ নিয়ে ওঁর প্রতিক্রিয়া বোঝাননি মিন্টুবাউল। কান্নায় ভেঙে পড়েননি। এই শক্তি কী করে পেলেন কে জানে।

পুরো পথ পুতুলের মত বসেছিলেন মিন্টু বাউল। মনকাড়ায় বাস পৌঁছালে যখন তখন সূর্য ডুবছে। বাস থেকে নামার পর আর এক সমস্যা শুরু হল। যে দ্যাখে সে-ই এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'কী হয়েছে? গলায় ব্যান্ডেজ কেন?'

www.allbdbooks.com

সোনাভাই জবাব দেন. 'তেমন কিছু নয়, অপারেশন।'

কীসের অপারেশন? কেন অপারেশন করতে হল? মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। মিন্টু বাউল কারও দিকে না তাকিয়ে মুখ উঁচু করে যখন বাজার এলাকা ছাড়িয়ে এলেন তখন ফিনফিনে আঁধার নেমে গেছে মনকাড়ায়।

শান্তি নদীর পাড়ে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন মিন্টু বাউল। তারপর নিচে নেমে এক আঁজলা জল তুলে মুখে মাথায় দিলেন। সোনাভাই সতর্ক করলেন, 'দেখবেন, ব্যান্ডেজ যেন না ভেজে।'

শবনমের মনে হল আঁধারে আবছা হয়ে যাওয়া মিন্টু বাউলের মুখে যেন হাসি ফুটল। ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি ইশারায় বললেন, নদীর ধারে একটু বসতে চান। ওরা যেন এগিয়ে যায়।

সোনাভাই বললেন, 'চলো মা। আমরা এগোই। এই নদী ওঁর প্রাণ। তাই নদীর গায়ে বসে থাকলে ওঁর প্রাণ কিছুটা শান্তি পাবে।'

ইচ্ছে করছিল না, তবু যাওয়ার আগে শবনম দেখে গেল মিন্টুভাই নদীর পাড়ে বসে পড়লেন।

রাত দশটা বেজে গেলেও মিন্টু বাউল ফিরছেন না দেখে তাঁকে ডেকে আনতে গেলেন সোনাভাই। গিয়ে দ্যাখেন মিন্টুভাই নদীর ধারে নেই। সঙ্গে সঙ্গে লোক জড়ে করে খোঁজাখুঁজি শুরু হল। রাত বাড়লে মনকাড়ার অধিকাংশ মানুষ চলে এল শান্তি নদীর ধারে। কেউ কেউ গোটা গ্রাম খুঁজে এল। মাঝরাত্রে তাঁকে পাওয়া গেল সিকি মাইল নিচে। প্রাণহীন। সোনাভাই হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কেন ভাবলাম নদীর ধারে একটু বসলে উনি শান্তি পাবেন! কেন ভুল করলাম।'

পাথর হয়ে গিয়েছিল শবনম। মানুষটি নিজেকে শেষ করে দিলেন? আধবাঁচা হয়ে থাকতে চাইলেন না। শান্তি নদীর বুকে এইভাবে শান্তি পেতে চাইলেন? মরণ কি শান্তি দেয়?

এখন শবনমের জীবন সীমাবদ্ধ। সম্পাদক ওপরের ঘরে তাকে থাকতে দিয়েছেন। নিচের তলায় অফিস। পত্রিকার কাজে এতটা সময় চলে যায় যে বাইরে বের হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রান্নাবান্নার পাট সে রাখেনি। একটা হোম ডেলিভারি সার্ভিস তাকে দু'বেলার খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে করে পৌঁছে দেয়।

যখনই একা হয় তখনই মিন্টু বাউলের কথা মনে আসে। উনি নদীতে ডুবে গিয়ে শান্তি পেতে চেয়েছিলেন! অথচ তাঁর শরীর উদ্ধার হওয়ার পর

www.allbdbooks.com

পুলিশ নিয়ে গিয়েছিল থানায়। সেখান থেকে সদরে। ময়নাতদন্ত করা হয়েছিল ওটা আত্মহত্যা না খুন তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল পুলিশ। দুদিন বাদে শেষকৃত্যের জন্যে ওঁর শরীর ফেরত দিয়েছিল কাঁটাছেঁড়া করে। মিন্টুবাউল জানতেও পারলেন না তাঁর শরীর নিয়ে কী অশান্তি হয়ে গেল।

যেদিন ঢাকায় ফিরে এসেছিল সেদিনই শমীকের বাড়ি থে ঃ ওপরের ঘরে চলে এসেছিল সে। মিন্টু বাউলের আত্মহত্যার খবর সে মনকাড়া থেকেই ফোনে শমীককে জানিয়েছিল। শুনে শমীক একটাও কথা বলেননি, ফোন রেখে দিয়েছিলেন।

শমীকের বাড়ি থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ও শমীক কোনো কথা বলেননি। শবনম দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'আমি অফিসের ঘরে আজই চলে যেতে চাই!'

শমীক নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিলেন।

গোলমালটা করল শাহিন। ভর বিকেলে অফিসে এল মদ্যপান করে। এসে বলল, 'সাড়ে তিনহাত জীবন, তার মধ্যে চোদ্দশো মাইল অন্ধকার...।'

'মানে?' শবনম জিজ্ঞাসা করল, 'নতুন কবিতা।'

'দূর। সুনীলদা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা। কিন্তু ওই চৌদ্দশো মাইল নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েছি।' হাসল শাহিন। তার পরনের পোশাকে বেশ ময়লা, হলুদের দাগ রয়েছে বুকের পাশে। বলল, 'গিয়েছিলাম শমীক ভাই-এর কাছে। তিনিও বলতে পারলেন না ওই অন্ধকারে কী কী আছে। মুশকিল। বললাম, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক অনুষ্ঠানে। তিনি বললেন গত চার মাসে আপনার সঙ্গে কথা হয়নি। তাহলে ওই বাউলের চিকিৎসার খরচ কে দিল? ওটাও অন্ধকারে।' চলে গেল শাহিন। শবনমের মনে হল এইভাবে বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না ও।

কিন্তু এ কী বলে গেল শাহিন?'

অফিসের পর সে সোজা চলে এল শমীকের বাড়িতে।

করিম বলল, 'সাহেব আজকাল ওই ঘর থেকে বের হন না। একটা লাইন লেখেন না। পাবলিশারদের ফিরিয়ে দেন।'

'কেন?' শবনম জিজ্ঞাসা করল।

'জানি না। আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন!' করিম বলল।

নিচু স্বরে রবীন্দ্রনাথের গান বাজছিল। শমীক শুয়েছিলেন চোখ বুজে। শবনম দরজায় দাঁড়াতেই মুখ ঘুরিয়ে দেখে বললেন, 'এসো।'

www.allbdbooks.com

'আপনি নাকি এই ঘর থেকে বের হন না?'

'কোথায় থাকব সেই স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আমার আছে।'

'একটা লাইনও লেখেন না?'

'লেখা না এলে কী করব। বোসো।'

'কী হয়েছে আপনার?'

'হঠাৎ এমন প্রশ্ন?' উঠে বসলেন শমীক।

'একটা কথা জানতে এসেছি।'

'উত্তর জানা থাকলে জানাব।'

'নার্সিংহোমের বিল কী ভাবে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে?'

শমীক হাসলেন।

'স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়নি।'

'শাহিন গিয়েছিল। বেচারা! চোদ্দশো মাইল অন্ধকারে কী কী ডুবে আছে তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাঁর জন্যে করা তিনি যখন নেই তখন আর এই প্রশ্ন তুলে কী লাভ!'

'আপনি দিয়েছেন?'

'এছাড়া তো অন্য উত্তর হয় না।'

'কেন দিলেন?'

'ওই মানুষটিকে ভাল লেগেছিল, তাই।'

'যাকে ভাল লাগে তার জন্যে এমন কাজ করেন?'

'আমার ভাল লাগার মানুষ বড় কম! বেশির ভাগ তাৎক্ষণিক সঙ্গসুখের অংশীদার।'

'কম মানে, নিশ্চয়ই কয়েকজন।'

'হ্যাঁ। শবনম, এই যে তুমি চলে গেলে, আমি যদি বলতাম, যেও না, এখানেই থেকে যাও, তুমি কি শুনতে?'

'আমি যখন অফিস থেকে—।'

'জানি, তোমার যুক্তি আছে। এই যুক্তিগুলো ভাললাগাকে দুমড়ে দেয়। তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তাই তোমাকে আমি কখনও বলতে পারব না সারাজীবন আমার কাছে থাকো। তাই যাকে ভাল লাগে, ইচ্ছে হলেও তার কাছে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারি না। বাউলের ক্ষেত্রে সেই অসুবিধে ছিল না।'

অবাক হয়ে শুনছিল শবনম। তার দুটো পা অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ধীরে

www.allbdbooks.com

ধীরে একটা চেয়ারে বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢাকল সে। তারপর অনেক অনেকদিন পরে কেঁদে ফেলল।

খানিকটা পরে শমীক বললেন, 'আই অ্যাম সরি।'

শবনম মাথা বাড়ল। একটু একটু করে শান্ত হল। তারপর চোখ মুছে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাই!'

ঘড়ি দেখলেন শমীক। তারপর বললেন, 'ফিরে যাওয়াটা যদি খুব জরুরী না হয় তাহলে কাল সকালে যেও, রাত হয়েছে।'

মাথা নাড়ল শবনম। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখল করিম এক গ্লাস জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'এটা খেয়ে নিন আপা।'

গ্লাসটা নিল শবনম। জল খেতে খেতে মনে হচ্ছিল তার বুকের ভেতরটা ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছে। সে বলল, 'আজ রাতে তোমাদের এখানে থাকব করিম ভাই।'

একগাল হাসল করিম, 'আপনার ঘর আগের মতনই আছে আপা। আপনি যান, আমি চা নিয়ে আসছি।'

ঘরে ঢুকে পরিচিত দৃশ্য দেখতে দেখতে শাহিনের কথা মনে এল। 'সাড়ে তিন হাত জীবন, তার মধ্যে চৌদ্দশো মাইল অন্ধকার...।'

www.allbdbooks.com

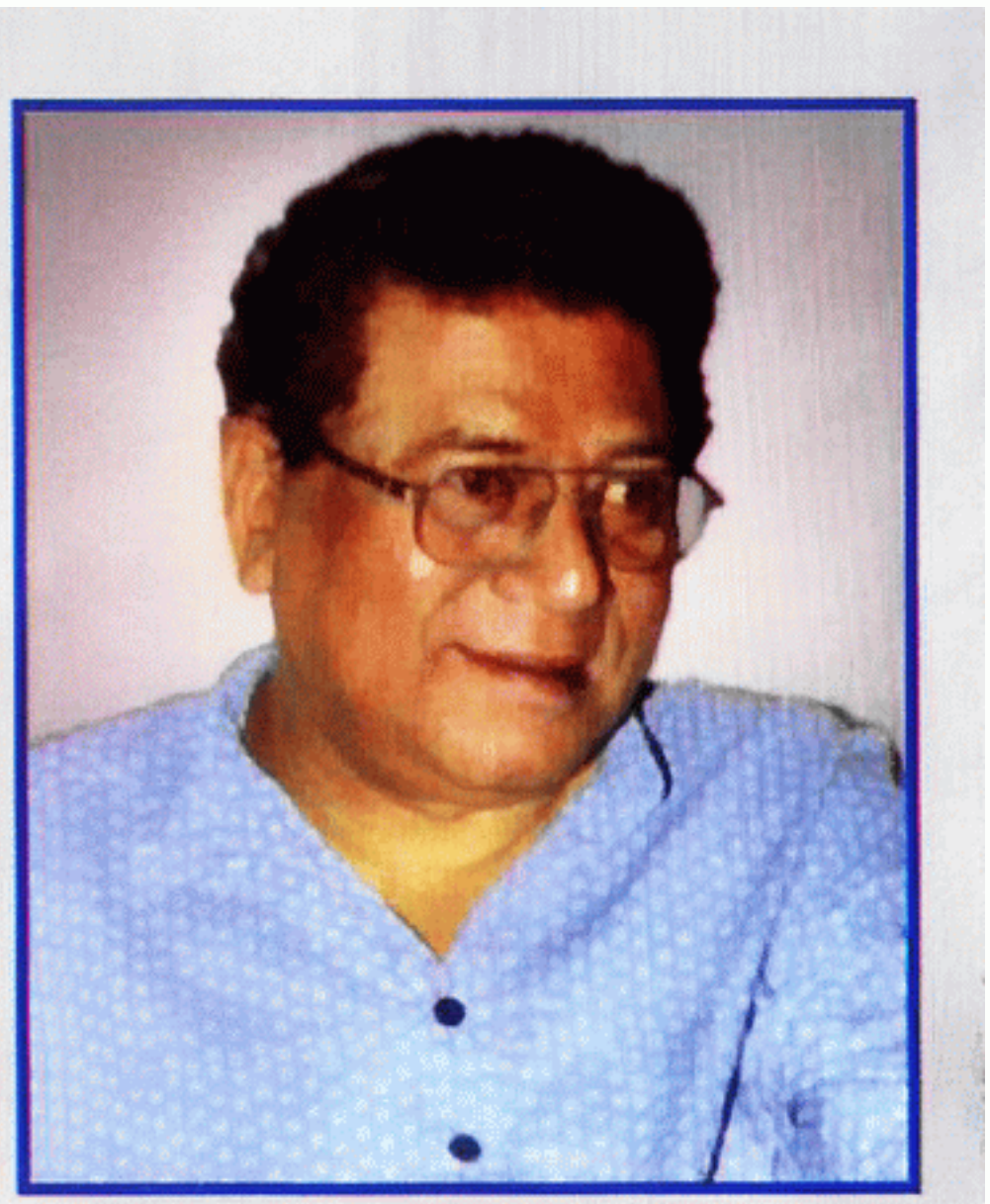

সমরেশ মজুমদারের জন্ম ১০ মার্চ ১৯৪৪। শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র। কলকাতায় আসেন ১৯৬০-এ। শিক্ষা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ.।

প্রথমে গ্রুপ থিয়েটার করতেন। তারপর নাটক লিখতে গিয়ে গল্প লেখা। প্রথম গল্প 'দেশ' পত্রিকায়, ১৯৬৭ সালে।

প্রথম উপন্যাস 'দৌড়', ১৯৭৫-এ 'দেশ' পত্রিকায়। গ্রন্থ দৌড়, এই আমি রেণু, উত্তরাধিকার, বন্দীনিবাস, বড় পাপ হে, উজান গঙ্গা, বাসভূমি, লক্ষ্মীর পাঁচালি, উনিশ বিশ, সওয়ার, কালবেলা, কালপুরুষ এবং আরও অনেক।

সম্মান ১৯৮২ সালের আনন্দ পুরস্কার তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি। এ ছাড়া 'দৌড়' চলচ্চিত্রের কাহিনিকার হিসাবে বি এফ জে এ, দিশারী এবং চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির পুরস্কার। ১৯৮৪ সালে 'কালবেলা' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

২০০৯ সালে 'কলিকাতায় নবকুমার' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন বঙ্কিম পুরস্কার।

দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত বই আয় সুখ,যায় সুখ, ছ'টি রোমান্টিক উপন্যাস, সাতটি প্রেমের উপন্যাস, রম্যরচনা সংকলন, শেষ্ঠ গল্প, চোখের জলে শ্যাওলা পড়ে না,

কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা,

মেঘে মাটিতে মাখামাখি,

গোপন ভালবাসা ইত্যাদি।

www.allbdbooks.com